2002

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

নব পর্যায় ৬৪ বর্ষ ☐ ১৬তম সংখ্যা

২৮ ফেব্রুয়ারী, ২০০২ ইসাব্দ

بسم الله الرحمن الرحيم

আপনার সন্ধানে আছি!

হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ,
খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)

১. আপনি কি পরিশ্রম করতে জানেন? এইরূপ পরিশ্রম যে, তের-চৌদ্দ ঘণ্টা পর্যন্ত প্রত্যহ কাজ করতে পারেন?

২. আপনি কি সত্য কথা বলতে জানেন; এইরূপ সত্য কথা যে কোন অবস্থাতেই মিথ্যা কথা বলেন না; এমন কি আপনার অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং প্রিয়জনও আপনার সম্মুখে মিথ্যা কথা বলতে সাহস করে না এবং কেউ আপনার সম্মুখে নিজের মিথ্যা বীরত্বমূলক কেচ্ছা শুনালে আপনি তার প্রতি নিন্দা প্রকাশ না করে থাকতে পারেন না?

৩. আপনি কি মিথ্যা সম্মানের লালসা হতে মুক্ত? মহল্লার গলি ঝাড়ু দিতে পারেন? বোঝা বহন করে ঘুরে বেড়াতে পারেন? বাজারে উচ্চস্বরে সর্বপ্রকার ঘোষণা করতে পারেন? সমস্ত দিন চলতে এবং সমস্ত রাত জাগ্রত থাকতে পারেন?

৪. আপনি ই'তেকাফ করতে পারেন? এইরূপ ই'তেকাফ যে–
ক) এক স্থানে ঘন্টার পর ঘন্টা এবং দিনের পর দিন থাকতে পারেন;
খ) ঘন্টার পর ঘন্টা বসে তসবীহ করতে পারেন এবং
গ) ঘন্টার পর ঘন্টা এবং দিনের পর দিন কোন মানুষের সঙ্গে বাক্যালাপ ছাড়াই থাকতে পারেন।

৫. আপনি কি শত্রু ও বিরুদ্ধাচারীগণ পরিবেষ্টিত অজানা ও অচেনাগণের মধ্যে দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ এবং মাসের পর মাস স্বীয় বোঝা বহন করে একা কপর্দকহীনভাবে সফর করতে পারেন?

৬. কোন কোন ব্যক্তি সকল পরাজয়ের উর্ধ্বে থাকে, তারা পরাজয়ের নামও শুনতে পসন্দ করে না। তারা পাহাড়-পর্বত কাটতে তৎপর হয় এবং নদীগুলোকে টেনে আনতে উদ্যত হয়ে পড়ে। আপনি কি এ রকম কাজ করতে সদা প্রস্তুত?

৭. আপনার এইরূপ মনোবল আছে কি যে, সমস্ত জগৎ বলবে ভুল– আর আপনি বলবেন শুদ্ধ। চারদিক হতে লোকেরা ঠাট্টা করবে কিন্তু আপনি গাম্ভীর্য বজায় রাখবেন। লোক আপনার পশ্চাদ্ধাবন করে বলবে : 'দাঁড়াও, আমরা তোমাকে প্রহার করবো'। তখন আপনার পদযুগল দ্রুত ধাবমান হওয়ার পরিবর্তে দাঁড়িয়ে পড়বে এবং আপনি মাথা পেতে বলবেন : 'এসো প্রহার কর'। আপনি তাদের কারো কথা মানবেন না। কেননা, তারা মিথ্যা বলে; কিন্তু আপনি সকলকে আপনার কথা স্বীকার করতে বাধ্য করবেন। কেননা, আপনি সত্যবাদী।

৮. আপনি এই কথা বলবেন না যে, আপনি পরিশ্রম করেছেন, কিন্তু খোদাতাআলা আপনাকে অকৃতকার্য করেছেন। বরং আপনি প্রত্যেক অকৃতকার্যতাকে নিজের দোষের ফলশ্রুতি বলে মনে করুন। আপনি ইহা বিশ্বাস করেন যে, যে পরিশ্রম করে সে-ই কৃতকার্য হয়। যে কৃতকার্য হয় নি, সে আদৌ পরিশ্রম করে নি।

আপনি যদি এইরূপ হয়ে থাকেন তাহলে আপনি একজন উত্তম মোবাল্লেগ এবং ভাল ব্যবসায়ী হওয়ার যোগ্যতার অধিকারী। কিন্তু আপনি আছেন কোথায়? খোদার বান্দা অনেক দিন হতে আপনার অনুসন্ধান করছেন। হে আহমদী যুবক! সেই ব্যক্তির সন্ধান কর নিজ দেশে, নিজ নগরে, নিজ মহল্লায়, নিজ গৃহে, অনুসন্ধান কর নিজ অন্তরে। কেননা, ইসলামের বৃক্ষটি শুষ্ক হতে চলেছে, রক্ত সিঞ্চনে উহা পুনরায় সজীব হবে।

ইসলামে পরমত সহিষ্ণুতা

দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আজ পশ্চিমা উন্নত দেশগুলোতে ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে এই ধারণা যে, এই ধর্মে পরমত সহিষ্ণুতা নেই (এমন কি তারা মনে করে যে এই ধর্ম সন্ত্রাসকেও উৎসাহ দেয়)। শুধু অন্য ধর্মাবলম্বী কেন ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের নিজেদের মধ্যে মত পার্থক্যের কারণে যে সংঘাত চলছে তা দেখে বিশ্ববাসী মনে করছে যে, নিজেদের মধ্যে মত পার্থক্য সহ্য করতেও এরা নারাজ এবং এজন্য বল প্রয়োগ এবং রক্তপাত করতেও প্রস্তুত।

শান্তির দূত হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর ইসলামের সাথে উপরে বর্ণিত ইসলামের দূরতম সম্পর্কও নেই। পবিত্র কুরআন ঘোষণা করেছে যে, ধর্মে কোন জোর জবরদস্তি নেই। এর অর্থ এই যে, কেউ যদি ইসলাম ধর্মকে মেনে না নেয় তাহলেও তার উপর কোন বল প্রয়োগ চলবে না। ইসলাম যুক্তির ধর্ম। কুরআন ঘোষণা করেছে যে, যে দলিল দ্বারা পরাভূত সে-ই সত্যিকারে পরাজিত। বল প্রয়োগের কথা এখানে নেই। হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর সময় তাঁর কাছে ভিন্ন ধর্মাবলম্বী একটি দল আসে এবং তারা তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী প্রার্থনা করতে চাইলে তিনি (সঃ) তাদেরকে মসজিদের ভিতরেই প্রার্থনা করার অনুমতি দেন।

যারা ধর্মের নামে হিংসা-হানাহানির শিক্ষা প্রদান করে চলেছেন তাদের প্রকৃত দায়িত্ব ছিল মুসলমানদের একদিকে খোদাপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করা, অপর দিকে আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি তথা মানবতার প্রতি ভালবাসায় আপ্লুত করা। ইসলাম একদিকে যেমন ইবাদত-বন্দেগী শিখায় ঠিক তেমনি শেখায় মানব- সেবা। এ বিষয়ে পবিত্র কুরআনে বিভিন্ন আদেশ-নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সূরা হুজুরাতে আল্লাহ্‌তাআলা একটি সুন্দর মুসলমান সমাজ গঠনের পন্থা বর্ণনা করেছেন ঃ যেমন- ❑ মু'মিনরা পরস্পর ভাই ভাই ❑ তারা পরস্পরের মাঝে সংশোধন ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করবে ❑ কাউকে হেয় প্রতিপন্ন করবে না ❑ কোন জাতি বা গোষ্ঠীকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখবে না ❑ একে অপরের বিরুদ্ধে কুৎসা রটাবে না প্রভৃতি।

মহান আল্লাহ্‌তাআলা আমাদেরকে হিংসা-বিদ্বেষের পথ পরিহার করে আল্লাহ্ ও রসূলের পরমত সহিষ্ণুতার শিক্ষানুযায়ী সুন্দর ও শান্তিময় সমাজ গঠনের তৌফীক দান করুন! আমীন।

আলহজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী
ন্যাশনাল আমীর

পাক্ষিক আহমদী

নব পর্যায় ৬৪ বর্ষ ॥ ১৬তম সংখ্যা

১৮ ফাল্গুন ১৪০৮ বঙ্গাব্দ ১৭ যিলহজ্জ ১৪২২ হিঃ কাঃ
২৮ তবলীগ ১৩৮১ হিঃ শাঃ ২৮ ফেব্রুয়ারী ২০০২ ঈসাব্দ

বার্ষিক চাঁদা ঃ বাংলাদেশ টাঃ ১৫০ ❑ ভারত টাঃ ২০০ ❑ অন্যান্য দেশে £ 50/ $ 100

সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি
আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক
মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ

নির্বাহী সম্পাদক
মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

বার্তা সম্পাদক
মোহাম্মদ আবদুল জলীল

প্রচার সম্পাদক
মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান

শিল্প নির্দেশক
মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন

সহকারী শিল্প নির্দেশক
সালাহউদ্দীন আহমদ

বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি
আব্দুল আউয়াল ইমরান

হিসাব ব্যবস্থাপক
মোহাম্মদ আব্দুস সাত্তার

বৈদেশিক বিষয়ক উপদেষ্টা
এ. কে. রেজাউল করীম

বিদেশ প্রতিনিধি

মুহাম্মদ আব্দুল হাদী	–	লন্ডন, ইউ কে
ইসমত পাশা	–	কানাডা
মোহাম্মদ খলিলুর রহমান	–	নিউ ইয়র্ক
মইন উদ্দীন সিরাজী	–	ক্যালিফর্নিয়া
আজিজ আহমদ চৌধুরী	–	জার্মানী
কাউসার আহমদ	–	হল্যান্ড
এন, এ, শামীম আহমদ	–	বেলজিয়াম
ইসমত উল্লাহ্	–	জাপান
ইঞ্জিনিয়ার শরীফ আহমদ	–	নিউজিল্যান্ড
ফকির আব্দুস সাত্তার	–	সিঙ্গাপুর

তত্ত্বাবধানে ঃ সেক্রেটারী পাবলিকেশনস্

আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশ-এর পক্ষে আহমদীয়া আর্ট প্রেস, ৪ বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১ থেকে মোহাম্মদ এফ, কে, মোল্লা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ফোন ঃ ৭৩০০৮০৮, ৭৩০০৮৪৯, ফ্যাক্স ঃ ৮৮০-২-৭৩০০৯২৫

E-mail : amgb@ bol-online.com

সম্পাদকীয়

ওয়াকফে আরযীর গুরুত্ব

বয়াতের ক্রমাগত প্রবৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে তালীম ও তরবীয়তের চাহিদাও যে বেগবান হচ্ছে তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু প্রয়োজনের চাহিদা মেটানোর মত মুরব্বী ও মোয়াল্লেম জামাতের হাতে নেই অথচ নবদিক্ষীত (নও মুবায়েঈন)-দের সঠিক তালীম-তরবীয়ত না দিতে পারলে এবং তাদেরকে সঠিক আহমদীয়তের রঙ্গে রঙ্গীন করতে না পারলে এ বয়াত দ্বারা আরব্ধ সফলতাতো লাভ হবেই না বরং আত্মবিধ্বংসী উপকরণের মাত্রা যোগ করা হবে।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহেঃ) ১৯৬৬ সনের ১৮ই মার্চ তারিখে ঐশী ইশারায় জামাতের অভ্যন্তরীণ তালীম ও তরবীয়তের কাজে প্রাণ চাঞ্চল্য সৃষ্টি এবং আত্ম-শুদ্ধির জন্যে এক তাহরীক করেন যার নাম 'ওয়াকফে আরযী' অর্থাৎ সাময়িক উৎসর্গ। এ তাহ্রীকের ঘোষণা করতে গিয়ে হুযূর আকদস (রাহেঃ) বলেন, "আহবাবে জামাত আর্থিক কুরবানীর পথে দিন দিন উন্নতির দিকে পা বাড়াচ্ছেন। এখন তাদের সময়েরও কুরবানীর দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে। এতে সন্দেহ নেই যে, এখনও জামাতের একটা অংশ সময়ের কুরবানী করে যাচ্ছে। আমি জামাতের নিকট এ তাহরীক করছি যে, যেসব বন্ধুকে আল্লাহ সামর্থ্য দিয়েছেন বছরে তারা যেন দু'সপ্তাহ থেকে ছ'সপ্তাহ পর্যন্ত সময় ধর্মের সেবার জন্যে উৎসর্গ করেন এবং নিজেদেরকে জামাতের বিভিন্ন কাজে যেখানে প্রেরণ করা হয় সেখানে গমন করেন। নিজ খরচে গমন করেন এবং যতদিন সেখানে থাকেন নিজ খরচে জীবন নির্বাহ করেন।" ওয়াক্ফকারীর কাজের ধরন সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তিনি বলেন, "এর মধ্যে কাজ তো হলো কুরআন করীম নাযেরা এবং তরজমাসহ পড়ার যে অভিযান জামাত থেকে চালানো হচ্ছে তিনি যেন তার তদারকী করেন, একে সঠিক রূপ দান করেন।" এ কাজের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করতে গিয়ে হুযূর আকদস (রাহেঃ) বলেন, "এই কাজ বড়ই গুরুত্বপূর্ণ এবং দরকারী আর এর দিকে বিশেষ দৃষ্টি নিবদ্ধ করা জরুরী। কেননা, বহু জামাত এমন রয়েছে যেখানে দুর্বলতা বিদ্যমান অথবা আমার এভাবে বলা উচিত যে, তাদের এক অংশের মধ্যে এক সীমা পর্যন্ত দুর্বলতা সৃষ্টি হয়েছে। ঐ দুর্বলতা দূর করা এবং সত্বর দূর করা আমাদের প্রথম কর্তব্য। আমরা তবলীগের মাধ্যমে নতুন আহমদী বানাতে থাকব। কিন্তু তরবীয়তের প্রতি দৃষ্টি না দেয়ার ফলে যদি পুরোনো এবং নতুন আহমদী প্রজন্মকে দুর্বল হওয়ার সুযোগ দিই তাহলে আমাদের শক্তি এত বৃদ্ধি পেতে পারে না, যতটুকু এ অবস্থায় বৃদ্ধি পেতে পারে যখন জন্মগত আহমদী পুরাতন আহমদী এবং নতুন আহমদী আন্তরিকতার উচ্চ ও উন্নত মর্যাদায় ভূষিত হয়।"

খলীফাতুল মসীহ্ (রাহেঃ)-এর উপরোক্ত তাহ্রীকের পর আজ ৩ দশকের বেশী সময় পাড়ি দিয়ে আমরা এমন এক স্থানে দন্ডায়মান হয়েছি যেখান থেকে আহমদীয়ত তথা প্রকৃত ইসলামের বিশ্ব-বিজয় দিগন্তের দিক চক্রবালে প্রত্যক্ষ করছি। আমরা সংখ্যার দিক থেকে উল্লেখযোগ্য ভাবে বেড়ে চলেছি একথা জোর দিয়েই বলা যায়। সাথে সাথে এ কথাকে অস্বীকার করা যায় না যে, জন্মগত ও নব দীক্ষিত আহ্মদীর মধ্যে প্রয়োজন মাফিক তালীম ও তরবীয়তের ব্যবস্থা করতে আমরা সক্ষম হইনি। এর অনেক কারণ রয়েছে। বিতন্ডার উর্ধ্বে থেকে বলা যায় যে, তালীম ও তরবীয়ত দেয়ার জন্যে প্রয়োজনীয় লোকের অভাব রয়েছে। এ কথা বোধ করি সকলেই স্বীকার করবেন যে, একদিকে নতুন প্রজন্মের তালীম তরবীয়ত অন্য দিকে নতুন দীক্ষা গ্রহণকারীদের তালীম তরবীয়াতের বিষয়টা সমস্যাকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে। এতদিন পরেও এ ওয়াকফের প্রয়োজনীয়তাকে খাটো করে দেখার অবকাশ নেই। আগেই বলেছি চাহিদার তুলনায় আমাদের হাতে যথেষ্ট সংখ্যক মুরুব্বী ও মোয়াল্লেম নেই, তবুও এ কাজ আমাদেরকে করতেই হবে। নচেৎ আমরা বাইরে যত বাড়ব ভিতরে তত হারিয়ে ফেলব। তাই এখন ওয়াক্ফে আরযী পরিকল্পনাকে আরও জোরদার করতে হবে, আরও ব্যাপকতর করতে হবে। আমরা যদি ওয়াক্ফে আরযীর কাজকে সুপরিকল্পিতভাবে সারা দেশে সুসমন্বিত করতে পারি তাহলে আমরা তালীম ও তরবীয়তের কাজকে অনেকটা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারব তাতে কোন সন্দেহ নেই। জামাতের কর্মকর্তা এবং সকল আহ্মদীর দৃষ্টি এ দিকে আকর্ষণ করে সময়ের চাহিদা ও গুরুত্ব উপলব্ধি করতঃ স্ব স্ব দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানাচ্ছি।

– নির্বাহী সম্পাদক

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃঃ
❑ কুরআন মাজীদ ঃ সূরাতুল আ'রাফ - ৭	ঃ 'কুরআন মাজীদ' থেকে	৩
❑ হাদীস শরীফ ঃ গীবত শুনা নিষিদ্ধ	ঃ অনুবাদ ও ব্যাখা - মাওলানা সালেহ্ আহমদ	৩
❑ অমৃত বাণী ঃ কুরআনের অলৌকিকতা হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ)	ঃ অনুবাদ - জনাব মোহাম্মদ ফজলুল করীম মোল্লা	৪
❑ জুমুআর খুতবা ঃ আল্লাহ্তাআলার 'রায্যাক' সিফতের ব্যাখ্যা হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)	ঃ অনুবাদ-মাওলানা মুহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী	৫-৯
❑ মুলাকাত ঃ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)	ঃ সংকলন ও অনুবাদ-আলহাজ্জ নূরুদ্দীন আমজাদ খান চৌধুরী	১০-১১
❑ ছোটদের পাতা ঃ ফুলদানী (গুলদাস্তা) (১০-১৩ বছর বয়সের ওয়াকফে নও শিশুদের পাঠ্য-পুস্তক)	ঃ পরিচালক- জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান	১২
❑ চট্টগ্রাম জামাতের ২২তম সালানা জলসার সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন	ঃ জনাব আমীর মাহমুদ ভুঁইয়া	১৩
❑ মুনাজাতে রসূল (সঃ) মূল ঃ হাফেয মুযাফ্ফর আহমদ	ঃ অনুবাদ - জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান	১৪
❑ একটি সাক্ষাৎকার	ঃ জনাব এন, এ, শামীম আহমদ	১৫-১৮
❑ সারা বছর ব্যাপী কৃষি কাজ ও পরিচর্যা	ঃ অধ্যাপক আমীর হোসেন	১৯-২১
❑ বিখ্যাত আরবী অভিধান, কুরআনের তফসীর ও হাদীস সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য	ঃ সংকলন ও ভাষান্তর - জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান	২২-২৪
❑ নতুনদের পাতা		
● ইসলাম ও আহমদীয়া মুসলিম জামাত	ঃ মৌঃ মুহাম্মদ আমীর হোসেন	২৫-২৬
● তা'লীম ও তরবিয়ত	ঃ মৌঃ মোহাম্মদ আসাদুল্লাহ্ আসাদ	২৭
❑ সংবাদ	ঃ	২৮

প্রচ্ছদ ঃ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত চট্টগ্রামের ২২তম সালানা জলসায় ভাষণ দিচ্ছেন হুযূর (আইঃ)-এর প্রতিনিধি মোহতরম মাওলানা সুলতান মাহমুদ আনোয়ার সাহেব, নাযের দরবেশান

কালামুল ইমাম

"হ্যাঁ, একটা কথা মনে রাখতে হবে, এবং তা কখনও ভুলে গেলে চলবে না যে, যদিও আমি নবী ও রসূল নামে আখ্যায়িত হয়েছি, তথাপি খোদাতাআলার তরফ থেকে আমাকে জানানো হয়েছে যে, তাঁর এই সকল আশিস ও কল্যাণ আমার প্রতি প্রত্যক্ষভাবে হয় নি বরং আসমানে এক পবিত্র সত্তা আছেন যার আধ্যাত্মিক শক্তিসমূহ আমার মধ্যে ক্রিয়াশীল হয়েছে অর্থাৎ মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের। তাঁর উসিলা ও মধ্যস্থতা অক্ষুণ্ন রেখে এবং তাঁর মধ্যে বিলীন হয়ে তাঁর মুহাম্মদ ও আহমদ নামে অভিহিত হয়ে আমি রসূলও হয়েছি অর্থাৎ প্রেরিতও হয়েছি, এবং খোদার কাছ থেকে অদৃশ্যের বা গায়েবের সংবাদ লাভকারীও হয়েছি। এবং এর দরুন খাতামান্নাবীঈনের মোহরও অক্ষুণ্ন রয়েছে। কেননা, আমি প্রতিফলিত ও প্রতিবিম্বিতরূপে প্রেমের আয়নার মধ্য দিয়ে ঐ নাম লাভ করেছি"(এক গলতি কা ইজালা)।

"আমি যদি হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর উম্মত না হ'তাম, এবং তাঁর গোলাম ও অনুসারী না হ'তাম, অথচ আমার পুণ্য কর্মের উচ্চতা ও ওজন যদি দুনিয়ার সমস্ত পবর্তের সমানও হ'তো, তথাপি আমি কখনও খোদার সাথে বাক্যালাপ কিংবা তাঁর বাণী লাভের সম্মানের অধিকারী হ'তে পারতাম না। কেননা, **এখন মুহাম্মদী নবুওয়ত ছাড়া বাকী তামাম নবুওয়তের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। আর কোনও শরীয়তবাহী নবী আসতে পারে না।** কিন্তু শরীয়ত ছাড়া কোন নবী আসতে পারবেন, অবশ্য তিনি যদি রসূলে করীম (সঃ)-এর অনুসারী হন। এভাবে আমি একই সঙ্গে একজন উম্মতিও, একজন নবীও। আমার নবুওয়ত হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর নবুওয়তের প্রতিবিম্ব। তাঁর (সঃ) নবুওয়ত বাদ দিয়ে আমার নবুওয়তের কোনও অস্তিত্ব নেই। ইহা তো সেই মুহাম্মদী নবুওয়তই যা আমার মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে" (তাজাল্লিয়াতে ইলহিয়া)।

মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) দিবস পালিত

এ পর্যন্ত প্রাপ্ত খবরে জানা গিয়াছে যে, অন্যান্য বছরের ন্যায় বিভিন্ন জামাত ২০শে ফেব্রুয়ারী যথারীতি উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে মহান মুসলেহ মাওউদ দিবসের কার্যক্রম পালন করেছে। এ পর্যন্ত ঢাকা, তেরগাতি, বগুড়া জামাত ও লাজনা ইমাইল্লাহ্, ঢাকা-এর খবর আমরা জানতে পেরেছি।

- আহমদী বার্তা

সূরাতুল আ'রাফ-৭

الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا شُعَيْبًا كَاَنْ لَّمْ يَغْنَوْا فِيْهَا ۚ اَلَّذِيْنَ كَذَّبُوْا شُعَيْبًا كَانُوْا هُمُ الْخٰسِرِيْنَ ﴿٩٣﴾

৯৩। যারা শোআয়বকে মিথ্যাবাদী আখ্যায়িত করে প্রত্যাখ্যান করেছিল তারা মনে হয় যেন কখনও সেখানে বসবাস করে নি যারা শোআয়বকে মিথ্যাবাদী আখ্যায়িত করে প্রত্যাখ্যান করেছিল তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল।

فَتَوَلّٰى عَنْهُمْ وَقَالَ يٰقَوْمِ لَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ رِسٰلٰتِ رَبِّيْ وَنَصَحْتُ لَكُمْ ۚ فَكَيْفَ اٰسٰى عَلٰى قَوْمٍ كٰفِرِيْنَ ﴿٩٤﴾

৯৪। তখন সে তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল আর বললো, 'হে আমার জাতি! অবশ্যই আমি তোমাদেরকে আমার প্রভু-প্রতিপালকের বাণী পৌঁছে দিয়েছিলাম ও তোমাদের শুভ কামনা করেছিলাম। অতএব এখন আমি কীরূপে কাফির সম্প্রদায়ের জন্য দুঃখ করবো। ১০১৪

وَمَآ اَرْسَلْنَا فِيْ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّبِيٍّ اِلَّآ اَخَذْنَآ اَهْلَهَا بِالْبَاْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُوْنَ ﴿٩٥﴾

৯৫। এবং আমরা কখনও কোন শহরে এমন কোন নবী পাঠাই নি যার অধিবাসীদেরকে আমরা অভাব-অনটন ও দুঃখ-কষ্ট দ্বারা পাকড়াও করি নি, যেন তারা বিনয়াবনত ১০১৫ হয়।

ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتّٰى عَفَوْا وَّقَالُوْا قَدْ مَسَّ اٰبَآءَنَا الضَّرَّآءُ وَالسَّرَّآءُ فَاَخَذْنٰهُمْ بَغْتَةً وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿٩٦﴾

৯৬। অতঃপর আমরা (তাদের) মন্দ অবস্থাকে ভাল অবস্থায় বদলে দিয়েছিলাম, এমনকি তারা তা উপেক্ষা করলো ও বলতে লাগলো, আমাদের বাপদাদাদের ওপরও দুঃখ আসতো এবং সুখও। অতএব অকস্মাৎ আমরা তাদেরকে এমতাবস্থায় পাকড়াও করলাম, তারা বুঝতেও পারে নি।

وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرٰٓى اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكٰتٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ وَلٰكِنْ كَذَّبُوْا فَاَخَذْنٰهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿٩٧﴾

৯৭। আর যদি সেই সকল শহরের অধিবাসীরা ঈমান আনতো ও তাক্ওয়া অবলম্বন করতো তা হলে আমরা নিশ্চয় তাদের জন্য আকাশ থেকে কল্যাণের দুয়ার খুলে দিতাম এবং পৃথিবী থেকেও, কিন্তু তারা মিথ্যাবাদী আখ্যায়িত করে (নবীগণকে) প্রত্যাখ্যান করলো, সুতরাং তারা যা অর্জন করে আসছিল তার জন্য আমরা তাদেরকে পাকড়াও করলাম।

اَفَاَمِنَ اَهْلُ الْقُرٰٓى اَنْ يَّاْتِيَهُمْ بَاْسُنَا بَيَاتًا وَّهُمْ نَآئِمُوْنَ ﴿٩٨﴾

৯৮। এ সকল শহরের অধিবাসীরা কি নিরাপদ হয়ে গেছে যে, তাদের ওপর আমাদের শাস্তি রাত্রিকালেও তাদের ঘুমন্ত অবস্থায় আসতে পারে?

১০১৪। এ কথাগুলো অত্যন্ত মর্মবিদারক। প্রত্যেক সত্য নবীর মতই হযরত শোআয়ব (আঃ)-ও তাঁর জাতির জন্য তীব্র শোক ও নিদারুণ মর্মপীড়া অনুভব করেছিলেন।

১০১৫। ইহা আল্লাহ্তাআলার সুন্নত অর্থাৎ অমোঘ নিয়ম, যা আল্লাহ্তাআলার কোন নবী আবির্ভূত হ'লে অপরিবর্তনীয়ভাবে কার্যকর হয়ে থাকে, প্রত্যেক নবীর আবির্ভাবের সঙ্গে বিভিন্ন প্রকারের দুঃখ-কষ্ট এবং দৈবদুর্যোগ অত্যন্ত বেশি পরিমাণে পতিত হ'তে থাকে, যার উদ্দেশ্য মানুষের জ্ঞান-চক্ষু খুলে দেয়া।

হাদীস শরীফ

গীবত শুনা নিষিদ্ধ

কুরআন ঃ

وَاِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ اَعْرَضُوْا عَنْهُ وَقَالُوْا لَنَآ اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ ۖ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ ۖ لَا نَبْتَغِي الْجٰهِلِيْنَ ﴿٥٦﴾

অর্থ ঃ আর তারা যখন কোন বাজে কথা শুনে তাকে তখন তারা উহাকে উপেক্ষা করে চলে এবং বলে, 'আমাদের কর্ম আমাদের জন্যে এবং তোমাদের কর্ম তোমাদের জন্যে, তোমাদের ওপরে শান্তি। আমরা মূর্খদের সাথে সম্পর্ক রাখা পসন্দ করি না (সূরাতুল কাসাস ঃ ৫৬)।

হাদীস ঃ

"আন আবি দারদায়ে আনিন নাবীয়্যে (সঃ) কালা মান রাদ্দা আন ইরযে আখীহে রাদ্দাল্লাহু আন ওয়াযহেহীন নারা ইয়াওমাল কিয়ামাতে"

অর্থাৎ আবূ দারদা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেন, যে ব্যক্তি তার মুসলমান ভাইয়ের ইজ্জত-সম্মান রক্ষা করে আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন তার মুখমন্ডলকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবেন (তিরমিযী)।

ব্যাখ্যা ঃ

আল্লাহ্তাআলা মানুষকে যে সকল ইন্দ্রিয় দান করেছেন তার মধ্যে কান হলো অন্যতম। এর মাধ্যমে মানুষ বহু কিছু করে। কান দ্বারা শ্রবণ ক'রে সে বহু ধরনের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। তাই আল্লাহ্তাআলা মু'মিনদের উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন, তারা যখন কোন অসার বাক্য শুনে তারা তা উপেক্ষা করে। অন্যত্র আল্লাহ্তাআলা বলেন, যদি কোন খানে খোদা ও তার রসূলের বিরুদ্ধে কথা হয় তোমরা তাৎক্ষণিকভাবে সেস্থান ত্যাগ কর।

অর্থাৎ খোদা চান আমরা যেন কোন এমন কিছু না শুনি যা খোদা অপসন্দ করেন। গীবত এমন এক পাপ যদি আমরা তা না শুনি তবে গীবতকারী এক পর্যায়ে নিঃসঙ্গ হয়ে পড়বে এবং সে এ ব্যাধি হ'তে মুক্তি পাবে।

গীবত অপরকে হেয় প্রতিপন্ন করার লক্ষ্যেই করা হয়। এর দ্বারা অপরের মান সম্মানের প্রতি আঘাত হানা হয়। আল্লাহ্র রসূল (সঃ) জানাচ্ছেন, যে ব্যক্তি অপরের মান ইজ্জতকে রক্ষা করে বিচার দিবসে খোদা তাকে জাহান্নামের আগুন হ'তে রক্ষা করবেন।

আমাদের সকলের গীবত হ'তে বাঁচা কর্তব্য। আর এ হ'তে বাঁচার এক মাত্র উপায় হলো নিজের কানকে এটা শুনা হ'তে বিরত রাখা।

আল্লাহ্ করুন আমরা যেন নিজেদের কানকে মন্দ কথা শুনা হতে বিরত রাখি, আমীন।

সংকলন ও ব্যাখ্যা - **মাওলানা সালেহ্ আহমদ**
মুরব্বী সিলসিলাহ্

অমৃতবাণী

হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ)

কুরআনের অলৌকিকতায় অবিশ্বাসীকে প্রতিদ্বন্দ্বিতার আহ্বান

যদি কোন ব্যক্তি সম্মানিত কুরআনের এ অলৌকিকতাকে অস্বীকার করে তাহলে একটি দিক থেকেই আমি তা যাচাই করে নিয়ে থাকি। অর্থাৎ কেউ যদি খোদাতাআলার বাণীকে অবিশ্বাস করে তাহলে এ জ্ঞান-বিজ্ঞানে আলোকিক যুগে এরূপ দাবীকারক খোদাতাআলার অস্তিত্বের বিষয়ে যুক্তি-প্রমাণ লিখে দিক, এর মোকাবেলায় ঐ সব যুক্তি-প্রমাণ সম্মানিত কুরআন থেকেই আমি বের করে দেখিয়ে দেবো। এবং যদি সেই ব্যক্তি আল্লাহ্‌র একত্ব সম্বন্ধে যুক্তি-প্রমাণ লিখিতভাবে উপস্থাপন করে তবে ঐসব প্রমাণাদিও সম্মানিত কুরআন থেকেই বের করে দেখাবো। পুনরায় সে এরূপ দলীল-প্রমাণের দাবী করে লিখুক যা কুরআন শরীফে নেই বলে সে মনে করে, অথবা ওসব সত্য ও পবিত্র শিক্ষা সম্বন্ধে যুক্তি-প্রমাণ পেশ করুক, যা তার ধারণা মতে কুরআন শরীফে অনুপস্থিত, তাহলে এরূপ ব্যক্তিকে পরিষ্কারভাবে আমি দেখিয়ে দেবো যে, কুরআন শরীফের দাবী- "যাহার মধ্যে স্থায়ী আদেশাবলী সন্নিবেশিত আছে" (৯৮ঃ৪) কীরূপ সত্য এবং স্বচ্ছ! অথবা খাঁটি ও অখাঁটি ধর্ম সম্বন্ধে লিখতে চাইলেও আমি সব দিক থেকে সম্মানিত কুরআনের অলৌকিকতা প্রমাণ ক'রে দেখিয়ে দেবো যে, সকল সত্যতা ও পবিত্র শিক্ষা সম্মানিত কুরআনেই বিদ্যমান রয়েছে।

পবিত্র কুরআনের তত্ত্ব ও রহস্য লাভে পবিত্র শক্তির প্রয়োজন

মোটকথা সম্মানিত কুরআন এমনই এক গ্রন্থ যাতে প্রত্যেক প্রকারের তত্ত্ব ও রহস্য বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু তা লাভ করতে হ'লে আমি পুনরায় বলছি, ঐ পবিত্র শক্তির প্রয়োজন। এজন্য আল্লাহ্ বলছেন ঃ "পবিত্র লোকগণ বতীত কেউ ইহাকে স্পর্শ করিবে না" (৫৬ঃ৮০)। তেমনিভাবে এর বাগ্মিতা ও অপরূপ উপস্থাপনার (এর মোকাবেলা করা অসম্ভব)। দৃষ্টান্তস্বরূপ সূরা ফাতিহার বর্তমান বিন্যাস বা গঠন প্রণালীকে বাদ দিয়ে অন্য কোন প্রকারে এর বিন্যাসের চেষ্টা করে দেখ, উন্নত তথ্য ও মহান উদ্দেশ্য যা এ গঠন প্রণালীতে রয়েছে, অন্য কোন প্রক্রিয়ায় তা বর্ণনা করা সম্ভব নয়। যে কোন সূরা সম্বন্ধে বল তা "কুল হুআল্লাহু আহাদ"ই (অর্থাৎ তুমি বল, তিনিই আল্লাহ্। এক - অদ্বিতীয়) হোক না কেন যেরূপ শিষ্টাচার ও শালীনতাকে বিবেচনায় রেখে এতে তত্ত্ব-জ্ঞান ও সত্য নিহিত রয়েছে অপর কেউই তা বর্ণনা করতে পারবে না। এটাও একমাত্র কুরআনেরই মু'জিযা বা অলৌকিকতা।

হারিরী, অন্যান্য পুস্তক এবং পবিত্র কুরআনের স্থান

আমি আশ্চার্যান্বিত হয়ে যাই যখন কতক অর্বাচীন 'হারিরী' বা সাবে মুয়াল্লিকা' (গ্রন্থ) অদ্বিতীয় ও অতুলনীয় আখ্যা দিয়ে থাকে এবং এ দ্বারা পবিত্র কুরআনের অতুলনীয় হওয়ার প্রতি আক্রমণ করতে উদ্যত হয়। তারা এতটুকুও জানে না যে, প্রথমতঃ হারিরীর লিখক কখনও এর অতুলনীয় হবার দাবী করেন নি এবং দ্বিতীয়তঃ তিনি স্বয়ং পবিত্র কুরআনের অলৌকিক বাগ্মিতায় বিশ্বাসী ছিলেন। তাছাড়া আপত্তিকারীগণ অন্তরে সাধু ও সত্যবাদী নয় বরং তা বিসর্জন দিয়ে শুধু শব্দের দিকে তারা দৌড়ায়। উল্লেখিত পুস্তকগুলো সততা ও প্রজ্ঞাশূন্য।

অলৌকিকতার সৌন্দর্য

সর্বপ্রকার মর্যাদাবোধকে দৃষ্টিপটে রাখাটাই হলো অলৌকিকতার সৌন্দর্য। বাগ্মিতা ও উত্তম উপস্থাপনা যেন হস্তচ্যুত না হয়। সততা ও প্রজ্ঞাও যেন ছেড়ে দেয়া না হয়। কুরআন শরীফই শুধু এ অলৌকিকতার অধিকারী যা সূর্যের মতো উজ্জ্বল এবং সবদিক থেকে নিজের মধ্যে অলৌকিকতার শক্তি সংরক্ষণ করে থাকে। ইঞ্জীলের ন্যায় এটা শুধু মৌখিক জমা খরচ নয় যে, "এক গালে চড় মারলে অপরটিও এগিয়ে দাও"। এটুকু ভেবে চিন্তে দেখে না যে, এরূপ কাজ বিচার-বিবেচনার সাথে কতটুকু সম্পৃক্ত এবং মানুষের স্বভাবের প্রতি তা কীরূপ দৃষ্টি রাখে।

এর বিপরীতে কুরআন করীমের শিক্ষা পাঠ করলে জানা যাবে যে, মানুষের চিন্তাধারা এরূপভাবে প্রত্যেক বিষয়ের উপর প্রাধান্য পেতে পারে না। এবং কুরআন শরীফের ন্যায় এরূপ পরিপূর্ণ ও ত্রুটিহীন শিক্ষা পার্থিব মন-মস্তিষ্কের ফলশ্রুতি হ'তে পারে না। এটা কি সম্ভব যে, আমাদের সম্মুখে এক হাজার ভিক্ষুক রয়েছে, আর তাদের মধ্য থেকে কয়েকজনকে কিছু দিয়ে দিই এবং অবশিষ্টদের সম্বন্ধে কোন খেয়াল পর্যন্ত আমাদের থাকে না? এমনিভাবে ইঞ্জীলের মাত্র একটি দিকই রয়েছে, অবশিষ্ট দিকগুলোর প্রতি এর কোন চিন্তাও নেই। আমরা এ বিষয়ে ইঞ্জীলের প্রতি দোষারোপ করছি না, কেননা এটা ইহুদীদের অপকর্মের পরিণতি। তাদের যোগ্যতার অনুপাতেই ইঞ্জীল অবতীর্ণ হয়েছে। "যেমন রূহ্ (আত্মা) তেমন ফিরিশ্‌তা।" এতে কী অপরাধ?

ইঞ্জীলের শিক্ষা ছিল যুগ-বিশেষের

এ ছাড়া ইঞ্জীল একটি স্থান-কাল-পাত্র বিশেষের বিধান। ইংরেজগণও যেমন স্থান ও কাল ভেদে আইন জারী করতেন। সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর এর কোন প্রভাব অবশিষ্ট থাকতো না। তেমনিভাবে ইঞ্জীলও একটি বিশেষ আইন, সাধারণ নয়। কিন্তু এর বিপরীতে কুরআনের শিক্ষার পরিসর অতি বিস্তৃত। অনন্তকাল পর্যন্ত একই অপরিবর্তনীয় বিধান। এবং প্রত্যেক জাতি ও প্রত্যেক যুগের জন্য। এ কারণেই খোদাতাআলা বলছেন- "আমরা আমাদের ভান্ডার থেকে নিরূপিত পরিমাণে অবতীর্ণ করিয়া থাকি" (১৫ঃ২২)। ইঞ্জীলের প্রয়োজন (শুধু) এরূপই ছিল যার জন্য এর সারমর্ম শুধু এক পৃষ্ঠাতেই লিপিবদ্ধ করা যেতে পারে। (মলফূযাত ১ম খন্ড) (চলবে)

অনুবাদ- **মুহাম্মদ ফজলুল করীম মোল্লা**

আল্লাহ্‌তাআলার রায্‌যাক সিফতের ব্যাখ্যা

[সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা তাহের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) কর্তৃক ৪ জানুয়ারী, ২০০২ইং তারিখে মসজিদ ফযল লন্ডনে প্রদত্ত]

আজকে এ বছরের প্রথম জুমুআ। ওয়াকফে জাদীদের নব বর্ষের ঘোষণা হবে। তাহ্‌রীকে জাদীদের নববর্ষের ঘোষণার সময় যেমন আল্লাহ্‌তাআলার সিফত রায্‌যাকের কিছু বিবরণ দিয়েছিলাম, তেমনই আজকেও রায্‌যাক সিফাতের আরো কিছু বিবরণ দেব, ইনশাআল্লাহ্।

তাশাহ্‌হুদ, তাআউয, ও সূরা ফাতিহার পর আরো কয়েকটি আয়াত পাঠ করে হুযূর (আইঃ) খতবা প্রদান করেন।

اَللّٰهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَقْدِرُ ۚ وَفَرِحُوْا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا فِي الْاٰخِرَةِ اِلَّا مَتَاعٌ ﴿٢٧﴾

অর্থ ঃ আল্লাহ্ যার জন্য চান রিয্‌ক সমৃদ্ধ করেন এবং (যার জন্য চান) সংকীর্ণ করেন। এবং তারা পার্থিব জীবনের উপরই উৎফুল্ল হয়, অথচ পার্থিব জীবন পরকালের মোকাবেলায় (সাময়িক) ভোগসামগ্রী ব্যতীত আর কিছুই নয় (সূরাতুর রা'দ ঃ ২৭)।

اَللّٰهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَيَقْدِرُ لَهٗ ۗ اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿٦٣﴾

অর্থ ঃ আল্লাহ্ই নিজ বান্দাগণের মধ্য হতে যার জন্য চান রিয্‌ককে সম্প্রসারিত করে দেন এবং যার জন্য চান সংকুচিত করে দেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ (যা তিনি চান) সকল বিষয়ে সর্বজ্ঞ (সূরাতু আনকাবূত ঃ ৬৩)।

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَقْدِرُ ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿٣٨﴾

অর্থ ঃ তারা কি দেখে নি যে, আল্লাহ্ যার জন্য চান রিয্‌ককে সম্প্রসারিত করে দেন এবং যার জন্য চান সঙ্কুচিত করে দেন? নিশ্চয় এতে সে জাতির জন্য বহু নিদর্শন আছে যারা ঈমান আনে (সূরাতুর রূম ঃ ৩৮)।

قُلْ اِنَّ رَبِّيْ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَيَقْدِرُ لَهٗ ۗ وَمَآ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهٗ ۚ وَهُوَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ ﴿٤٠﴾

অর্থ ঃ তুমি বল, 'নিশ্চয় আমার প্রভু-প্রতিপালক নিজ বান্দাদের মধ্য হ'তে যার জন্য চান রিয্‌ক (এর দ্বার) সম্প্রসারিত করে দেন এবং যার জন্য চান সংকীর্ণ করে দেন। এবং তোমরা যা কিছু খরচ করবে তিনি অবশ্যই এর প্রতিদান দেবেন, আর তিনি রিয্‌কদানকারীদের মধ্যে সর্বোত্তম। (সূরাতস্ সাবাহ্ ঃ ৪০)

হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর যুগে একবার জিনিসপত্রের দাম খুব বৃদ্ধি পেয়েছিল। অনেকে আঁ হযরত (সঃ)-এর খেদমতে গিয়ে আরয করেছিলেন, "ইয়া রসূলাল্লাহ্! আপনি আমাদের জন্য বাজারে জিনিসপত্রের মূল্য নির্ধারণ করে দিন।' আঁ হযরত (সঃ) উত্তরে বললেন, জিনিসপত্রের দাম নির্ধারণ করা আল্লাহ্‌র কাজ। তিনিই আমাদের জিনিসপত্রের মধ্যে স্বল্পতা সৃষ্টি করেন, তিনিই আবার সেখানে প্রাচুর্য দান করেন এবং তিনি সকল প্রকার রিয্‌ক প্রদানকারী। আমি আশা করি আমার এমন অবস্থায় আমার প্রিয় প্রভুর সাক্ষাতে হাজির হব যখন তোমাদের কেউই এমন হবে না, যে আমার বিরুদ্ধে কোন খুন বা আর্থিক বিবাদ নিয়ে অভিযোগ করতে পারবে।"

এখানে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য বিষয় এবং বাজার অর্থনীতির একটি অমূল্য বিধান বা নিয়মাবলী বর্ণনা করেছেন। বাজার অর্থনীতির বিধানগুলো এমন যে, সেগুলো কোন সরকার পরিবর্তন করতে পারে না। যদি কখনও কেউ জোরপূর্বক এ সব নীতির মধ্যে পরিবর্তন করে তবে তাতে ক্ষতি হবে। যেমন বাজারে মূল্য বৃদ্ধি হয়েছে। যদি জোরপূর্বক আদেশ বলে মূল্য কম করা হয় তবে দেখবেন হঠাৎ বাজারে জিনিস খুঁজে পাবেন না। কোথাও উধাও হয়ে যাবে। যা বেশি মূল্যে পাওয়া যেত তা বিপুল মূল্য দিয়েও পাওয়া যাবে না। এমন একটি মৌলিক নীতি নির্ধারণী শিক্ষা হুযূর (সঃ) দিয়েছেন যে, অর্থনীতির উপর কোন জোর চলে না। আঁ হযরত (সঃ) বলেছেন, আমি অর্থনীতির স্বাভাবিক গতির বিরুদ্ধে মূল্য নির্ধারণ করব না। যেভাবে বাজারে দ্রব্যাদি আসছে এবং বিক্রি হচ্ছে তা হ'তে দাও। তোমরা সেই মত চল।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করছেন, (ইবনে মাজা কিতাবুল আদব।) আঁ হযরত (সঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি ইস্তিগফাররত থাকে আল্লাহ্‌তাআলা তার সকল দুঃখ-কষ্ট দূর করে দেন। তাকে প্রত্যেক কঠিন অবস্থায় সাহায্য করেন। তাকে এমন এমন পথে রিয্‌ক প্রদান করেন যার কথা সে কল্পনাও করতে পারে না।"

এ সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন, রিয্‌কে কখন স্বচ্ছলতা আর কখন অস্বচ্ছলতা আসে তা মানুষ বুঝতে পারবে না। বুঝা যাবে না যে, কারো রিয্‌ক কেন স্বল্প আর কারো বেশি কেন? এক তরফ আল্লাহ্‌তাআলার কুরআন শরীফে অঙ্গীকার **ওয়া মান ইয়াতাওয়াক্কাল আলাল্লাহে ফাহুয়া হাস্‌বুহু"**

অর্থ ঃ যে আল্লাহ্‌র উপর ভরসা রাখে আল্লাহ্ অবশ্যই তার জন্য যথেষ্ট" (৬৫ঃ০৪)

ওয়ামানইয়াত্তাকিল্লাইয়াজয়াল্লাহু মাখরাজান

অর্থ ঃ "এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন করে তার জন্য আল্লাহ্ কোন উদ্ধারের পথ করে দেন।" [সূরাতুত্ ত্বালাক

৬৫ঃ০৩] তারপর বলেছেন, **ওয়া ইয়ারযুকহু মিন হায়ছু লা ইয়াহ্তাসিব** অর্থ ঃ এবং তিনি তাকে এমন দিক হ'তে রিয্ক দেন যা সে কল্পনাও করতে পারে না" (৬৫ঃ০৪)।

এতসব অঙ্গীকার সত্ত্বেও দেখা যায়, অনেক মানুষ যারা ন্যায়পরায়ণ, মুত্তাকী এবং সৎপ্রকৃতির হয়ে থাকে, তারা শরীয়তের অনুশাসনও মেনে চলে কিন্তু তাদের রিয্কে স্বল্পতা বড় স্পষ্ট অনুভূত হয়। রাতের খাবারের ব্যবস্থা আছে তো দিনের খাবার নেই দিনের আছে তো রাতের নেই। আমাদের এ ধরনের অভিজ্ঞতা থেকে মনে হয় যে, এরা তাহলে আল্লাহ্র সাথে ভাল সম্পর্ক রাখে না। আমাদের বিশ্বাস এই যে, উপরে বর্ণিত সকল অঙ্গীকার সত্য যাতে বলা হয়েছে, মুত্তাকীদেরকে আল্লাহ্ স্বয়ং রিয্ক প্রদান করেন। আহ্লুল্লাহ্ (অলি আল্লাহ্, আল্লাহ্র সাথে যাদের মধুর সম্পর্ক)-গণের ইতিহাস দেখলে জানা যায় যে, কোন পুণ্যবান নেক বান্দা একজনও ছিলেন না যিনি অভুক্ত থেকে মারা গেছেন। মু'মিনদের মধ্যে যারা মুত্তাকী হিসাবে গণ্য হয়েছেন তাদের মধ্যেও এমন হয়নি যে, তারা দরিদ্রতার কশাঘাতে জর্জরিত হয়েছেন, যদিও খুব স্বচ্ছলতা সবার ছিল না। কিন্তু এমন হয় নি যে, তাদের দারিদ্র এতটা প্রকট হয়েছে যে, তাঁরা সেটাকে আযাব মনে করেছেন। আঁ হযরত (সঃ) নিজেও দরিদ্রতা অবলম্বন করেছেন। কিন্তু হুযূর (সঃ)-এর দানশীলতা দেখে বুঝা যায় যে, তিনি নিজেই দরিদ্রতা অবলম্বন করেছেন, তাঁর উপর শাস্তিস্বরূপ চাপিয়ে দেয়া হয় নি।

আসলে এ পথে বড় বড় কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়। অনেকে এমন আছে যারা বাহ্যতঃ মুত্তাকী তাদের রিয্ক খুবই কম হয়ে থাকে। এসব দেখে অবশেষে বলতেই হয় যে, আল্লাহ্র অঙ্গীকার সবগুলোই সত্য। কিন্তু মানুষের মধ্যেই দুর্বলতা থাকে।"

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) আরো লিখেছেন, "আর্থিক অস্বচ্ছলতা এবং সকল প্রকার অভাবের (স্বল্পতা) আক্রমণ থেকে রক্ষার একমাত্র উপায় তাকওয়া। কেউ যেন মনে না করে যে, অবিশ্বাসীদের কাছে তো ধন-দৌলত থাকে, তারা ভোগ-বিলাসে লিপ্ত থাকে। আমি সত্য সত্যই বলছি, তারা বাহ্যিক দৃষ্টিতে মনে হয় যে, খুব সুখে আছে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা বড় জ্বালা-যন্ত্রণা ও কষ্টের মধ্যে থাকে। আমি খোঁজ নিয়ে দেখেছি, তারা বহু রকম বন্ধন, বহু রকম শৃংখলা-বন্দী হয়ে থাকে।"

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন, "যারা আল্লাহ্তাআলাকে সর্বদা ভয় পেতে থাকবে, আল্লাহ্তাআলা তাদের এমন উপায়ে রিয্ক প্রদান করবেন যে, তারা বুঝতেও পারবে না।

এখানে বিশেষ করে রিয্কের কথা বলেছেন এজন্য যে, অনেকে হারাম সম্পদ জমা করে। অথচ যদি তারা তাকওয়া অবলম্বন করে এবং আল্লাহ্র বিধি-নিষেধকে মান্য ক'রে চলে তবে আল্লাহ্ নিজেই তাদেরকে রিয্ক দিবেন।"

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন,

"প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্তাআলাই একমাত্র রিয্কদানকারী। যে ব্যক্তি কেবল আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস বা ভরসা করে আল্লাহ্ তাকে রিয্ক থেকে বঞ্চিত রাখবেন না। যারা তাঁর উপর ভরসা করে আল্লাহ্ যে কোন উপায়ে তাদেরকে রিয্ক সরবরাহ করেন। আল্লাহ্ বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আমার উপর ভরসা করে, আমার উপর নির্ভর করে, আমি তার জন্য আকাশ থেকে বর্ষণ করি, পায়ের নীচের থেকে উদ্ভব করি। সুতরাং আল্লাহ্র উপর সকলের ভরসা করা উচিত।"

قُلْ لِّعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خِلٰلٌ ﴿٣٢﴾

অর্থ ঃ আমার যে সব বান্দা ঈমান এনেছে, তুমি তাদেরকে বল, যেন তারা নামায কায়েম করে এবং যা কিছু আমরা তাদেকে রিয্ক দিয়েছিলাম উহা হ'তে গোপনে ও প্রকাশ্যে খরচ করে ঐ দিন আসবার পূর্বে যে দিন কোন ক্রয়-বিক্রয় এবং বন্ধুত্ব থাকবে না। (সুরাতু ইব্রাহীম ঃ ৩২)

এখানে বলা হয়েছে, 'প্রকাশ্য খরচ করে'। এর অর্থ এই নয় যে, লোক দেখাবার জন্য। বরং উদ্দেশ্য এই যে, অন্যরাও যেন দেখে অনুপ্রাণিত হয়। প্রত্যেকের অন্তরের অবস্থা আল্লাহ্ জানেন। যদি কেউ সদিচ্ছা নিয়ে প্রকাশ্যে খরচ করে তবে এর অনুমতি আছে। গোপনে যারা খরচ করে তারা যদি এজন্য করে যে, লোক দেখানো হয়ে গিয়ে আমার অন্তরে যেন অহংকার এসে না যায় তবে তা আরো ভাল।

আমাদের জামাতে চাঁদা দেয়ার জন্য যেসব তাহরীক রয়েছে এখানে উভয় পদ্ধতিতে চাঁদা দেয়া বৈধ করা হয়েছে।

اِنَّ الَّذِيْنَ يَتْلُوْنَ كِتٰبَ اللّٰهِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً يَّرْجُوْنَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُوْرَ ﴿٣٠﴾

অর্থ ঃ নিশ্চয় যারা আল্লাহ্র কিতাব পাঠ করে, এবং নামায কায়েম করে, এবং আমরা এদেরকে যা দিয়েছি তা হ'তে গোপনে ও প্রকাশে খরচ করে, তারা এমন এক বাণিজ্যের আশা রাখে যা কখনও বিফল হবে না (সূরা ফাতির ঃ ৩০)।

ব্যবসায়-বাণিজ্য তো ধ্বংস হতেই থাকে। অনেক বড় বড় ব্যবসায়ও অনেক সময় ধ্বংস হয়ে যায়। যখন ধ্বংস হ'তে আরম্ভ হয় তখন বুঝায় যায় না যে, টাকা কোথায় গেল? আসলে তারা মূর্খতাবশতঃ অন্যায়ভাবে টাকা খরচ করে। অথবা টাকা আসবে মনে করে খরচপত্র অনেক বৃদ্ধি করে ফেলে। এমন ব্যক্তির ব্যবসায় সর্বদা অনিশ্চয়তার সম্মুখীন হ'তে থাকে। তারা জানে না যে, রিয্ক এর আসল উৎস তো আল্লাহ্র হাতে। তিনি জানেন যে, কার রিয্ক কতটুকু। তিনি হৃদয়ের অবস্থা জানেন এবং সেই মত ব্যবস্থা করেন। এ ধারণা ঠিক নয় যে, সে যেহেতু নেকী করেছিল তাই এমন হয়েছে। আল্লাহ্র দৃষ্টি থাকে মানুষের অন্তরের অবস্থার উপর। কেউ যদি লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে আল্লাহ্র রাস্তায় খরচ করে তবে এতে করে তার সম্পর্কে বরকত হবে না।

হযরত আবূ আমামা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হযরত রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন, 'হে ইবনে আদম! যদি তুমি ধন-সম্পদ খরচ কর তবে তোমার জন্য মঙ্গলজনক হবে। আর যদি তুমি তা কুক্ষিগত করে রাখ তবে তোমার জন্য খুব অমঙ্গল হবে। হ্যাঁ, তোমার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকবে না যদি তুমি তোমার স্বল্প আয় থেকে সন্তান ও পরিবারের জন্য খরচ কর। কারণ তোমার নিজ পরিবারবর্গের প্রথম অধিকার। উপরের হাত নিজের হাতের চেয়ে উত্তম। [অর্থ গ্রহণ করার তুলনায় দান করা উত্তম]"।

হযরত হাফসা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আঁ হযরত (সঃ)-কে আমি বলতে শুনেছি, সদকা

দিতে থাক অর্থাৎ আল্লাহ্‌র রাস্তায় ধন-সম্পদ খরচ করতে থাক। নিশ্চয় এমন দিন আসছে যখন এক ব্যক্তি সদকা তথা আল্লাহ্‌র রাস্তায় অর্থ দিতে যাবে তখন যার জন্য সে অর্থ প্রদান করবে সে বলবে, যদি তুমি গত কালকে দিতে আমি কবুল করতাম, কিন্তু আজ নিব না।"

হযরত আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) বলেছেন, আঁ হযরত (সঃ) (বুখারী) বলেছেন, দু' ব্যক্তি এমন যাদের সম্পর্কে ঈর্ষান্বিত হওয়া জায়েয, এক ব্যক্তি থাকে আল্লাহ্ কুরআনের জ্ঞান দান করেছেন এবং সে রাত দিন কুরআন তিলাওয়াত করে। তাকে দেখে কেউ আক্ষেপ প্রকাশ করে যে, আমার যদি কুরআনের জ্ঞান থাকত তবে আমিও পড়ে শোনাতাম। অপরজন যাকে আল্লাহ্ ধন-সম্পদ দিয়েছেন এবং সে তার অর্থ যথাস্থানে খরচ করে। তাকে দেখে কেউ আক্ষেপ করে যে, আমার যদি অর্থ থাকত তবে আমিও এমন খরচ করতাম।"

হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আঁ হযরত (সঃ) বলেছেন, যে স্ত্রীলোক নিজ ঘর-সংসারের প্রয়োজনে নিজ অর্থ-সম্পদ থেকে খরচ করে এবং তাতে কোন ঝগড়াও সৃষ্টি হয় না তবে সে সওয়াবের অধিকারী হবে। তার স্বামীও সওয়াব পাবে কারণ সে-ই তো ঐ অর্থ আয় করেছে।"

এটা ভিন্ন বিষয় যে, স্ত্রী পৃথক নিজ আয়কৃত থেকে খরচ করে। এখানে বলা হয়েছে যে. স্বামী আয় করেন স্ত্রী সেখান থেকে সংসারের ব্যয় নির্বাহের পরে কিছু কিছু পৃথক সাশ্রয় বা সঞ্চয় করে এবং প্রয়োজনের সময় সেখান থেকে খরচ করে। এমন ক্ষেত্রে উভয়ে সওয়াব পাবে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন, "হে ঈমানদারগণ! তোমরা তোমাদের পবিত্র আয়ের অর্থ থেকে সদকা, খয়রাত, অনুগ্রহপূর্বক কাউকে দান কর; যে অর্থ অন্যায় বা হারাম বা আত্মসাতকৃত বা চুরির অর্থ নয়। অপবিত্র অর্থ বিতরণ করবে না। দ্বিতীয়তঃ নিজ আর্থিক কুরবানীর বা আল্লাহ্‌র রাস্তায় তোমার খরচ করা অর্থ যাদেরকে দিয়েছে তাদেরকে তোমার দয়ার কথা স্মরণ করিয়ে বা তাদেরকে বিভিন্নভাবে কষ্ট দেয়ার মাধ্যমে তা বিনষ্ট করবে না। এভাবে তোমার সওয়াব নষ্ট হবে। তোমরা নিজ অর্থকে লোক দেখানোর জন্য খরচ করো না। যারা সত্যের অনুসারী তার সুদিনে হোক বা দুর্দিনে হোক সাধ্যমত খরচ করতে থাকে। কখনও গোপনীয়তার সাথে খরচ করে কখনও প্রকাশ্য খরচ করে। গোপনীয়তা এ জন্য যে, লোক দেখানো ভাব যেন সৃষ্টি না হয়; প্রকাশ্যে এজন্য যে, অন্যরা এ দেখে যেন অনুপ্রেরণা লাভ করে।

সদকা খয়রাতের বেলায় খেয়াল রাখা দরকার যে, প্রথমে বেশি দরিদ্র যারা, যাদের প্রয়োজন বেশি প্রকট তাদের দেয়া দরকার। যারা আর্থিক ব্যবস্থাপনার কাজে নিয়োজিত তাদের খরচও এখান থেকে নির্বাহ করা যায়। আরো এই যে, কাউকে কোন বিপদ থেকে উদ্ধারের জন্যও এখান থেকে খরচ করা যায়। অনুরূপভাবে দাসদেরকে দাসত্ব থেকে মুক্ত করাবার জন্য অথবা এমন দায়গ্রস্ত ব্যক্তি বা ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে উদ্ধারের জন্যও খরচ করা যায়।

তোমরা কখনও প্রকৃত পুণ্য লাভ করতে পার না যতক্ষণ তোমার অতি প্রিয় ধন থেকে আল্লাহ্‌র রাস্তায় খরচ না কর। গরীবদের বিষয়ে নিজ দায়িত্ব পালন কর, নিঃস্ব, দুস্থদেরকে দাও। মুসাফির বা পথযাত্রীদের জন্য খরচ কর। বিয়ে-শাদী এবং অনুরূপ আমোদ-প্রমোদের অনুষ্ঠানে সন্তানের জন্ম ইত্যাদি কুসংস্কারে যেখানে প্রচুর অর্থ অপচয় করা হয় এমন খরচ তোমরা করো না।"

وَاَنْفِقُوْا مِنْ مَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُوْلَ رَبِّ لَوْلَآ اَخَّرْتَنِيْٓ اِلٰٓى اَجَلٍ قَرِيْبٍ فَاَصَّدَّقَ وَاَكُنْ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ۝

অর্থ ঃ এবং তোমাদের কারও উপর মৃত্যু আসার পূর্বে আমরা তোমাদেরকে যে রিয্ক দিয়েছি উহা হতে তোমরা খরচ কর যেন তাকে পরে ইহা বলতে না হয় যে, 'হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! তুমি কেন আমায় কিছুকালের অবকাশ দিলে না যাতে আমি কিছু দান-খয়রাত করতাম এবং সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হতাম'(সূরাতুল মুনাফিকূন ঃ ১১)।

হযরত আনাস বিন মালেক (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, 'আঁ হযরত (সঃ) বলেছেন, নিশ্চয় কোন মু'মিনকে তার পুণ্য কর্মের সওয়াব অল্প করে দেন না। তিনি তার পুণ্যের ফল ইহকালেও প্রদান করেন, পরকালেও দিবেন। কিন্তু কাফিরকে তার ভাল কাজের পুরস্কার ইহকালেই দিয়ে দেয়া হয়। পরকালে তার জন্য কিছু থাকবে না।"

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেছেন, আঁ হযরত (সঃ)-কে (বুখারী, কিতাবুয্ যাকাত) বলতে শুনেছি, তোমাদের মধ্যে যে আল্লাহ্‌র রাস্তায় খরচ করে তার উদাহরণ এমন একজন বর্ম পরিহিত ব্যক্তির মত, যে ব্যক্তি খরচ করলে তার ঐ বর্মের জামায় টান পড়ে ফলে ওটা আবার প্রসারিত হয় এবং তাকে আবার ঢেকে দেয়। কখনও কোন অংশ উলঙ্গ হয় না।"

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন,

রিয্ক দুই প্রকার হয়। একতো পরীক্ষাস্বরূপ দ্বিতীয়তঃ অনুগ্রহস্বরূপ। যে রিয্ক পরীক্ষামূলক তার সাথে আল্লাহ্‌র কোন সম্পর্ক থাকে না। এমন রিয্ক মানুষকে আল্লাহ্ থেকে দূরে সরিয়ে নিতে থাকে। অবশেষে তাকে শেষ করে দেয় ...। যাকে অনুগ্রহস্বরূপ রিয্ক প্রদান করা হয় সে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রাস্তায় নিবেদিত প্রাণ তার ধন-সম্পদও আল্লাহ্‌র জন্যই হয়। এমন ব্যক্তির অভিভাবক আল্লাহ্ হন এবং তারা নিজের অর্থকে আল্লাহ্‌র অর্থ মনে করে এবং প্রমাণও দেখিয়ে দেয়। সাহাবায়ে কেরামকে দেখুন। যখন পরীক্ষার সময় এসেছে তখন তারা নিজেদের সবকিছু আল্লাহ্‌র পথে ঢেলে দিয়েছিলেন।

হযরত আবূ বকর (রাঃ) সমস্ত ধন-সম্পদ নিয়ে এসে হুযূর (সঃ)-এর খেদমতে পেশ করেছিলেন। আল্লাহ্‌তাআলা তাঁকে তেমন পুরস্কারও দিলেন। তিনি সর্বপ্রথম হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর খলীফার পদপ্রাপ্ত হলেন। আল্লাহ্‌র রাস্তায় যে অর্থ খরচ করে সেটাই প্রকৃতপক্ষে মানুষের কাজে লাগে।"

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর একটি রূইয়া (সত্য-স্বপ্ন বা দিব্য-দর্শন) বর্ণনা করছি। হুযূর লিখেছেন,

"আমি স্বপ্নে একজন ফিরিশ্‌তা দেখলাম। আমি বাড়ীর ছাদে বসেছিলাম। ঐ ফিরিশ্‌তার হাতে একটি সুন্দর পাক পবিত্র নান রুটি ছিল যা খুব চমৎকার ও উজ্জ্বল। ফিরিশ্‌তা আমাকে বললেন, "ইয়ে তেরে লিয়ে আওর তেরে সাথ কে দরবেশঁকে লিয়ে" (অর্থ ঃ এটি তোমার জন্য এবং তোমার সাথের দরবেশদের জন্য। এটি একটি স্বপ্ন মাত্র। ঐ

সময় দেখেছি যখন আমার কোন পরিচিতি ছিল না বা প্রসিদ্ধ ছিলাম না আমি। আমার সাথে দরবেশদের কোন জামাতও ছিল না। অথচ এখন আমার সাথে বিরাট জামাত আছে যারা নিজ নিজ জীবনে ধর্মকে পার্থিব জীবনের উপরে প্রাধান্য দিয়ে রেখেছে। তারা নিজেকে দরবেশ বানিয়ে ফেলেছে। নিজেদের গ্রাম, ঘর-বাড়ী, আত্মীয়-স্বজনদের ছেড়ে এখানে এসেছে চিরদিনের জন্য। আমি স্বপ্নে যে নান-রুটি দেখেছিলাম, আমি এর তা'বীর করেছি যে, আল্লাহ্ আমার ও আমার জামাতের সকলের অভিভাবক হবেন। রিয্ক এর চিন্তা-ভাবনা থেকে আমাদের মুক্ত রাখবেন। সুতরাং আমরা দীর্ঘ কাল থেকে এমনই হ'তে দেখছি।"

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর একটি নিদর্শন বলছি।

"১২২নং নিদর্শন ঃ আজ হ'তে প্রায় ৩০ (তিরিশ) বৎসর পূর্বে একবার আমি স্বপ্নে দোকান সৃদশ্য একটি উচ্চ মাচান দেখলাম। সম্ভবতঃ উহার উপর ছাদও ছিল। একটি খুব সুন্দর বালক উহার উপর বসে আছে। তার বয়স ছিল প্রায় সাত বৎসর। আমার মনে হল (এ বালকটি) একজন ফিরিশ্তা। সে আমাকে ডাকল না কি আমি নিজেই গেলাম তা মনে নেই। কিন্তু যখন আমি তার মাচানের নিকট গিয়ে দাঁড়ালাম তখন সে আমার হাতে একটি রুটি দিয়ে বলল, এ রুটি নাও। ইহা তোমার জন্য ও তোমার সঙ্গেকার দরবেশদের জন্য। রুটিটি ছিল খুবই স্বচ্ছ। উহা চমকাচ্ছিল। উহা এত বড় ছিল যেন চারটি রুটির সমান। সুতরাং ১০ (দশ) বৎসর পরে এ স্বপ্নের প্রকাশ ঘটল। যদি কেউ সরল অন্তঃকরণে কাদিয়ানে এসে অবস্থান করে তবে সে বুঝবে ঐ রুটিই, যা ফিরিশ্তা দিয়েছিল, তা দুই বেলা আমরা অদৃশ্য হ'তে পেয়ে থাকি। কয়েকটি পরিবার দু' বেলা এখান হতে রুটি খাইয়ে থাকে। কয়েকজন অন্ধ, খোঁড়া ও মিসকিন দুই বেলা এ লঙ্গরখানা হতে রুটি নিয়ে যায়। চারিদিক হতে মেহমান আসে। রুটি ভক্ষণকারীদের গড় সংখ্যা প্রতিদিন দুইশত, কখনো তিনশত এবং কখনো এর অধিক হয়ে থাকে। তারা দুইবেলা এ লঙ্গরখানা হতে রুটি খেয়ে থাকে। অন্যান্য ব্যয় এ মেহমানদারী হতে পৃথক। অনেক মিতব্যয়িতার পরও গড়ে প্রতিমাসে ১,৫০০ (পনরশত) টাকা ব্যয় হয়ে থাকে। এতদ্ব্যতীত আরো কিছু খরচ আছে, যা এ ব্যয় হতে পৃথক। খোদার এ মু'জিযা আমি ২০ (বিশ) বৎসর হতে দেখে আসছি যে, অদৃশ্য হতে আমরা এ রুটি পেয়ে থাকি। জানা থাকে না কাল কোথা হতে আসবে। কিন্তু এসে থাকে। হযরত ঈসার হাওয়ারীদের তো এ দোয়া ছিল যে, হে খোদা! আমাদেরকে প্রতি দিনের রুটি দাও। কিন্তু করুণাময় খোদা দোয়া ব্যতীতই আমাদিগকে প্রতি দিনের রুটি দিচ্ছেন। ফেরেশ্তা যেভাবে বলেছিল যে, এ রুটি তোমার জন্য এবং তোমার সঙ্গেকার দরবেশদের জন্য, ঠিক তদ্রূপেই করুণাময় খোদা আমাকে ও আমার সঙ্গেকার দরবেশদিগকে প্রতিদিন নিজের পক্ষ হতে এ নিমন্ত্রণ জানিয়ে থাকেন। অতএব তাঁর প্রতিদিনের নূতন নিমন্ত্রণ আমাদের জন্য এক নূতন নিদর্শন হয়ে থাকে" (হাকীকাতুল ওহী, ২৩২, বাংলা সংস্করণ)।

ঐ যুগে তিনশ' মেহমান প্রতিদিন অনেক বড় বিষয় ছিল। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) আরবী কবিতার একটি পংক্তি ঃ

"লাফ্ফাযাতুল মাওয়ায়িদে কানা উকলি

সেরতোল ইয়াউমা মুতয়ামাল আসালী"

অনুবাদ ঃ খাবার দস্তরখান বা খাবার টেবিলের উচ্ছিষ্ট বা বেঁচে যাওয়া রুটি আমার খাবার ছিল একদিন। আজ আমার দস্তরখান বা খাওয়ার টেবিলই অনেকের জীবিকা নির্বাহের পথ হয়েছে।"

হযরত সাহেব বাড়ীর বাইরের অংশে থাকতেন। কোন কিছুর প্রতি কোন আকর্ষণ ছিল না। বাড়ীর মহিলা (ভাবী) কিছু রুটি বাইরে তাঁর জন্য পাঠাতেন। তিনি সামান্য খেয়ে গরীব ছেলে-মেয়েদের দিয়ে দিতেন খাবারের বেশির ভাগটা। আজকে হযরত মসীহ্ মাওউদ (সঃ)-এর লঙ্গর থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষ খাবার খাচ্ছেন। এ লঙ্গর খানার ব্যবস্থা হুযূর (আঃ) চালু করেছিলেন আল্লাহ্র পক্ষ থেকে।

নভেম্বর ১৮৮১ইং। মুহররম মাসের প্রথম অথবা ২রা তারিখ হবে আমাকে স্বপ্নে দেখানো হোল যে, কোন ব্যক্তি পুস্তক প্রকাশনার সাহায্যস্বরূপ পঞ্চাশ টাকা পাঠিয়েছে। (আশ্চর্যের বিষয় এই যে,) ঐ রাতেই একজন আর্য সমাজি হিন্দু লালা শরমপতকে ও আমাদের বিষয়ে স্বপ্নে দেখানো হয় যে, কোন ব্যক্তি এক হাজার টাকা আমাদের জন্য পাঠিয়েছেন। সে যখন আমাকে স্বপ্নের বিবরণ শোনাল আমি ও আমার স্বপ্নের বিবরণ তাকে শুনিয়ে দিলাম। একথাও বললাম যে, তোমার স্বপ্নের টাকার পরিমাণের সাথে উনিশ অংশ মিথ্যা মিশ্রিত হয়েছে কারণ তুমি হিন্দু, ইসলামের বাইরের লোক। হয়ত আমার এ কথা তার কষ্টের কারণ হয়েছিল। কিন্তু আমার কথা সত্য ছিল। ৫ বা ৬ মুহার্‌রম তারিখে আমার কথার সত্যতা প্রকাশ পেয়ে গেল যখন আমার নামে পঞ্চাশ টাকার (মানি অর্ডার) এসে গেল অনেক লোকের সামনে। ঐ টাকা পাঠিয়েছিলেন [জুনাগড় রাজ্যের একজন বড় কর্মকর্তা] জনাব শেখ মুহাম্মদ বাহাউদ্দীন সাহেব। সেখানে একজন আর্য সমাজিও দেখেছিল। ফালহামদু লিল্লাহে আলা যালিক। (বারাহীনে আহমদীয়া ৩য় খন্ড, পৃঃ ২৫৫)

৩ জুন ১৯০৩ইং এর একটি ইলহামঃ "ইন্নিমায়াকা ওয়ামায়া আহলেকা ইন্নি মায়া কাসরাতে রিয্কেকা"

অনুবাদ ঃ আমি তোমার সাথে ও তোমার পরিবারবর্গের সাথে আছি। আমি তোমার সাথে প্রচুর রিয্কসহ আছি।"

৩ মার্চ ১৯০৫ইং এর একটি ইলহামঃ

৩ মার্চ তারিখ সকালে শুক্রবার, স্বপ্নে আমি দেখলাম, টাকা পয়সার স্বল্পতা, কঠিন সমস্যা সামনে। খুব বেশি চিন্তিত। আমি কাউকে বলছি, 'কোন কাগজ নিয়ে লেখ, এত টাকা জমা এত টাকা খরচ'। কেউ আমার কথা শুনছে না। সামনে দেখলাম একজন বসে হিসাব লিখছে। আমি দেখে চিনতে পারলাম সে ব্যক্তি লছমী দাস, হিসাব লেখক। এককালে সে সিয়ালকোটের ট্রেজারিতে এই পদে চাকরী করত। আমি তাকে ডাকতে চাইলাম। কিন্তু সে-ও আসল না। ভ্রুক্ষেপ করল না। আমি দেখলাম টাকা খুবই কম। কোনমতেই কাজ হচ্ছে না।

ইতোমধ্যে একজন সাদা পোশাক পরিহিত সরল মানুষ, যোগ্য ন্যায়পরায়ণ পুরুষ আসলেন। তিনি তার হাতের মুঠ ভরা অনেক টাকা আমার আঁচলে ঢেলে দিলেন এবং এত দ্রুত প্রস্থান করলেন যে, আমি তার নামও জিজ্ঞেস করার সুযোগ পেলাম না।

কিন্তু তার পরও টাকার অভাব থেকেই গেল। তারপর আর একজন অত্যন্ত সরল সহজ কিন্তু নূরানী চেহারার মানুষ আসলেন যার চেহারা কোটলার এক সূফী যার নাম করম

এলাহী বা ফযল এলাহী হবে, তার চেহারার মত, যিনি নিজ জামা বিক্রি করে আমাদিগকে টাকা দিয়েছিলেন। কিন্তু এখন তাকে এক ভিন্ন মানুষ মনে হচ্ছিল। তিনি তার দু'হাত ভরে টাকা আমার আঁচলে ঢেলে দিলেন। প্রচুর টাকা ছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনার নাম কি? তিনি বললেন, নাম আবার কি? কোন নাম নেই! আমি বললাম, কিছু তো বলবেন নাম? তখন সে বললেন, টিচি।' [টিচি পাঞ্জাবী ভাষায় এমন ব্যক্তিকে বলা হয়, যে ঠিক সময় মত হাজির হয়] আমার চোখ ভরে অশ্রু আসল যে, আমাদের জামাতে এমন লোকও আছে, যে এত টাকা দেয় আর নাম-ও বলে না। আমি বললাম, এ তো মানুষ নয়, ফিরিশ্‌তা। তারপর যখন অনেক টাকার দৃশ্য আমার চোখের সামনে আবার ভেসে উঠল, আমি বললাম, এর মধ্য হ'তে মনজুর মুহম্মদের স্ত্রীকেও দেব কারণ সে অভাবী। আমি যখন এ স্বপ্ন দেখছিলাম তখন রাতের একটা বেজে পঁয়ত্রিশ মিনিটের বেশি হয়েছিল" (তাযকিরাহ্ পৃঃ ৫২৮)।

এখানে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর ইলহামে যে পরিমাণ টাকা পাওয়া গেছে- সে টাকা তো এখন অনেক বেশি বৃদ্ধি পেয়ে গেছে। তখন তো অল্প কিছু পাঠিয়ে বলতেন, নাম বলবেন না। এখন তো লক্ষ লক্ষ টাকা পাঠানো হয় এই বলে যে, আমাদের নাম বলবেন না। একবার এক সাহেব পঞ্চাশ লক্ষ টাকা পাঠালেন যে, আপনি আল্লাহ্‌র রাস্তায় যেখানে খুশি খরচ করেন আমার নাম প্রকাশ করবেন না। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর খেদমতে পাঁচ টাকা, ১০ টাকা পাঠাতেন। এখন তো পঞ্চাশ লক্ষ টাকা পাঠানো হয়। এ সবই তো হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর ঐ অল্প টাকার কল্যাণ - স্বরূপ। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-কে আল্লাহ্ যে অঙ্গীকার দিলেন আজকের টাকা সেই টাকা।

এবার আমি ওয়াকফে জাদীদের নববর্ষের ঘোষণা দিচ্ছি। ওয়াকফে জাদীদের ৪৪তম বৎসর ৩১ ডিসেম্বর ২০০১ইং তারিখে আল্লাহ্‌র সীমাহীন বরকত লাভ করে শেষ হয়েছে। এখন আমরা ৪৫তম বৎসরে প্রবেশ করেছি। ২৭ ডিসেম্বর ১৯৫৭ইং তারিখে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রাঃ) ওয়াকফে জাদীদের ঘোষণা দিয়েছিলেন। ১৯৬৬ইং সনে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রহঃ) ওয়াকফে জাদীদের দফতরে আতফাল জারী করেছিলেন। ওয়াকফে জাদীদ শুরু থেকে পাক-ভারত-বাংলাদেশ উপমহাদেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। আমি ২৫ ডিসেম্বর, ১৯৮৭ইং সনে এই তাহরীককে সমস্ত পৃথিবীর জন্য খুলে দিয়েছিলাম। এখন আল্লাহ্‌র ফযলে ১১০টি দেশ এই তাহরীকে অংশ করেছে।

৩১ ডিসেম্বর, ২০০১ইং তারিখ পর্যন্ত দফতরের রেকর্ড অনুসারে ওয়াকফে জাদীদে এ বছর ১৩ লক্ষ ৮২ হাজার পাউন্ড চাঁদা আদায় হয়েছে। গত বছরের তুলনায় এবছর এক লক্ষ ৩০ হাজার পাউন্ড বেশি। আল্ হামদুলিল্লাহ্। ওয়াকফে জাদীদে চাঁদা দাতাদের সংখ্যা তিন লক্ষ ৫৫ হাজার-এর বেশি হয়েছে। গত বছরে ৫৭ হাজার চাঁদা দাতা নতুন বৃদ্ধি পেয়েছে। এদের মধ্যে বড় সংখ্যা নওমুবায়েঈনদের এবং ভারতের নও মুবায়েঈনদের। পৃথিবীর সকল জামাতের মধ্যে আমেরিকা এবারও ওয়াকফে জাদীদের ময়দানে **প্রথম স্থান** অধিকার করেছে। **পাকিস্তান** এবারও তার **২য় স্থান** সংরক্ষিত রেখেছে। **ইংল্যান্ডের** জামাত এবার ৫৪,২০০ পাউন্ড জার্মানীর তুলনায় বেশি প্রদান করে **তৃতীয় স্থান** দখল করেছে মাশাআল্লাহ্। জার্মানী শুরু থেকে **৩য় স্থান** ধরে রেখেছিল এবার **৪র্থ স্থান** এসেছে। ইংল্যান্ড অনেকদিন ধরে চেষ্টা করে এবার জার্মানীকে পিছে ফেলে **তৃতীয় স্থান** দখল করেছে। ইংল্যান্ড এবার এক ধাপ উপরে এসেছে। আল্লাহ্ তাকে কুরবানীর তৌফীক দিয়েছেন। **৫ম স্থান ক্যানাডা** তারপর ক্রমশঃ ভারত, সুইজারল্যান্ড, ইন্দোনেশীয়া, বেলজিয়াম তারপর মরিশাস।

পাকিস্তানে জামাতের মধ্যে করাচী প্রথম স্থান রেখেছে। বড়দের মধ্যে করাচী, দফতর আতফালে **২য় স্থানে রাবওয়াহ্** এবং **তৃতীয় স্থানে লাহোর**। বড়দের মধ্যে প্রথম করাচী, তারপর ক্রমশঃ ইসলামাবাদ, ফয়সালাবাদ, শেখুপুরা, গুজরাট, রাওয়ালপিন্ডি, গুজরাঁ-ওয়ালা, সারগোধা, সিয়ালকোট, মীরপুর খাস এবং ভাওয়ালনগর।

পাকিস্তানের জামাতের মধ্যে দফতরে আতফালের মধ্যে প্রথম দশটি জামাতের অবস্থান ক্রমশঃ সিয়ালকোট, গুজরাঁওয়ালা, ইসলামাবাদ, রাওয়ালপিন্ডি, শেখুপুরা, ফয়সালাবাদ, মীরপুর খাস, সরদা গোধা, নারওয়াল এবং জেকোবাবাদ।

সিয়ালকোট খুবই ভাল করেছে মাশাআল্লাহ্।

আজকের এ খুতবা এবছরের প্রথম খুতবা ছিল। তাই **আমি সমগ্র পৃথিবীর সকল আহমদীদের নববর্ষের শুভেচ্ছা ও মোবারকবাদ জানাচ্ছি**। আল্লাহ্‌তাআলা নববর্ষকে মুসলিম বিশ্বের জন্য, বিশেষ করে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের অসাধারণ অগ্রগতি, উন্নতি ও বিজয়ের বছর বানিয়ে দিন। আল্লাহ্‌তাআলা নিজ বান্দা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর সাথে কৃত সকল অঙ্গীকারের কল্যাণে সকল আহমদীদেরকে কল্যাণমন্ডিত করুন।

অনুবাদ - **মাওলানা ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী**
মুরব্বী সিলসিলাহ্

'আহমদীয়াতের বিরোধিতায় নেতৃত্বদানকারী, মিথ্যা অপবাদদানকারী ও কুৎসা রটনাকারী লোকদের বিরুদ্ধে হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) কর্তৃক নির্দেশিত নিম্নোক্ত দোয়াটি প্রত্যেক আহমদী অধিক সংখ্যায় রীতিমত পড়তে থাকুন ঃ

اَللّٰهُمَّ مَزِّقْهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ وَ سَحِّقْهُمْ تَسْحِيْقًا

لَعْنَتَ اللّٰهِ عَلَى الْكَاذِبِيْنَ

(আল্লাহুম্মা মাযযিকহুম কুল্লা মুমাযযাকিন ওয়া সাহ্‌হিকহুম তাস্‌হীকা। লা'নাতুল্লাহি 'আলাল কাযিবীন)

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্ ! তুমি তাহাদিগকে সম্পূর্ণররূপে খণ্ড-বিখণ্ড কর এবং তাহাদিগকে একেবারে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেল। মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত

বাংলা ভাষা-ভাষীদের সাথে হুযূর (আইঃ)-এর সাক্ষাৎকার

(৩০-১০-০১ তারিখে এমটিএ'র মাধ্যমে সরাসরি সম্প্রচারিত)

প্রশ্ন ১ ঃ বৃটিশ ন্যাশনালিষ্ট পার্টির লোকেরা আমাদের মরডেন Morden মসজিদের দেয়ালে একটা পোস্টার লাগিয়েছে যাতে লেখা আছে কুরআনের মধ্যে সূরা তাওবার ১২৩ নম্বর আয়াতে মুসলামদেরকে বলা হয়েছে, তোমরা কাফিরগণের সঙ্গে যুদ্ধ কর ঃ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَٰتِلُواْ ٱلَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ ٱلْكُفَّارِ وَلْيَجِدُواْ فِيكُمْ غِلْظَةً ۚ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿١٢٣﴾

বঙ্গানুবাদ ঃ হে যারা ঈমান এনেছো! তোমরা কাফিরদের সাথে যুদ্ধ কর যারা তোমাদের নিকটে আছে। আর তারা যেন তোমাদের মধ্যে কঠোরতা প্রত্যক্ষ করে। জেনে রেখো, নিশ্চয় আল্লাহ্ মুত্তাকীগণের সাথে আছেন।

ঐ পার্টির লোকেরা বলে, একদিকে মুসলমানরা বলে আমাদের ধর্মের শিক্ষা হচ্ছে প্রতিবেশীদের সাথে ভাল সম্পর্ক রাখা আবার অন্যদিকে তাদেরই ধর্মগ্রন্থে কাফিরদের সাথে যুদ্ধ করার হুকুম দেয়া হয়েছে। এই বৈপরীত্বের কারণ কী?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ সূরা তাওবার ১২৩ নম্বর আয়াতে যা বলা হয়েছে তা সেই সকল কাফিরদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যারা আগে থেকেই প্রকাশ্যভাবে মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত রয়েছে। তাদের সাথে কঠোর ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্ব বহন করে। এ নির্দেশ দেয়ার প্রয়োজন ছিল। এতে মুসলমানদের লজ্জার কোন কারণ নেই। এখানে আল্লাহ্ মুসলমানদেরকে বাড়াবাড়ি করতেও নিষেধ করেছেন। অন্যদিকে খৃষ্টানদের ব্যবহার তাদের প্রতিবেশীদের সাথে অত্যন্ত খারাপ যেমন কৃষ্ণাঙ্গদের সাথে। শেতাঙ্গ উগ্র জাতীয়তাবাদীরা শুধু এ ধরনের পোস্টার লাগাতেই জানে, নিজেদের দোষ দেখে না। তারা এভাবে নিজেদেরই ক্ষতি করছে। তাদেরকে আমাদের জামাতের প্রতিনিধিদের বুঝানো উচিত।

প্রশ্ন ২ ঃ উম্মী এবং আজ্‌মী এর মধ্যে তফাৎটা কী?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ উম্মী এমন লোককে বলে যে নিরক্ষর। আজ্‌মী বলে যে লোক আরব নয়। আরবরা মনে করে অনারবরা ভালভাবে নিজের মনের ভাব প্রকাশ করতে পারে না।

(এ পর্যায়ে জনাব যোবায়র আহমদ একটি বাংলা নযম পড়েন)

প্রশ্ন ৩ ঃ আমাদের জামাতে যখন বিয়ে পড়ানো হয় তখন বিয়ের খুতবায় তাক্‌ওয়ার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। সাধারণঃ পাত্র থাকে কিন্তু কনে থাকে না তার অভিভাবক থাকে। যদি কনেও ঐ সময় উপস্থিত থাকতো তো বেশী ভাল হ'ত। হুযূর কি বলেন?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ হ্যাঁ, কনের থাকা উচিত তবে সে থাকবে মেয়েদের জায়গায় পর্দার আড়ালে। তাক্‌ওয়ার সম্পর্কে খুতবা পাত্র ও পাত্রী দু'জনেই শুনবেন এবং আমল করবেন। আমরা আহমদীরা চাই পর্দার ভিতরে যেন কনেও বিয়ের মজলিসে উপস্থিত থাকেন।

প্রশ্ন ৪ ঃ কুরআন মজীদে বলা আছে "আল্লাহ্‌তাআলা নিজের সুন্নতকে পরিবর্তন করেন না।" হযরত ইব্রাহীমকে যখন আগুনে নিক্ষেপ করা হয় তখন আগুন তাকে পোড়ালো না। এখানে কি আল্লাহ্‌র সুন্নতের একটা পরিবর্তন ঘটলো না?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ না, আগুন তো পোড়াবেই কিন্তু যখন হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছিল তখন কোন কারণে আগুন এক পর্যায়ে এসে থেমে যায় তাঁর শরীর স্পর্শ করে নি। এভাবে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) অক্ষত থাকেন। আমাদের এক মুবাল্লিগ মৌলভী রহমত আলী সাহেব ইন্দোনেশিয়াতে ছিলেন। একবার তাঁর বাসার নিকট আগুন লাগে। বহু লোক ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে তাঁকে সে বাসা থেকে দ্রুত পালিয়ে যেতে বলেন, কিন্তু মৌলানা সাহেব ঘাবড়ালেন না। তিনি সবাইকে বললেন, "আমি মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর দাস এবং আমার প্রভু ইলহাম পেয়েছিলেন, "আগুন আমাদের দাস বরং আমাদের দাসগণেরও দাস।" আশ্চর্য ঘটনা হ'ল ঃ হঠাৎ বৃষ্টি এসে গেল এবং মৌলানা সাহেবের কোনই ক্ষতি হ'ল না। তাই বোঝা যায় হযরত ইব্রাহীম-এর বেলায় কিছু ঘটেছিল। হয়তো সেখানেও হঠাৎ বৃষ্টি এসে আগুন নিভিয়ে দিয়েছিল। মোট কথা হচ্ছে, সত্যি আল্লাহ্‌র সুন্নতের কোন পরিবর্তন হয় না।

প্রশ্ন ৫ ঃ মৌলানা ফিরোজ আলম সাহেবের ছোট ছেলে ফাতেহ্ হুযূরকে প্রশ্ন করে, বিড়ালকে নিজের বিছানার ভিতর নিয়ে রাতে ঘুমানো ঠিক হবে কিনা?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ এটাতে ক্ষতির সম্ভাবনা আছে। কোন কোন লোকের বিড়াল সম্পর্কে Allergy থাকে। তাদের হাঁপানী রোগ হয়ে যেতে পারে। যদি তোমার Allergy না থাকে তো তুমি বিড়ালকে বিছানায় নিয়ে ঘুমোতে পারো।

প্রশ্ন ৬ ঃ হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ)-এক জায়গায় মহানবী (সঃ)-এর সাহাবাগণের সম্পর্কে লিখেছেন, তাদেরকে আগুন এবং পানির আযাব দ্বারা কষ্ট দেয়া হয়েছিল। দয়া করে ব্যাখ্যা করুন, সাহাবাদেরকে পানির আযাব কখন এবং কীভাবে দেয়া হয়েছিল?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ এ কথার অর্থ হ'ল, সাহাবাদের কখনও কখনও পানি থেকে দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত বঞ্চিত রাখা হ'ত যেটা অত্যন্ত কষ্টদায়ক ব্যাপার হয়ে দাঁড়াতো কিন্তু তবুও সাহাবা কেরাম কখনও দমে যেতেন না। এমন দারুণ কষ্টের মধ্যেও তারা অবিচলিতভাবে নিজেদের কর্তব্য পালন করে যেতেন, রোযা রাখতেন এবং শেষ পর্যন্ত জয়যুক্ত হয়েছিলেন।

প্রশ্ন ৭ ঃ মহানবী (সঃ) দোয়া করেছেন এবং আমাদেরও শিখিয়েছেন, হে আল্লাহ্ তুমি আমাদেরকে আরযালিল উমুর (বয়সের নিকৃষ্টতম অবস্থা) থেকে রক্ষা কর। হুযূর এ অবস্থা কি যে কোন বয়সেই এসে যেতে পারে?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ 'আরযালিল উমুর' এমন একটি অবস্থাকে বলে যখন মানুষ এতই বৃদ্ধ হয়ে যায় যে, আবার শিশুর ন্যায় অবস্থায় চলে যায়। সাধারণতঃ ৯০ বছরের পরে এ অবস্থা দেখা যায়। তবে কারো কারো ক্ষেত্রে আরযালিল উমুর-এর অবস্থা ৯০ বছরের পূর্বেও দেখা দিতে পারে।

প্রশ্ন ৮ ঃ পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে হযরত আদম (আঃ)-কে গাছের কাছে যেতে বারণ করা হয়েছিল। এ গাছটি কী ধরনের গাছ ছিল?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ গাছ দু'প্রকার 'ভাল গাছ' এবং 'মন্দ গাছ'। ভাল গাছের ফল খাওয়ার অর্থ হবে শরীয়তের ভিতরে থাকা। মন্দ গাছের ফল খাওয়া মানে শরীয়তের বাইরে চলে যাওয়া। আল্লাহ্তাআলা হযরত আদম ও হাওয়াকে বলেছিলেন, তারা যেন মন্দ গাছের কাছেও না যান অর্থাৎ শরীয়ত বিরোধী কোন কাজ না করেন। শয়তান কিন্তু তাদের প্রলোভন দেখিয়েছিল এবং তারা একটা ভুল করেও ছিলেন; কিন্তু আল্লাহ্তাআলা দেখলেন, এতে তাদের ইচ্ছা ছিল না তাই আল্লাহ্ আদম (আঃ)-কে ক্ষমা প্রার্থনা করবার ভাষা শিখিয়ে দিলেন।

প্রশ্ন ৯ ঃ সফল বৈবাহিক সম্পর্কের ভিত্তি হচ্ছে তাক্ওয়া অর্থাৎ আল্লাহ্র ভয়। যদি স্বামী এবং স্ত্রী দু'জনই মুত্তাকী হন তবেই সংসার সুখের হয়। কিন্তু যদি মাত্র একজন মুত্তাকী হয় তবে সমস্যা দেখা দেয়। এ সমস্যার সমাধান কী?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ এ রকম ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রীর ব্যবধান যদি খুব বেশি হয় তো অনেক সময় বিয়ে ভেঙ্গে যায়, ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। যদি বিয়ের দীর্ঘকাল পরে ছাড়াছাড়ি হয় তো এর পরিণাম বেশি কষ্টদায়ক হয়, সন্তান-সন্ততির জন্যও কঠিন সমস্যা সৃষ্টি করে।

প্রশ্ন ১০ ঃ মহানবী (সঃ)-এর বহু বিবাহের তাৎপর্য কী ছিল ?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ ঐসব বিয়ে দ্বারা আরবদের বিভিন্ন গোত্রকে কাছে আনা সম্ভব হয়েছিল। সে যুগে বিয়ে দ্বারা জাতি গঠন এবং পারস্পরিক সম্পর্ক দৃঢ় করার অত্যন্ত ফলপ্রসূ ব্যবস্থা হয়েছিল।

প্রশ্ন ১১ ঃ যুদ্ধ ও জিহাদের পার্থক্যটা দয়া করে বুঝিয়ে বলুন।

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ যুদ্ধ হচ্ছে সাধারণ লড়াই আর জেহাদ হচ্ছে কেবল সে লড়াই যেটা ধর্মীয় কারণে করতে হয়। উদাহরণস্বরূপ যদি মুসলমানদেরকে তাদের নিজের ধর্মের অনুশাসন পালন করতে না দেয়া হয় কেবল সে অবস্থায়ই তারা জেহাদ শুরু করার কথা ভাবতে পারেন।

প্রশ্ন ১২ ঃ দয়া করে শবেবরাত সম্পর্কে আমাদের সঠিক ধারণা দিন।

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ শবেবরাত একটা কাল্পনিক বিষয়। পবিত্র কুরআনে এর কোন উল্লেখ নেই। এটা মোল্লাদের বানানো একটি অর্থহীন ধারণা মাত্র।

প্রশ্ন ১৩ ঃ আপনি বহুদেশ ভ্রমণ করেছেন। আপনার দৃষ্টিতে কোন্ দেশের লোক তাক্ওয়ার দিক থেকে অন্যদের তুলনায় বেশি ভাল?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ ভাল এবং মন্দ লোক সব দেশেই আছে। এভাবে তুলনা করে বলা খুবই কঠিন যে, বাংলাদেশের লোক বেশি ভাল না আফ্রিকার লোক বেশি ভাল। আমি দুঃখিত, এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলাম না।

প্রশ্ন ১৪ ঃ হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা পদ্ধতিতে Anthrax রোগের কোন চিকিৎসা আছে কি?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ হ্যাঁ, আছে।

প্রশ্ন ১৫ ঃ বাংলাদেশের বা গোটা বিশ্বের বর্তমান অবস্থায় আমাদের নৈতিক ও সামাজিক ভূমিকা ও দায়িত্ব কী?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ আহমদী জামাতের সদস্যগণের দায়িত্ব হচ্ছে সব সময় সৎ ও ন্যায়পরায়ণ থাকা।

প্রশ্ন ১৬ ঃ আল্লাহ্তাআলা ছয় দিনের মধ্যে পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছিলেন। ছয় দিন হওয়ার তাৎপর্য কী দয়া করে বুঝিয়ে বলুন।

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ আল্লাহ্তাআলার ব্যাপারে দিন আমাদের ২৪ ঘন্টার দিন বুঝায় না। আল্লাহ্ পৃথিবী সৃষ্টি ছয়টি Period অর্থাৎ কালে বা পর্যায়ে করেছিলেন এবং সপ্তম দিনে (সৃষ্টির কাজ সম্পন্ন করার পর) আল্লাহ্তাআলা নিজের আর্শে অধিষ্ঠিত হলেন ও দেখলেন যে, গোটা সৃষ্ট বিশ্ব-জগৎ কেমন দেখাচ্ছে।

প্রশ্ন ১৭ ঃ পবিত্র কুরআনে আছে, জান্নাত এবং জাহান্নাম এর সংখ্যা একাধিক। এর তাৎপর্য কী?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ এটা একাধিক স্তরের দিকে ইশারা করে বুঝানো হয়েছে। পদ মর্যাদার বিভিন্ন স্তর আছে। ভাল লোকেরাও বিভিন্ন স্তরে থাকে। মন্দ লোকদেরও বিভিন্ন শ্রেণী রয়েছে।

সংকলন ও অনুবাদ ঃ নূরুদ্দীন আমজাদ খান চৌধুরী

শোক সংবাদ

সাকিব রিযভী ইন্তেকাল করেছেন!

অতি দুঃখের সাথে জানানো যাচ্ছে যে, আহমদী জামাতের বিখ্যাত কবি ও বিশিষ্ট সাংবাদিক 'সাপ্তাহিক লাহোর' পত্রিকার সম্পাদক জনাব সাকিব রিযভী ১৩ই জানুয়ারী রোজ রোববার লাহোরে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি ... রাজিউন)। জলসা সালানায় এক দীর্ঘ কাল ধরে নযম ও স্বরচিত কবিতা পাঠের সৌভাগ্য তাঁর হয়েছিলো। তিনি সাদা-সিদা স্বভাবের বড়ই নিষ্ঠাবান মানুষ ছিলেন। সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে তিনি অসাধারণ সেবা দান করে গেছেন। বড়ই নির্ভিক সাংবাদিক ছিলেন। অন্যের ওপরে বেশ প্রভাব বিস্তার করতে পারতেন। কোন জেল জরিমানার পরওয়া না করে সত্য কথা নির্ভয়ে লিখে যেতেন। তিনি ওয়াকেফে জিন্দেগী ছিলেন ও ৫৮ বছর ধরে আহমদীয়তের সেবা করেছেন। আল্লাহ্তাআলা তাঁকে মাগফিরাত ও রহমত দান করুন ও ইল্লীনের উচ্চ মার্গে স্থান দিন। তিনি স্ত্রী ও ৪ পুত্রকে ছেড়ে গেছেন। আল্লাহ্তাআলা তাদের সাবরে জামীল দান করুন।

সৈয়্যদনা হযরত আকদাস আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) ১৫ই জানুয়ারী লন্ডনের মসজিদ ফযলে তাঁর গায়েবানা জানাযার নামায পড়ান। (সূত্র ঃ সাপ্তাহিক বদর ঃ ৩০-১-২০০২)

- আহমদী বার্তা

ফুলদানী

(গুলদাস্তা)

[১০ থেকে ১৩ বছর বয়সে ওয়াকফে নও শিশুদের পাঠ্য-পুস্তক]

মূল ঃ আমাতুল বারী নাসের ও বুশরা দাউদ

(ষষ্ঠ কিস্তি)

সন্তান ঃ প্রিয় নবী সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম কী বলেছিলেন?

মা ঃ তিনি প্রথমে কুরআন শরীফের কয়েকটি আয়াত পাঠ করেন। পরে ইসলাম সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। পরে বলেন, আমার মদীনায় আসার প্রয়োজন হলো কি আমার আত্মীয়-স্বজনদের ন্যায় আমার সাথে আচরণ করবেন? এর প্রতিদান আল্লাহ্‌তাআলা দিবেন। আনসারী বুযূর্গ তাঁর (সঃ) হাত ধরে বল্লেন, আমরা আমাদের প্রাণের ন্যায় আপনার হেফাযত করবো। পরে এসব ব্যক্তি বয়াত করেন। তিনি (সঃ) মদীনাবাসীদের তরবিয়তের জন্যে দলপতি নিযুক্ত করেন যাদের প্রত্যেকে নিজ নিজ গোত্র ও জাতির তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। একে আকাবার দ্বিতীয় বয়াত বলা হয়। আর এর পরে মুসলমানদেরকে মদীনায় হিজরতের অনুমতি দিয়ে দেন। মক্কাবাসী মদীনায় ইসলামের বিস্তার দেখে আরও বেশি রাগান্বিত হতো আর নানা প্রকার অত্যাচারে জর্জরিত করতো।

সন্তান ঃ প্রিয় নবী (সঃ) কীভাবে হিজরত করেন?

মা ঃ প্রতি পদক্ষেপে আল্লাহ্‌তাআলা তাঁর শক্তি ও মহিমার দৃশ্য দেখাচ্ছিলেন। মক্কাতে তখনও হযরত আবূবকর সিদ্দীক (রাঃ), হযরত আলী (রাঃ) ও তাঁর পরিবারের লোক অবস্থান করছিলেন। মক্কার কুরায়েশদের একশ' নেতা দারুন নদওয়াতে মিলিত হয়ে তাঁকে (সঃ) হত্যা করার কর্মসূচী তৈরী করছিলো। অনেক রকম প্রস্তাব ছিলো। কিন্তু শেষে আবূ জাহলের প্রস্তাব মেনে নেয়া হলো। প্রত্যেক গোত্র থেকে এক একজন যুবককে বেছে নেয়া হোক আর তারা সবাই রাতে তাঁর (সঃ) ঘরে একই সাথে আক্রমণ করে তাঁকে (সঃ) শেষ করে দিক। আর এতে বনূ হাশিম ও বনূ মুত্তালিব প্রতশোধ নিতে পারবে না এবং খুনের বদলা খুন প্রবাহিত করতে রাজি হয়ে যাবে যার বদলা আমরা আদায় করে দেবো।

সন্তান ঃ উঃ, এতো খুবই ভয়ানক পরিকল্পনা ছিলো!

মা ঃ কিন্তু খোদাতাআলা তাঁকে সব কিছু বলে দিলেন। আদেশ দিলেন, রাত্রে যেন ঘরে না থাকা হয়। সাথে সাথে ইয়াসরীবের দিকে হিজরতের অনুমতিও দেয়া হলো। তিনি (সঃ) আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ)-কে বল্লেন, তিনি আগে থেকেই দু'টি উটকে খাইয়ে দাইয়ে এ উদ্দেশ্যে প্রস্তুত করে রেখে ছিলেন। সারাটা কর্মসূচী প্রণীত হয়ে গেলো। দু'জনই রাত্রে সওর গুহায় চলে যাবেন। হযরত আসমা (রাঃ)-এর দায়িত্বে ছিলো খাবার নিয়ে আসা। হযরত আমের বিন মুগীরাহ্ (রাঃ) সন্ধ্যে বেলায় গুহার মুখে ছাগলের দুধ আনতেন আর আব্দুল্লাহ্ বিন আবূ বকর সারা দিন মক্কায় ঘুরে ফিরে সংবাদ সংগ্রহ করে তাঁদেরকে জানাতেন। তিনি (সঃ) হযরত আলী (রাঃ)-এর নিকট আমানতসমূহ সোপর্দ করে তাঁকে নিজের বিছানায় শুইয়ে দেন আর তাঁর ওপরে চাদর দিয়ে ঢেকে দেন। যখন অন্ধকার ঘনীভূত হলো দরজা থেকে সূরাতু ইয়াসীন এর আয়াত পাঠ করে রওনা দিলেন। বিরোধীরা তাঁকে ঘুমিয়ে থাকতে দেখলো। হযরত আবূ বকর তাঁর ঘর থেকে বের হলেন আর উভয়ে সওর গুহায় গিয়ে অবস্থান করলেন। খোদার কী শক্তি ও মাহাত্ম্য! সকালে যখন তাঁর (সঃ) চলে যাওয়ার খবর ছড়িয়ে পড়লো তখন সবদিকে মক্কার সর্দাররা তালাশ করতে লোক পাঠালো আর বিরাট বিরাট পুরস্কারের ঘোষণা দিতে থাকলো। খোদার কী করার ছিলো! তিনি গুহার মুখে মাকড়শা দিয়ে জাল তৈরী করালেন এবং কবুতর সেখানে ডিম পাড়লো। এ কারণে গুহার মুখে যে শত্রুই পৌছতো গুহার ভিতরে মাথা ঢুকাতে পারতো না।

সন্তান ঃ গুহার মধ্যে কত সময় ছিলেন?

মা ঃ তিন দিন। এর পরে রাতের অন্ধকারে আব্দুল্লাহ্ বিন উরীকৃত, যার পথ দেখিয়ে নেবার কথা ছিলো তিনি উট নিয়ে আসলেন। আব্দুল্লাহ্ বিন আবূ বকর (রাঃ) সমস্ত খবরা-খবর নিয়ে আসেন। হযরত আসমা (রাঃ) খাবার নিয়ে আসেন আর দাস হযরত আমের বিন মুগীরাহ্ (রাঃ) সেবার উদ্দেশ্য পৌছলেন। এমনিভাবে এ পবিত্র কাফেলাটি ইয়াসরীবের আসল রাস্তা থেকে সরে অন্য পথ ধরে বল্‌লেন। তিনি (সঃ) হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ)-কে উটনীর মূল্য পরিশোধ করে তবে তাতে চড়েন। যখন মক্কার দিকে শেষ দৃষ্টি দেন তখন চোখে পানি এসে গেলো। উপত্যকাকে উদ্দেশ্য করে বল্লেন, "তুই পৃথিবীতে আমার অধিক প্রিয় ও আদরের কিন্তু তোর লোকেরা আমাকে এখানে থাকতে দিলো না"।

সফরের মাঝে সুরাকা বিন মালিক একশ'লোহিত উট পাওয়ার লালসায় বার বার পড়ে যাওয়া সত্ত্বেও আগে বাড়তে থাকে। কাছাকাছি আসলে তার ঘোড়ার পা বালিতে ধ্বসে গেলো আর সে মুখ থুবড়ে পড়লো। এতে সে ভীত হলো। সে ডাক দিয়ে কিছু বলতে চাইলো। কষ্ট দিবো না। তিনি (সঃ) অনুমতি দিলেন। সে আসলো আর সব ঘটনা বর্ণনা করলো। বল্লো, মুহাম্মদ-এর তারকা অনেক উচ্চে। তিনি অবশ্যই অনেক মর্যাদাবান হবেন। আমাকে নিরাপত্তার সনদপত্র লিখে দেয়া হোক। হযরত আমের বিন মুগীরাহ্ (রাঃ) তাঁর (সঃ) নির্দেশানুযায়ী চামড়ায় লিখে দিলেন। সাথে সাথে তিনি বল্লেন, সুরাকা ঐ দিন তোমার অবস্থা কেমন হবে যখন পারশ্যের কঙ্কণ তোমার হাতে পরানো হবে?'

সন্তান ঃ এ সফর কতদিন ধরে চলছিলো?

মা ঃ আট দিন পর্যন্ত। পরিশেষে ১৪ নবুবী সনের ১২ই রবিউল আওওয়াল তারিখের দুপুর বেলা কুবা নামক স্থানে পৌছলেন। তাঁর হিজরতের পরে ইয়াসরীবের নাম মদীনাতুর রসূল বলা হ'তে থাকলো। পরে শুধু মদীনা নামে বিখ্যাত হলো।

আল্লাহুম্মা সল্লি 'আলা মুহাম্মাদীন ওয়া আলে মুহাম্মদ ওয়া বারিক ওয়া সাল্লিম ইন্নাকা হামীদুম্ মাজীদ- হে আল্লাহ্ তুমি মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের ওপরে আশিস আর কল্যাণ ও শান্তি বর্ষণ করো এবং তাঁর অনুসারীদের ওপরেও। নিশ্চয় তুমি মহা প্রশংসিত মহা মর্যাদাবান। (চলবে)।

অনুবাদ - **মোহম্মদ মুতিউর রহমান**

মানবতার জয়গানে মুখরিত এবং ইসলাম ধর্মের উদ্দীপ্ত চেতনায় উদ্ভাসিত আহমদীয়া মুসলিম জামাত চট্টগ্রাম-এর সালানা জলসা

হযরত ইমাম মাহ্দী ও প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আঃ)-এর আশীষমন্ডিত হয়ে এবং তার দরদভরা বিগলিত চিত্তে সকরুণ দোয়াকে হৃদয়ে ধারণ করে আহমদীয়া মুসলিম জামাত, চট্টগ্রাম-এর উদ্যোগে গত ১৪-১৫, ফেব্রুয়ারী, ২০০২ দুই দিনব্যাপী ২২তম বার্ষিক জলসা অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। দুইদিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত জলসার কার্যক্রম পর্যায়ক্রমে তিনটি অধিবেশনে অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম ও সমাপ্তি অধিবেশন আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশ-এর ন্যাশনাল আমীর আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী'র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয় এবং দ্বিতীয় অধিবেশনে চট্টগ্রাম আহমদীয়া জামাতের আমীর এস, এ, নিজামী সভাপতিত্ব করেন। এই তিনটি অধিবেশনে ধারাক্রমে সর্বজনাব মোয়াল্লেম শাহ আলম খান, মোঃ আনোয়ার আহমদ ও মৌঃ সৈয়দ মোঃ ইলিয়াস শিবলী কুরআন মজীদ তেলাওয়াত করেন।

প্রথম অধিবেশন নির্ধারিত সময়ে বিষয়ভিত্তিক বক্তৃতা পর্বে হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর জীবনাদর্শ ও ইসলামী খেলাফতের গুরুত্ব ও তাৎপর্য এ দু'টি বিষয়ে তারুণ্যের প্রতিভায় দীপ্ত মওলানা সালেহ আহমদ ও মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী বক্তৃতা করেন। তারপর আহমদীয়া জামাতের বর্তমান ও চতুর্থ খলীফা হযরত মির্যা তাহের আহমদ (আইঃ)-এর প্রতিনিধি মাওলানা সুলতান মাহমুদ আনোয়ার নসীহতমূলক জ্ঞানগর্ভ মূল্যবান ভাষণ প্রদান করেন।

দ্বিতীয় অধিবেশনে ইসলামী অর্থনীতি, নামাযের গুরুত্ব ও কবুলিয়তে দোয়া, তরবিয়তে আওলাদ ইত্যাদি বিষয়ে সর্বজনাব শাহ আলম খান (মোয়াল্লেম), মওলানা ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী, মওলানা সালেহ আহমদ বক্তৃতা করেন। পরিশেষে আহমদী জামাতের খলীফার প্রতিনিধি মাওলানা সুলতান মাহমুদ আনোয়ার বক্তৃতা করেন।

সমাপ্তি অধিবেশনে ইসলামের নামে সন্ত্রাস, হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ)-এর সত্যতা, ওফাতে ঈসা (আঃ) ও তার পুনরাগমনের তাৎপর্য নিয়ে যথাক্রমে বক্তৃতা করেন প্রফেসর মীর মোবাশ্বের আলী, মওলান আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী এবং হুযূর (আইঃ)-এর প্রতিনিধি মোহতরম মওলানা সুলতান মাহমুদ আনোয়ার। সেক্রেটারী জলসা কমিটির দায়িত্ব-প্রাপ্ত প্রাবন্ধিক নেছার আহমদ-এর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন ও সংক্ষিপ্ত বক্তব্য প্রদানের পর ন্যাশনাল আমীর মীর মোহাম্মদ আলী'র সমাপ্তি ভাষণ এবং ইজতেমায়ী দোয়ার মধ্য দিয়ে ২২তম সালানা জলসার কার্যক্রম সমাপ্তি হয়।

চট্টগ্রাম আহমদীয়া মুসলিম জামাতের সালানা জলসার সংবাদ চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত দৈনিক আজাদী, দৈনিক পূর্বকোণ, দৈনিক বীর চট্টগ্রাম মঞ্চ ও দৈনিক নয়াবাংলা (১৪-১৫ ফেব্রুয়ারী, ২০০২ সংখ্যায় ছবি সহ ছাপা হয়। এই সকল পত্রিকায় ন্যাশনাল আমীর এর বক্তৃতার অংশ বিশেষ গুরুত্ব সহকারে ছাপা হয়। ন্যাশনাল আমীর তাঁর বক্তৃতায় বলেন, 'বর্তমান বিশ্বের সমকালীন দৃষ্টিভঙ্গী এবং সন্ত্রাসবাদের যে তান্ডব চলছে, তার সাথে রসূল করীম (সঃ)-এর শান্তির ধর্ম ইসলামের দূরতম সম্পর্ক নেই। হযরত মুহাম্মদ (সঃ) পৃথিবীতে এসেছিলেন শান্তি রাজ্য বানাবার জন্য। বর্তমান বিশ্বে ইসলামের নামে যা হচ্ছে তা সম্পূর্ণ উল্টো। তাই পৃথিবীর মানুষকে শান্তির পথ রসূল (সঃ)-এর আদর্শের দিকে আহ্বানের জন্য এবং প্রকৃত ইসলামিক ব্যবস্থা চালু করার জন্য ইমাম মাহ্দী (আঃ) কর্তৃক এ জামাত প্রতিষ্ঠা করা হয়। তিনি আরো বলেন, বর্তমান অবস্থায় এবং পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট পারভেজ মোশার্‌রফ এর বক্তৃতায় মোল্লা সম্প্রদায়ের প্রতি যে হুশিয়ারী। তাতে ইসলামের নামে যে বিকৃত ইসলামের ব্যবহার চলছে তা স্পষ্ট হয়ে গেছে।" প্রেম-প্রীতি-ভালবাসার মাধ্যমে ইসলামের অমিয় বাণীর প্রচার কাজে ব্রতী হওয়ার জন্যে আমীর সাহেব আহ্বান জানান। তিনি বর্বরতা পরিহার করে ভ্রাতৃসুলভ মনোভাব নিয়ে একতা ও সংহতি বজায় রেখে চলার জন্যে আহমদীদের বলেন। কলেমা তৈয়্যব লা **ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্** এর প্রচার কাজে আহমদীদের অগ্রযাত্রা ব্যাহত হবে না। ন্যাশনাল আমীর আহমদীয়া জামাতের আকায়েদ ও দৃষ্টি ভঙ্গিকে জানার ও বুঝার জন্য সকলকে আহ্বান জানান। তিনি বলেন, 'ধর্মকে জানুন বুঝুন এবং ইমাম মাহ্দী (আঃ)-এর আহবানে সাড়া দিয়ে শান্তির পতাকা তলে আশ্রয় গ্রহণ করুন।'

আমন্ত্রিত অতিথিদের জন্য মনোজ্ঞ প্রশ্নোত্তর পর্বের আয়োজন ছিল। এতে সমকালীন সমস্যা ও আহমদী জামাত সম্পর্কে শ্রোতৃমন্ডলীর বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দানের সুব্যবস্থা ছিল।

ধর্মীয় অঙ্গনে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের এ ইসলামী জলসা চট্টগ্রামে একটি অনন্য আয়োজন ছিল। সালানা জলসায় আহমদী মুসলমানদের সরব উপস্থিতি যেমন ছিল তেমনি সাহিত্যিক, সাংবাদিক, ইসলামী চিন্তাবিদ জ্ঞানী-গুণী প্রাজ্ঞ আলেম-শিক্ষক, শিল্পপতি, বিভিন্ন পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশক এবং সমাজ হিতৈষী ব্যক্তিগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশ গ্রহণ ও সচেতন ধার্মিক ব্যক্তিবর্গের দৃষ্টি কেড়ে নেয়। ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য আধ্যাত্মিক প্রীতিপূর্ণ আনন্দঘন পরিবেশে ২২তম সালানা জলসা ১নং কেবি ফজলুল কাদের রোডস্থ চকবাজার বায়তুল বাসেত মসজিদ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল।

- আমীর মাহমুদ ভূঁইয়া

মুনাজাতে রসূল (সঃ)

[রসূলে করীম (সঃ)-এর হৃদয়োত্তাপপূর্ণ ও প্রভাব সৃষ্টিকারী দোয়া]

মূল সংকলন ঃ হাফেয মুযাফ্ফর আহমদ, রাবওয়া

(৭ম কিস্তি)

তাশাহ্হুদের দোয়া

♦ হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ বর্ণনা করেন। আমরা নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের পিছনে নামায পড়তেছিলাম। আমরা বললাম, আল্লাহ্র ওপরে শান্তি বর্ষিত হোক। নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বল্লেন, আল্লাহ্ তো স্বয়ং সালাম অর্থাৎ সালামের উৎস। যখন তোমরা নামাযে বৈঠক অবস্থায় থাকো তখন এ দোয়া পাঠ করো ঃ

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ۔ (بخاری کتاب الصلوۃ)

আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি ওয়াস্সালাওয়াতু ওয়াত্ত্বায়্যিবাতু আস্সালামু 'আলায়কা আয়্যুহান্নাবিয়্যু ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহূ আস্সালামু 'আলায়না ওয়া 'আলা 'ইবাদিল্লাহিস্ সলিহীন আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান 'আবদুহূ ওয়া রসূলুহু - বুখারী কিতাবুস্ সলাত)

অর্থ ঃ সব রকমের তোহ্ফা (উপহার) আল্লাহ্র জন্যে আর সব রকমের ইবাদত ও পবিত্র উত্তম (প্রশংসা)-ও তাঁর জন্যে। সালাম-শান্তি হোক হে নবী! তোমার ওপরে, আল্লাহ্র কৃপা ও অনুগ্রহ হোক তোমার ওপর, শান্তি হোক আমাদের ওপরে এবং আল্লাহ্র সব পুণ্যবান বান্দাদের ওপরে। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (সঃ) তাঁর বান্দা ও রসূল।

দুরূদ শরীফ

♦ হযরত আব্দুর রহমান বিন আবী লায়লার সাথে হযরত কা'ব বিন আজরাহ্ (রাঃ) সাক্ষাৎ করেন এবং বলতে থাকেন, আমি (হযরত কা'ব) কি তোমাকে একটি তোহ্ফা দিব না? আমি বললাম, অবশ্যই। তখন তিনি এ হাদীস শুনালেন। আমরা রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনার ওপরে সালাম পাঠানোর পদ্ধতি তো আমাদের জানা আছে (অর্থাৎ আস্সালামু আলায়কা আয়্যুহান্নাবিয়্য ওয়া রহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহূ) আপনার ওপরে আশিস অর্থাৎ দূরূদ পাঠানোর পদ্ধতি কী? (অর্থাৎ কুরআনের আদেশ **সল্লু আলায়হে ওয়া সাল্লিমু তাসলীমা** - সূরাতুল আহযাব ঃ ৫৭)-এর পালনার্থে এ সালামের সাথে আপনার ওপরে কীভাবে দুরূদ পাঠাবো? তিনি বল্লেন এভাবে পড়ো ঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ، اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔ (بخاری کتاب الانبیاء)

(আল্লাহুম্মা সল্লি 'আলা মুহাম্মদীন ওয়া 'আলা আলি মুহাম্মাদীন কামা সল্লায়তা 'আলা ইব্রাহীমা ওয়া 'আলা আলি ইব্রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ - আল্লাহুম্মা বারিক 'আলা মুহাম্মদীন ওয়া 'আলা আলি মুহাম্মাদীন কামা বারাক্তা 'আলা ইব্রাহীমা ওয়া 'আলা আলি ইব্রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ - বুখারী কিতাবুল আম্বিয়া)।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! তুমি মুহাম্মদ (সঃ) ও তাঁর বংশধরগণের ওপরে আশিস বর্ষণ করো যেভাবে তুমি ইব্রাহীম ও তাঁর বংশধরগণের ওপরে আশিস বর্ষণ করেছিল। নিশ্চয় তুমি প্রশংসাভাজন, মহা মর্যাদাবান। হে আল্লাহ্! তুমি মুহাম্মদ ও তাঁর বংশধরগণের ওপরে কল্যাণ বর্ষণ করো যেভাবে তুমি ইব্রাহীম ও তাঁর বংশধরগণের ওপরে কল্যাণ বর্ষণ করেছিলে। নিশ্চয় তুমি প্রশংসাভাজন মহা মর্যাদাবান।

দুনিয়া ও আখেরাতের মঙ্গলের দোয়া

♦ হযরত আনাস (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম কোন্ দোয়া বেশি করতেন? তিনি বল্লেন, এ দোয়া (যা তাশাহ্হুদের পরে পড়া হয়)

اَللّٰهُمَّ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۔ (بخاری کتاب الدعوات)

(আল্লাহুম্মা আতিনা ফিদ্দুনইয়া হাসানাতান ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানাতান ওয়া কিনা আযাবান্নার - বুখারী, কিতাবুদ্ দাওয়াত)।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! আমাদেরকে দুনিয়ারও কল্যাণ দাও এবং আখেরাতের কল্যাণও। আর আমাদেরকে আগুনের শাস্তি থেকে রক্ষা করো।

কবরের শাস্তি ও অন্যান্য পরীক্ষার সময় আশ্রয় চেয়ে দোয়া

♦ হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর বর্ণনা অনুযায়ী নামাযে আর হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ)-এর বর্ণনা অনুযায়ী তাশাহ্হুদ-এর পরে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম এ দোয়া করতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْمَاْثَمِ وَالْمَغْرَمِ۔ (بخاری کتاب الاستعاذہ)

[আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিন আযাবিল কাব্রী ওয়া আউযুবিকা মিন ফিতনাতিল মাসীহিদ্দাজ্জালি ওয়া আউযুবিকা মিন ফিতনাতিল মাহ্ইয়া ওয়াল মামাতি- আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনাল মা'সামি ওয়াল মাগরাম- বুখারী, কিতাবুল ইসতিআয়াহ্]

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! নিশ্চয় আমি কবরের শাস্তি থেকে তোমার আশ্রয়ে আসছি আর মসীহে দজ্জালের পরীক্ষা ও বিপর্যয় থেকে তোমার আশ্রয় চাই। এবং জীবনের ও মৃত্যুর পরীক্ষা থেকে তোমার আশ্রয় চাই। হে আল্লাহ্! নিশ্চয় আমি পাপ থেকে ও ঋণের বোঝা থেকে তোমার আশ্রয় চাই। (চলবে)

অনুবাদ - **মোহাম্মদ মুতিউর রহমান**

হল্যান্ড থেকে প্রকাশিত 'আল্ ইসলাম' পত্রিকার সম্পাদক জনাব আব্দুল হামিদ ফানদারফেলদেন-এর সাথে পাক্ষিক আহমদীর

একটি সাক্ষাৎকার

(গত সংখ্যায় প্রকাশিত অংশের পর)

পাক্ষিক আহমদী ঃ হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর একজন বিশিষ্ট সাহাবী চৌধুরী স্যার মোহাম্মদ জাফরুল্লাহ্ খান সাহেব দীর্ঘদিন হল্যান্ডে ছিলেন। তাঁর সঙ্গে আপনার স্মৃতির পাতা থেকে দয়া করে কিছু শুনাবেন কি?

আব্দুল হামিদ ঃ চৌধুরী জাফরুল্লাহ্ খান সাহেব হল্যান্ড জামাতের একজন সদস্য ছিলেন। কারণ তিনি দীর্ঘদিন ডেন হেগ শহরে আন্তর্জাতিক বিচারালয়ে কর্মরত ছিলেন। সেটা আমাদের মসজিদ থেকে বেশী দূরে নয়। ১/২ মাইল হবে হয়তো। খুবই উল্লেখযোগ্য বিষয় যেটা চৌধুরী সাহেবের মধ্যে ছিল এবং সবাই জানে যে, তিনি অত্যন্ত ধার্মিক এবং নীতিবান ব্যক্তিত্ব ছিলেন। মসজিদে তিনি নিয়মিত আসতেন। আমার স্মরণ আছে, তিনি শনিবার বিকালে প্রায়ই আসতেন। লোকদের সাথে দেখা সাক্ষাৎ করতেন এবং আমার এখনও মনে পড়ে যে, তিনি ঈদের দিন এসে প্রথম যে কাজটি করতেন তা হচ্ছে ফিতরানা দিতেন। এটা স্বীকার না করে উপায় নেই যে, তিনি খুব কঠোর নীতিবান লোক ছিলেন। একবারের কথা মনে পড়ে। তাঁর ঘরে দুধ ফুরিয়ে গিয়েছিল। তিনি মসজিদে এসে মুরব্বী সাহেবকে জানালেন। মুরব্বী সাহেব তাঁকে এক প্যাকেট দুধ দিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'দাম কত?' মুরব্বী সাহেব বললেন, কোন দাম নেই। আপনাকে দাম দিতে হবে না।' তিনি বললেন, 'না না তা হবে না, আমি দাম জানতে চাই'। মুরব্বী সাহেব তাকে দাম বললেন। তিনি দাম দিতে গিয়ে দেখলেন এক অথবা দুই পয়সা কম আছে। মুরব্বী সাহেব বললেন- 'অসুবিধা নেই, থাকতে দিন।' তিনি বললেন, 'না না আমি ব্যবস্থা করব।' একদিন অথবা দুই দিন পর তিনি মসজিদে এসে বেল বাজালেন ও বললেন, 'আমি ঐ বাকি দু' পয়সা দিতে এসেছি।' এসব ঘটনা থেকে বোঝা যায় তিনি কেমন চরিত্রের লোক ছিলেন। খুবই নেক এবং অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব। আমার সৌভাগ্য যে, আমি তাঁর কাছাকাছি থাকার সুযোগ পেয়েছি। একবার আমি তার অফিসেও গিয়েছিলাম। পিস্ প্যালেসে তাঁর খুব সুন্দর অফিসটিতে বসে তাঁর সঙ্গে কথা বলেছি। তিনি কোন একটা বিষয়ে কথা বলার জন্য আমাকে সেখানে ডেকেছিলেন। আমার এখনও মনে আছে- তাঁর টেবিলের ডান পাশে একখানা কুরআন শরীফ রাখা ছিল। ডাচ্ ভাষায় অনূদিত কুরআন শরীফ। আরও অনেক অসাধারণ গুণ ছিল তাঁর। চৌধুরী সাহেবের নিজের গাড়ী ছিল। ড্রাইভারও ছিল কিন্তু তিনি তা ব্যবহার করতেন না। পায়ে হেঁটে অফিসে যাতায়াত করতেন। তিনি তাঁর বাসা থেকে পিস প্যালেস পর্যন্ত পায়ে হেঁটে যেতেন। এর দূরত্ব খুব কম ছিল না। আমার মনে হয় আধা ঘন্টার মত তো লাগবেই। তিনি প্রত্যেক দিন হেঁটে যেতেন এবং একই সময়ে যেতেন। তিনি সময়ের ব্যাপারে খুব কঠোর ছিলেন। একই সময়ে একই জায়গায় তাঁকে প্রতিদিন দেখা যেত। অফিসে হেঁটে যাওয়ার পথে আমি অনেকবার তাঁর সঙ্গে মিলেছি। তিনি সব সময় টারবুস অর্থাৎ তুর্কী টুপি পরতেন। চোখে চশমা পরা থাকত। সময়ের ব্যাপারে তিনি এতো নিয়মানুবর্তী ছিলেন যে, দোকানদাররা তাকে দেখে বলতো, ওহ্ চৌধুরী সাহেব এসেছেন। এখন আমাদের ঘড়ির সময় ঠিক করে নেয়া দরকার। কারণ এখন তাহলে অবশ্যই আট্টা বেজে কয়েক মিনিট হয়েছে।

একটি বিশেষ মুহূর্তে হুযূর (আইঃ)-এর সঙ্গে জনাব আব্দুল হামিদ ফানদারফেলদেন

পাক্ষিক আহমদী ঃ রাবওয়া ভ্রমণের কথা উল্লেখ করেছেন, কাদিয়ানে গিয়েছেন কি?

আব্দুল হামিদ ঃ আমি কাদিয়ানে দু'বার গিয়েছি। দু'বছর আগে একবার আর ১৯৯১ সালে যখন হুযূর কাদিয়ানে গিয়েছিলেন তখন একবার। ঐ দু'বার আমি রাবওয়াতেও গিয়েছি। এছাড়া ৩/৪ বার শুধু রাবওয়াতেও গিয়েছি। সব মিলিয়ে ৫/৬ বার আমি পাকিস্তানে গিয়েছি। আর সব সময় রাবওয়াতে গিয়েছি। কারণ এটা একটা বিশেষ স্থান। আমাদের (জামাতের) কেন্দ্র এখানে। সুতরাং আমি ঐ সময়ে রাবওয়াতে গিয়েছি যখন খলীফা সেখানে থাকতেন। হুযূর (আইঃ)-এর পাকিস্তান থেকে হিজরতের পূর্বে রাবওয়ার সেই ঐতিহাসিক শেষ জলসায়ও আমি উপস্থিত থেকেছি। এ উপলক্ষ্যে আমি আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করতে চাই, তা হ'ল, যখন হুযূর (আইঃ)-কে পাকিস্তান ত্যাগ করতে হয়েছে তখন তিনি KLM প্লেনে প্রথমে আমষ্টার্ডামে আসেন এবং সেখান থেকে পরে লন্ডনে যান। আমার মনে পড়ে যখন হুযূর প্লেন থেকে নেমে সোজা আমার কাছে এসে বললেন, 'তুমি কি আমার টিকিটের কিছু পরিবর্তন করতে পার'? হুযূর লন্ডন পর্যন্ত টিকিট বুক করে এসেছিলেন বললেন, "আমি বিমান বন্দরে হল্যান্ড জামাতের সদস্যদের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলতে চাই। তুমি পরবর্তী ফ্লাইটের ব্যবস্থা করতে পার কি না দেখ।" সুতরাং আমি তা করে এনেছিলাম। এটাও আমার একটা স্মরণীয় ঘটনা। অবশ্য আমি তখন ঘটনার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারি নি। আমি তখন ধারণাই করতে পারি নি, এটা পাকিস্তান থেকে যুক্তরাজ্যে হিজরত হচ্ছে। পরবর্তীতে আমি এর গুরুত্ব অনুধাবন করি। অবশ্য ঐ সময়ের ভিডিও আমার কাছে আছে।

পাক্ষিক আহমদী ঃ আমি ঐ ভিডিও দেখেছি।

আব্দুল হামিদ ঃ ওহ্ তুমি ওটা দেখেছ! এটা আমাদের একজন ডাচ্ আহমদী আব্দুল মুনাফ রেকর্ড করেছিলেন। ঐ ভিডিওতে অবশ্য তোমরা আমাকে দেখবে না কারণ ঐ সময় আমি টিকেটটি নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম। ঐতিহাসিক ছবি বলতে হবে। আমার স্ত্রী-ও ওখানে ছিল। কারণ, রাত প্রায় ৪টা অথবা আরো আগে হবে। হঠাৎ মুরব্বী সাহেব ফোন করে বলেন, এখুনি উঠে পড়ুন, হুযূর আসছেন বিমান বন্দরে, কিছু নাস্তা তৈরি করুন। আমরা তাড়াতাড়ি কিছু তৈরী করে সোজা বিমান বন্দরে চলে গেলাম। তুমি ঐ ভিডিওতে যে কাপগুলো দেখে থাকবে ওগুলো আমার ঘর থেকে আনা হয়েছিল। ঐ কাপগুলো এখনও আমার কাছে আছে। অনেক বড় ঐতিহাসিক ঘটনা। ব্যক্তিগতভাবে আমার কাছে তো খুবই ঐতিহাসিক।

পাক্ষিক আহমদী ঃ আপনি কি দয়া করে হল্যান্ডে আহমদীয়তের প্রেক্ষাপট এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করবেন?

আব্দুল হামিদ ঃ আমার মনে হয় হল্যান্ডে জামাতে আহমদীয়ার অবদান রয়েছে। তুমি স্থানীয় লোকদের দেখ অর্থাৎ ডাচ্ আহমদী সংখ্যার কথা বলছি। কারণ আমি যখন আহমদীয়া জামাতে প্রবেশ করি তখন আমি বেশ কিছু স্থানীয় আহমদী দেখেছি। পাকিস্তানী প্রায় ছিলই না। অধিকাংশই ডাচ্ আহমদী ছিলেন। আমার কাছে বেশ আশ্চর্যই লেগেছিল। এমন কি এখনও বেশ অনেক ডাচ্ আহমদী রয়েছেন এই জামাতে। যুক্তরাজ্যে ও জার্মানীর জামাত বেশ বড় কোন সন্দেহ নেই কিন্তু যদি তুমি স্থানীয় আহমদীর সংখ্যার হার হিসাব কর তবে হল্যান্ডকে তুমি বেশ

ভাল অবস্থায় পাবে। অবশ্য কয়েক বছর আগে পাকিস্তান এবং সুরিনাম থেকে অনেক লোক এসেছেন। এখন তারাই সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং ডাচ্ লোক সংখ্যালঘিষ্ঠ। এর কারণ হিসাবে আমি মনে করি, মূলতঃ এই সমাজের মানুষের ধর্মের প্রতি আর তেমন কোন আগ্রহ নেই। এখানে সেখানে এক / দুই জন ভাল, নেক লোক আছেন। কিন্তু তুমি তো জানোই তাদেরকে খুঁজে বের করা সহজ কাছ নয়।

পাক্ষিক আহমদী ঃ কখন এবং কীভাবে হল্যান্ডে আহমদীয়ত তথা প্রকৃত ইসলামের আগমন ঘটে? সেই সময়ের অবস্থা সম্পর্কে দয়া করে যদি কিছু বলুন?

আব্দুল হামিদ ঃ হ্যাঁ, আমি তোমাকে বলছি। নিয়মতান্ত্রিকভাবে এদেশে ১৯৪৭ সাল থেকে জামাতের কার্যক্রম শুরু হয়। তখন থেকেই কাঠামোগতভাবে জামাত এদেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগেও অবশ্য জামাতের কিছু কার্যক্রম হল্যান্ডে ছিল। কারণ বিশ্বযুদ্ধের আগের হল্যান্ড জামাতের দু'টি প্রকাশনা আমি দেখেছি। যেটা আমষ্টার্ডাম থেকে ১৯২৭ সালে প্রকাশিত হয়। হয়তো বা কোন মিশনারী যিনি লন্ডনে থাকতেন এবং পরে ইউরোপ সফর করেছেন এবং হল্যান্ডেও এসেছেন। আমার মনে হয় এভাবে কিছু কার্যক্রম শুরুতে চলছিল। কিন্তু এর কোন ঐতিহাসিক সংরক্ষণ নেই। এটুকু শুধু আমরা জানি যে, অনেক পূর্ব থেকেই হল্যান্ডের সঙ্গে জামাতের যোগাযোগ ছিল, তবে ১৯৪৭ সালের পর থেকে আমরা সাংগঠনিকভাবে কাজ করা শুরু করছি। আমাকে স্বীকার করতেই হয়। অত্যন্ত সফলভাবেই এদেশে জামাতের কার্যক্রম শুরু হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। অতঃপর ১৯৫৫ সালে আমরা আমাদের প্রথম মসজিদ বানিয়েছি। সেটা মসজিদে মোবারক। এরই দু'বছর পূর্বে ১৯৫৩ সালে আমরা কুরআন শরীফের ডাচ্ অনুবাদ প্রকাশ করি। এটা ছিল হল্যান্ডের ইতিহাসে একটি মাইল ফলক। আর এই অনুবাদের কাজটি করেছিলেন আমাদের একজন ডাচ্ আহমদী মহিলার স্বামী। তার স্বামী একজন পেশাদার অনুবাদক ছিলেন। তিনি ইংরেজী থেকে ডাচ্ ভাষায় এই কুরআনের অনুবাদ করেন। তিনি একা নন। কয়েকজনের একটি দল ছিল যারা এ কাজটি করেছেন। তবে মূল অংশের কাজটি তিনিই করেছিলেন।

পাক্ষিক আহমদী ঃ এখনও কি সেই অনুবাদই চলছে না কি পরবর্তীতে কোন সংশোধন করা হয়েছে?

আব্দুল হামিদ ঃ হ্যাঁ, মূল অনুবাদ ওটাই রয়েছে তবে অনেকবার এর পুনঃ পরীক্ষা বা সংশোধন হয়েছে। আর এখন আমি এর ব্যাপক আকারে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও সংশোধন করছি। কারণ, ঐ ভাষা এখন ৫০ বছরের পুরনো হয়ে গেছে। সুতরাং এখন এটার সংশোধনের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। আমার কাছে সংশোধিত সংখ্যা তৈরী হয়ে আছে অর্থাৎ পরিবর্তনসমূহ পেন্সিল দিয়ে চিহ্নিত করে রেখেছি। বেশ অনেক, মনে হয় দশ হাজারের বেশী হবে। অতএব আগামী কয়েক বছরের মধ্যে আমরা এটা প্রকাশ করতে পারব বলে আশা করি, ইনশাআল্লাহ্ (এটা ইতোমধ্যে প্রকাশিত হয়ে গেছে-অনুবাদক) যাহোক ইতিহাসের দিকে ফেরত আসা যাক। ১৯৫৫ সালে প্রথম মসজিদ নির্মিত হয়। এর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন স্যার মোহাম্মদ জাফরুল্লাহ্ খান। আমাদের কাছে ঐ সময়কার ছবি আছে। উদ্বোধনের সময় যেহেতু দেশের প্রথম মসজিদ ছিল তাই পত্রি-পত্রিকায় বেশ ফলাও করে দেশব্যাপী বিষয়টি প্রকাশ পায়। দেশের কোণে কোণে পত্র-পত্রিকায় প্রবন্ধ প্রকাশ পেতে থাকে যে, এখন হল্যান্ডে একটি মসজিদ নির্মিত হয়েছে। কোন কোন লেখা ছিল পক্ষে আবার কোন কোনটা বিপক্ষে। তবে বেশির ভাগ ছিল আমাদের পক্ষে। তখন থেকে আমরা আমাদের কার্যক্রম মসজিদে মোবারককে কেন্দ্র করে শুরু করি। কিন্তু কয়েক বছর যেতে না যেতেই ঐ জায়গা জামাতের প্রয়োজনের তুলনায় ছোট হয়ে গেল। তখন খলীফার হুকুম অনুযায়ী আর একটি বড় জায়গা খুঁজতে শুরু করলাম। যেটা আমাদের ভবিষ্যতের প্রয়োজনকে পুরো করবে। তারপর নুনস্পিটের এই জায়গা কিনলাম। 'বায়তুন্ নূর' যেখানে এখন তুমি উপস্থিত হয়েছে। ১৯৮৫ সালে আমরা এই জায়গা ক্রয় করি। পরবর্তীতে ডেন-হেগের মসজিদটি খুব ছোট ছিল। আমরা এর আয়তন বৃদ্ধি করি। মসজিদটি উদ্বোধন করা হয় ১৯৮৮ সালে। মসজিদটি পূর্বের তুলনায় একশ' ভাগের চেয়ে বেশী বড় করা হয়েছে। কারণ আমরা এর নীচে জায়গা বাড়িয়েছি। উপরে দু'টি তলা বানিয়েছি সুতরাং এটা এখন অনেকটা বড় হয়েছে। সেখানে ১৯৮৭ সালে বিরোধিরা একবার আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল। এতে আমাদের অনেক ক্ষতি হয়। তখন এক খুতবায় হুযূর বলেছিলেন- 'ঐ সমস্ত শত্রুরা কখনও সফলকাম হবে না। আমরা ঐ মসজিদটি বর্তমানের চেয়ে দশগুণ বড় করব'। হুযূর বলেছিলেন- দশগুণ বড় করার কথা। আর আশ্চর্যের বিষয় হ'ল! যখন এ বিল্ডিং-এর বর্ধিতকরণের কাজ শেষ হ'ল তখন আমি হিসাব করে দেখেছি পূর্বে এখানে ৪৫ জন এক সঙ্গে নামায পড়তে পারত আর এখন ৪৫০ জন লোক একসঙ্গে নামায পড়তে পারে। একদম একেবারে ঠিক ঠিক দশগুণ বড় হ'তে দেখে আমি খুব অবাক হয়েছিলাম। এদিক থেকে এটা একটা ঐশী নিদর্শন ছিল।

পাক্ষিক আহমদী ঃ হল্যান্ড জামাতের প্রথম আমীর কে ছিলেন?

আব্দুল হামিদ ঃ প্রথম আমীর ছিলেন জনাব হিবাতুন্ নূর ফেরহারখেন। বর্তমানেও তিনিই আমীর। কারণ এমারত এবং মজলিসে আমেলা কাজ শুরু করে বর্তমান হুযূর খলীফা হওয়ার পর। ১৯৮২ সালে যখন হুযূর ইউরোপ সফর করেন তখন থেকে জামাত ঐ-ভাবে কাজ শুরু করে যেভাবে এর করা উচিত। জামাতী নিয়ম কানুনের ধারা মোতাবেক মজলিসে আমেলা গঠন করা হয়। এর পূর্বে মুরব্বী সাহেবই বেশির ভাগ কাজ করতেন। তবে জামাতের লোকদের দিয়ে সহযোগী হিসাবে কাজ নিতেন।

পাক্ষিক আহমদী ঃ আমরা জানি তবলীগের ক্ষেত্রে আপনার ব্যাপক অভিজ্ঞতা রয়েছে। হল্যান্ডে আপনার তবলীগি অভিজ্ঞতার কথা কিছু বলুন।

আব্দুল হামিদ ঃ আমি বলতে পারি যে, তবলীগের ময়দানে আল্হামদুলিল্লাহ্ সামান্য হলেও আমরা কিছু করতে পেরেছি। আমার মনে আছে, ১৯৮২/৮৩ সালের কথা যখন আমরা জাতীয় তবলীগ দিবস পালন করতাম এভাবে যে, আমরা দেশের কোন একটি স্থানকে নির্দিষ্ট করে আমাদের সমস্ত জামাত একত্রে সেখানে চলে যেতাম। আমরা বাজারের মধ্যে একটি

সাক্ষাৎকার প্রদান করছেন জনাব আব্দুল হামিদ ফানদারফেলদেন

বইয়ের দোকান দিয়ে বসতাম যেখান থেকে আমরা বই-পত্র, প্রচার-পত্র ইত্যাদি বিলি করতাম। মানুষের সঙ্গে কথা বলতাম। কোন কোন এলাকার মানুষের ঘরে ঘরে যেয়ে তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত পৌছাতাম। খুবই সুনিয়ন্ত্রিত কার্যক্রম ছিল সেগুলো। আমার মনে হয়, মাসে একবার এটা আমরা করতাম। এভাবে আমরা দেশের অনেক জায়গায় গিয়ে তবলীগী কার্যক্রম চালিয়েছি। কিন্তু এ পদ্ধতি বন্ধ হয় এবং স্থানীয়ভাবে কার্যক্রম শুরু হয়। স্থানীয় প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারী তবলীগ তারা স্থানীয় পর্যায়ে কাজ করতে শুরু করেন এবং ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে তবলীগ চলতে থাকে। জাতীয় পর্যায়েও আমাদের পক্ষে যেটা সম্ভব আমরা তা করে যাচ্ছি। আমরা পত্র-পত্রিকায় ও রেডিওতে সাক্ষাৎকার দিচ্ছি। সাংবাদিকরা কখনও আমাদের কাছে আসছেন পত্রিকার জন্য লেখা সংগ্রহ করতে। এগুলো আমরা জাতীয় পর্যায়ে করে থাকি। কিন্তু স্থানীয় ভাবেও লোকদের মধ্যে এখন খুব কর্ম-চাঞ্চল্য লক্ষ্য করা যাচ্ছে। অনেক সময় স্থানীয় জামাতগুলো থেকে আমাকে ডাকা হয় ডাচ্ লোকদের তবলীগ করার জন্য। কখনও আরনহ্যাম শহরে কখনো বা আমষ্টার্ডামে তবলীগের জন্য ভ্রমণ করে থাকি। এমন কি বেলজিয়ামেও গিয়েছি সেন্ট্রডেন, হাসেল্ট ইত্যাদি এলাকায়। মোটকথা যখন যেখান থেকে ডাক আসে আমি যাই। আমি লোকদের সাথে কথা বলি অতঃপর দোয়া করি। আল্লাহ্তাআলা তাদের হৃদয়ে পরিবর্তন সৃষ্টি করুক। এছাড়া একবার তবলীগ করার পর বার বার যোগাযোগ রাখাও খুব দরকার। পরবর্তীতে যোগাযোগ না থাকলে প্রথম তবলীগের কথা লোকেরা ভুলে যাবে। সুতরাং তবলীগ এখন আমাদের প্রধান বিষয়। সমস্ত আমেলার মিটিং এ তবলীগের বিষয় প্রাধান্য পায়। আমরা আমাদের দেশে এখন জাতীয় ডেস্ক-এর মাধ্যমে কাজ করছি। আমি ডাচ্ ডেস্কের আহ্বায়ক। এজন্য গতকাল হুযূর (আঃ)-এর সঙ্গে ডাচ্ লোকদের যে মিটিং ছিল তার সঠিক আয়োজনের দায়িত্ব আমার উপর অর্পিত হয়। এ ছাড়া সুরিনামী ডেস্ক, পাকিস্তানী ডেস্ক, বাংলাদেশী ডেস্ক ইত্যাদি। জনাব কওসার বাঙালী বাংলা ডেস্কের আহ্বায়ক। এভাবে আমরা কাজ করার চেষ্টা করছি। প্রত্যেকটি স্থানীয় জামাতে সারা বছর বিভিন্ন ডেস্কের অধীনে প্রোগ্রাম হচ্ছে। যেমন ধর আরনহ্যাম জামাতে যদি ডাচ্ মেহমানদের সাথে তবলীগি প্রোগ্রাম করতে হয় তবে আমি স্থানীয় প্রেসিডেন্টের সাথে যোগাযোগ করব। তারা সমস্ত আয়োজন করবে এবং আমি সেখানে গিয়ে ইসলামের তবলীগ করব। এবং লোকদের প্রশ্নের জবাব দিব। সমস্ত ডেস্কের আহ্বায়কগণ একইভাবে কাজ করছেন।

পাক্ষিক আহমদী ঃ আমরা জানি জামাতের কাজে কখনও কখনও দেশের বাইরেও ভ্রমণ করেছেন। এ ব্যাপারে অনুগ্রহ করে যদি কিছু বলুন।

আব্দুল হামিদ ঃ হ্যাঁ, যেমন গত বছর বেলজিয়ামের সালানা জলসায় হুযূর হল্যান্ড জামাতের আমীর এবং আমাকে তাঁর প্রতিনিধি হিসাবে পাঠিয়েছিলেন। এটা অনেক বড় সম্মানের ব্যাপার ছিল আমাদের জন্য। যাহোক আমরা সেখানে গিয়েছি। তোমার অবশ্যই মনে আছে। আমি আরও অনেক ভ্রমণ করেছি। তবে বেশির ভাগ ভ্রমণগুলো হয়েছে সালানা জলসায় যোগদানের উদ্দেশ্যে। প্রত্যেক বছর আমি যুক্তরাজ্যের জলসায় যোগদান করতে চেষ্টা করি কারণ হুযূর সেখানে আছেন। তারপর আমি জার্মানীর জলসায়ও যাই। বেলজিয়ামের জলসায় যোগদান করি।

পাক্ষিক আহমদী ঃ এবার আপনার পারিবারিক জীবন সম্পর্কে আমাদেরকে কিছু জানাবেন কি?

আব্দুল হামিদ ঃ আমি পাকিস্তানী এক মেয়েকে বিয়ে করেছি। ১৯৭৬ সালের ডিসেম্বর মাসে। সালানা জলসার সময় আমাদের বিয়ে হয়। আমার দু'টি মেয়ে। তারা এখন এখানে (জলসা গাহে) আছে। একজন গতকালের প্রোগ্রামে কুরআন তেলাওয়াতের ডাচ্ অনুবাদ পড়েছে তুমি শুনে থাকবে। কখনও কখনও সে নযমও পাঠ করে থাকে। গতকাল তার একটা নযমও ছিল। এটা হ'ল বড় মেয়ে। বড় মেয়ের বয়স ১৭ এবং ছোটটির ১৪ বছর। বাচ্চারা তার মায়ের সাথে উর্দূতে এবং আমার সঙ্গে ডাচ্ ভাষায় কথা বলে। আর আমি আমার স্ত্রীর সাথে ইংরেজীতে কথা বলি। সুতরাং বুঝতেই পারাছো অবস্থাটা।

পাক্ষিক আহমদী ঃ আপনার উর্দূ কেমন?

আব্দুল হামিদ ঃ তেমন ভাল নয়। কিছু শব্দ অবশ্যই আমি জানি, কারণ প্রায় চল্লিশ বছর আমি এ পরিবেশের সাথে রয়েছি। সুতরাং আমি বেশ কিছু শব্দ জানি। তবে কথা বলার জন্য যথেষ্ট নয়। বেশিরভাগ সময়ে আমি ইংরেজী ব্যবহার করি। আমার উর্দূ ভাষার উন্নতি হওয়া উচিত ছিল, ইনশাআল্লাহ্ ভবিষ্যতে হবে। অবশ্য দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় সাদামাটা কথা আমি জানি।

পাক্ষিক আহমদী ঃ আপনি ঘরে উর্দূ ব্যবহার করেন না বাচ্চারা করে।

আব্দুল হামিদ ঃ হ্যাঁ, বাচ্চারা করে। আমিও তাদেরকে উর্দূতে কথা বলতে উৎসাহিত করি। যখন আমি তাদের পরস্পরের সঙ্গে ডাচ্ ভাষায় কথা বলতে শুনি তখন বলি, দয়া করে উর্দূতে কথা বল। কারণ উর্দূ খুব জরুরী। মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর বইগুলো অধিকাংশই উর্দূতে তাই তাদের উচিত উর্দূ ভাল করে শেখা। ডাচ্ ভাষা কোন সমস্যা নয়। এটা তারা স্কুলে শিখবে। স্বাভাবিকভাবেই এটা আসবে। তাই আমি যখন শুনি তারা পরস্পরের সঙ্গে ডাচ্ ভাষায় কথা বলছে, তখন আমার খুব খারাপ লাগে। কখনও কখনও অন্যান্য পাকিস্তানী শিশুদের সঙ্গেও তারা ডাচ্ ভাষায় কথা বলে। তাই আমি সব সময় তাদেরকে উর্দূতে কথা বলতে বলি।

পাক্ষিক আহমদী ঃ তারা উর্দূ লিখতে পড়তে জানে কি?

আব্দুল হামিদ ঃ তারা আরবী পড়তে পারে কারণ তারা ইতোমধ্যে সম্পূর্ণ কুরআন পড়ে ফেলেছে। তাড়া উর্দূও পড়তে পারে। কিন্তু যখন তারা নযম পড়ে তখন দেখেছি রোমান অক্ষরে লেখা। কিন্তু আমি মনে করি এটা এমন সমস্যা নয় তারা পড়তে পারবে, ইনশাল্লাহ্। তবে এ মুহূর্তে তারা এভাবে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে।

পাক্ষিক আহমদী ঃ আমি ইতঃপূর্বে হল্যান্ডে আহমদীয়তের প্রেক্ষাপট জানতে চেয়েছিলাম। এখন এদেশে আহমদীয়তের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আপনার অভিমত জানতে চাই। অনুগ্রহ করে যদি বলেন।

আব্দুল হামিদ ঃ ওহ্ হ্যাঁ, খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। যদিও আমি ভবিষ্যৎ তো দেখতে পারি না কিন্তু আমি মনে করি পূর্বের চেয়ে এখন মানুষ ইসলামের বার্তা কিছুটা বুঝতে পারছে। কারণ পূর্বে মানুষের মধ্যে ইসলাম সম্পর্কে খুব মন্দ একটি ধারণা ছিল। এখন এই ধারণার কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে। এখন ইসলাম হল্যান্ডে অভ্যন্তরীণ ধর্ম হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছে। এখন এখানে অনেক মুসলমান বাস করে। সাত লক্ষের অধিক মুসলমান এখন এদেশে। এবং অনেক মসজিদও রয়েছে। ইসলাম এখন আর কোন অপরিচিত ধর্ম নয়। কিন্তু বিভিন্ন রাজনৈতিক ঘটনা-প্রবাহ দ্বারা এখন আবার ইসলামের বদনাম হচ্ছে এ দেশে। মানুষ আফগানিস্তান সম্পর্কে পড়ছে। আলজেরিয়া সম্পর্কে জানতে পারছে। এগুলো ইসলামের বদনামের কারণ হচ্ছে। তাই স্থানীয় লোক প্রায়ই আমাদেরকে এ সমস্ত বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে এবং তখন তাদেরকে আমরা বুঝাই, ইসলাম শান্তির ধর্ম, ঘৃণার ধর্ম নয়। যাহোক আমরা যদি আমাদের বার্তা লোকদের কাছে পৌছাতে পারি তবে ইন্শাআল্লাহ্ সফলতা আসবে। আমরা ডাচ্ লোকদের সাথে যখনই আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আলোচনা করেছি যেমন গতকালও আলোচনা হয়েছে। সবসময় তাদেরকে দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতি সহানুভূতিশীল পেয়েছি। তারা আমাদের কথা শুনে খুব সন্তুষ্ট হয়। তারা আমাদের বই-পত্র পড়ার ব্যাপারে বেশ আগ্রহ প্রকাশ করে। সুতরাং মনে করি ভবিষ্যৎ আশাব্যঞ্জক। তবে একথা ঠিক যে, অল্প সংখ্যক স্থানীয় লোক দিয়ে চেষ্টা করলে গতি খুব মন্থর হবে। তবে এ সংখ্যা যদি শ'খানেক হ'ত তবে খুব দ্রুত কাজ হ'ত। হাজারো লোকের কাছে পৌছানো যেত ইসলামের বার্তা। অতএব এখনও আমাদেরকে একটা বিশেষ অবস্থানে পৌছুতে হবে। আমাদের আরও কিছু স্থানীয় লোক দরকার। আমরা যদি তা পেয়ে যাই তবে ইন্শাআল্লাহ্ ইসলামের প্রচার খুব দ্রুত গতিতে হবে। অন্ততঃ আমিতো তা-ই মনে করি।

পাক্ষিক আহমদী ঃ কিছু মনে করবেন না আপনি কি মুসী (ওসীয়্যতকারী)।

আব্দুল হামিদ ঃ হ্যাঁ, আলহামদুলিল্লাহ্।

পাক্ষিক আহমদী ঃ জামাতে আহমদীয়ার অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার ব্যাপারে যদি আপনি কিছু বলতে চান।

আব্দুল হামিদ ঃ আমি মনে করি খুবই সুন্দর ব্যবস্থা। প্রত্যেক সংগঠনের জন্য অর্থের প্রয়োজন রয়েছে। যে কোন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অর্থের প্রয়োজন। তবে আমাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনাটা খুবই ভাল। আল্লাহ্তাআলা যা মানুষকে দিয়েছেন তার থেকে একটি ক্ষুদ্র অংশ তাঁর রাস্তায় খরচ করা আমি মনে করি খুবই ন্যায্য। এবং মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে এ কুরবানী করে থাকে। এর উপরে ওসীয়্যতের ব্যবস্থা তো আরও উত্তম। যত বেশী লোক এতে অংশ নিবে জামাত অর্থনৈতিকভাবে ততোই সবল হবে। এর ফলে জামাত মসজিদ নির্মাণ ও অন্যান্য কার্যক্রমে অংশ নিতে পারে। খুবই সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা বলতে হবে।

পাক্ষিক আহমদী ঃ আপনি জানেন যে, আহমদীয়তের বাইরে ইসলামের একটা সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ রয়েছে যারা আজও অনেক ফিরকায় বিভক্ত। এ সবের মধ্যে আপনি আহমদীয়তকে কীভাবে মূল্যায়ন করেন?

আব্দুল হামিদ ঃ আমি যখন প্রথম মোবারক মসজিদে গিয়েছি তখন আমি আহমদীয়ত সম্পর্কে এমন কিছু জানতাম না। সাধারণ ইসলাম সম্পর্কেই শুধু জানতাম। এটা যে আহমদীদের মসজিদ তা-ও আমি শুরুতে জানতাম না। কিন্তু বই-পত্র পড়ে অতি অল্প দিনেই আমি আবিষ্কার করলাম যে, এটা একটা ভিন্ন জামাত। কিন্তু যখন আমি মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর কয়েকটি বই পড়েছি এবং জামাত সম্পর্কেও পড়েছি তখন আমি অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে উপলব্ধি করেছি যে, আমাদের জামাত প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আঃ) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। কাজেই এটা কোন সমস্যা সৃষ্টি করে নি। এটাই কি তুমি জানতে চেয়েছিলে না কি তোমার উদ্দেশ্য ছিল অন্য কিছু?

পাক্ষিক আহমদী ঃ ইসলামের অন্যান্য দলগুলোর সাথে আহমদীয়তকে কীভাবে মূল্যায়ন করেন?

আব্দুল হামিদ ঃ আমার যেটা অভিজ্ঞতা হয়েছে তা হচ্ছে, এ সমস্ত দল আমাদের সাথে যোগাযোগ এড়িয়ে যেতে চায়। যখনই আমরা তাদের কাছে গিয়েছি তারা কখনই ভালভাবে গ্রহণ করে নি। লড়াকু ভাব। সবসময় এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। আমি বুঝি না, কেন? অবশ্যই এটা জানি যে, যেহেতু তারা আমাদের সঙ্গে একমত নয়, তাদের ধারণা আমরা সত্যিকার মুসলমান নই এবং যেভাবে আমি তোমাদেরকে বলেছি আমাদের মসজিদে এক সময় আগুন লাগানো হয়েছিল। বিভিন্ন সময় টেলিফোনে হুমকি আসে। জানালা ভেঙে দেয়। আমাদের এখানেও জামাতের বিরোধিতা রয়েছে।এটা তো সব খানেই।

পাক্ষিক আহমদী ঃ এরা (বিরোধীরা) কি মুসলমান?

আব্দুল হামিদ ঃ জানি না, এ সমস্ত লোকেরা মধ্য রাতে আসে, কখনও দিনের বেলা আসে না। তারা নিজেদেরকে কখনও প্রকাশও করে না। তারা আঘাত করে চলে যায়। তারা মুসলমান না-ও হ'তে পারে। এমনও হ'তে পারে এরা ডানপন্থী ডাচ্ লোক যারা বিদেশীদের বিরুদ্ধে। নিশ্চিত করে কিছুই বলা যায় না। যাহোক অন্যান্য স্থানের মত হল্যান্ড জামাতেও বিরোধিতা রয়েছে কিন্তু এটা জামাতের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আমরা যদি কঠোর পরিশ্রম করতে পারি ইনশাআল্লাহ্ বেশি বেশি লোক আহমদী হবে এবং সহজ সময় আসবে। আমার মনে হয় বাংলাদেশেও বেশ বিরোধিতা রয়েছে। সাধারণভাবে অবশ্য ডাচ্ লোকেরা সহনশীল। তারা আমাদের সাথে খুব একটা বিরোধিতা করে না। আমি বলছি, যারা আসল ডাচ্ লোক অর্থাৎ যারা দেশ পরিচালনা করছে। তাদের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ রয়েছে। কারণ তারা জানে আমরা ভাল মানুষ। আমি মনে করি এরা একদিন আমাদেরকে দেখে এটাই উপলব্ধি করেছে যে, আমাদের পক্ষ থেকে তাদের কোন ভয় নেই।

পাক্ষিক আহমদী ঃ ১৯৯১ সালের কাদিয়ানের ঐতিহাসিক জলসায় আপনি যোগদান করেছেন। এ জলসার কোন উল্লেখযোগ্য বিষয় ও দিক সম্পর্কে যদি কিছু বলতে চান!

আব্দুল হামিদ ঃ হুযূর (আইঃ)-এর উপস্থিতির কারণে ১৯৯১ সালের জলসা ঐতিহাসিক ছিল। আর কাদিয়ানে এই আমি প্রথম গিয়েছি। কাদিয়ানের নিজস্ব একটি বিশেষ পারিপার্শ্বিক প্রভাব রয়েছে। এটা সেই জায়গা যেখানে প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আঃ) বসবাস করছেন, চলাফেরা করছেন। সুতরাং ওখানকার চারপাশের দৃশ্যাবলী মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-কে মনে করিয়ে দেয়। সেই বেহেশ্তি মাকবেরা। সেই মসজিদে মোবারক, বায়তুদ্ দোয়া, সেই ঘর যেখানে হুযূরের কাপড়ে লাল কালির দাগওয়ালা ঘটনা ঘটেছিল। হুযূরের কবর সেখানে সুতরাং কোন দিক থেকে এর তুলনা হয় না। এমন কি রাবওয়ার সঙ্গেও নয়। কাদিয়ানের বিশেষত্ব আলাদা। সেই সাদা মিনার- মিনারাতুল মসীহ্ সব মিলিয়ে আমার জন্য অত্যন্ত গুরুত্ববহ একটি বিশেষ আধ্যাত্মিক সময় ছিল সেটি।

পাক্ষিক আহমদী ঃ কাদিয়ানে ওটাই কি আপনার একমাত্র ভ্রমণ ছিল?

আব্দুল হামিদ ঃ না, দু'বছর আগেও আমি একবার কাদিয়ানে গিয়েছি। যদিও তখন আমি কাদিয়ানের সাথে পরিচিত কিন্তু কাদিয়ানে যতবারই যাওয়া যায় ততই আমার ভাল লাগে। কাদিয়ানের স্থানীয় লোকেরা বেশির ভাগই হিন্দু এবং শিখ। কিন্তু আমি অবশ্যই বলব তারা খুবই সহনশীল ও সাহায্যকারী। আমার মনে আছে ১৯৯১ সালের সালানা জলসায় শিখেরা আমাদের লোকদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা নিয়েছে। যে সমস্ত পুলিশ পাহারায় ছিল তারাও বেশির ভাগই শিখ ছিল। এটা প্রমাণ করে তারা আমাদের প্রতি কত সহানুভূতিশীল। অবশ্য ভারতীয় আইন সকল ধর্মের লোকদের সমান অধিকার নিশ্চিত করে। এদিক থেকে কাদিয়ানে আমি অনেক নিরাপত্তা বোধ করি। যেটা রাবওয়াতে নেই। কারণ আমরা জানি প্রশাসন আমাদের বিরোধী। পুলিশ মূলতঃ আমাদের বিরোধী। পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে এটা একটা বড় পার্থক্য।

পাক্ষিক আহমদী ঃ রাবওয়া থেকে ইতোমধ্যে আপনি ৫ বার বেড়িয়ে এসেছেন। সেখানকার পরিবেশ সম্পর্কে কিছু বলবেন কি?

আব্দুল হামিদ ঃ রাবওয়াতো একটি বিশেষ শহর কারণ বর্তমান আমাদের কেন্দ্রীয় দপ্তরগুলি সেখানে। আঞ্জুমান, দারুয্ যিয়াফত, মসজিদে আকসা এবং দেশ বিভাগের পর সমস্ত জলসাগুলো সেখানেই হয়েছে। আমাদের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ স্থান। সেই তা'লীমুল ইসলাম কলেজ, লাইব্রেরী, এমটিএ স্টুডিও, কাসরে খিলাফত এ সবই সেখানে। সেই মসজিদে মোবারক এখন খুবই সুন্দর এবং বড় করা হয়েছে বছর দুই আগে। কাসরে খিলাফতের সঙ্গে যে মসজিদ সেটিই মসজিদে মোবারক। এটা এখন অনেক বড় এবং সুন্দরভাবে সাজানো।

পাক্ষিক আহমদী ঃ শেষ প্রশ্ন, আপনার নামের পটভূমি সম্পর্কে জানতে চাই অনুগ্রহ করে যদি বলেন।

আব্দুল হামিদ ঃ আমার নাম আব্দুল হামিদ ফানদারফেলদেন। পূর্বে অবশ্য আমার খৃষ্টান নাম ছিল কিন্তু পরে আমি নিজেই এটা পরিবর্তন করে মুসলিম নাম নিয়েছি। আমার আগের নাম ছিল হেনরী (HENRI)। অবশ্যই এ নাম এখন আমি আর ব্যবহার করি না। আমার পারিবারিক নাম (VANDAR VELDEN) ফানদারফেলদেন। সরকারীভাবে আমি আমার নাম পরিবর্তন করে আব্দুল হামিদ নিয়েছি। কারণ আমি মনে করি মুসলমান হিসেবে আমার একটা মুসলমান নাম থাকা দরকার। মুসলমান হিসেবে আমার নিজস্ব পরিচিতি হওয়া উচিত।

পাক্ষিক আহমদী ঃ হামিদ সাহেব আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ।

আব্দুল হামিদ ঃ তোমাদেরকেও অনেক ধন্যবাদ। আমি পাক্ষিক আহমদী'র উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করি।

সাক্ষাৎকার গ্রহণে - এন, এ, শামীম আহমদ
বেলজিয়াম

সারা বছরব্যাপী কৃষি কাজ ও পরিচর্যা

কী করতে হবে ?

(১৫-১১-২০০১ সংখ্যায় প্রকাশিত অংশের পর)

মাঘ মাসের ২য় পক্ষ (১লা ফেব্রুয়ারী হ'তে ১৫ই ফেব্রুয়ারী)

-এ সময় গম ক্ষেতে ইঁদুরের আক্রমণ হতে পারে। জমিতে ইঁদুরের গর্ত চলাফেরার রাস্তা, বিষ্ঠা ইত্যাদি দেখে এদের উপস্থিতি বোঝা যায়। গর্তে বা এদের চলার রাস্তায় নির্দিষ্ট মাত্রায় বিষটোপ ব্যবহার করে ইঁদুর দমন করতে হবে।

- এ সময় বোরো ধানে মাজরা পোকার আক্রমণ হ'তে পারে। মাজরা পোকার ডিমের গাদা সংগ্রহ করে মাটিতে পুতে বা পুড়িয়ে ফেলতে হবে। আলোর ফাদের সাহায্যে এই পোকার মথ মেরে ফেলেও মাজরা পোকা দমন করা যায়।

- এ সময় থেকে তামাকের পাতা কাটার উপযুক্ত সময় সকালে পূর্ব দিক হ'তে এবং বিকালে পশ্চিম দিক হ'তে ধারালো ছুরি দিয়ে পাতা কাটতে হয়।

- এ সময় আলু তোলা যায়। গাছের পাতা হলুদ রং ধারণ করলে আলু তোলা উচিত। তবে আলু তোলার ১৫-২০ দিন পূর্ব থেকে সেচ দেয়া বন্ধ করতে হবে।

- এ সময় তুলা ক্ষেতে প্রয়োজন হলে সেচ দিতে হবে। পোকা মাকড় ও রোগবালাইয়ের প্রার্দুভাব হলে যথাযথ কীট ও বালইনাশক প্রয়োগ করতে হবে।

- তরমুজ ধরা শুরু করলে কড়ার নিচে খড় বিচালী বিছিয়ে দেয়া উচিত। তরমুজ, ফুটি বা বাঙ্গি বেশী ধরলে গাছ প্রতি ৩-৪ টি রেখে বাকীগুলো ছিঁড়ে ফেলতে হবে। এতে ফলগুলো অধিক পুষ্টি পায়, আকারে বড় হয়ে এবং ফলনও বাড়ে।

ফাল্গুন মাসের ১ম পক্ষ (১৬ই ফেব্রুয়ারী থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারী)

- এ সময় বীজ আলু সংগ্রহ ও সংরক্ষণের উপযুক্ত সময়। আলু গাছের পাতা হলুদ রং ধারণ না করা পর্যন্ত বীজের জন্য আলু উত্তোলন করা উচিত নয়। শুষ্ক আবহাওয়া ও পরিবেশে আলু সংগ্রহ করা প্রয়োজন। সবচেয়ে ছোট ও বেশি বড় আলু বীজ হিসাবে রাখা ঠিক নয়। সাধারণতঃ ২৮-৫৫ মিলিমিটার আকৃতির আলু বীজ হিসাবে ভাল। এ ভাবে বাছাই করা আলু কমপক্ষে ৭ দিন ছায়াযুক্ত খোলা জায়গায় শুকিয়ে যথা সময়ে হিমাগারে সংরক্ষণ করা উত্তম।

- এ সময় উফশী বোরো ধানে ২য় দফায় উপরি সার প্রয়োগ করতে হবে। ক্ষেত থেকে পানি বেড় করে ইউরিয়া ছিঁটানো ভাল এবং ছিঁটানোর পর হাত দিয়ে তা মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে।

- কুল গাছের অঙ্গ ছাটাই ও উন্নত করণের কাজ এ সময় শুরু করতে হয়। জংলী কুল গাছে উন্নত কুল পেতে হলে এ সময় ১৫ থেকে ৩ মিটার কান্ড রেখে উপরের সমস্ত অংশ কেটে ফেলতে হয়। প্রায় ৩-৪ সপ্তাহ পর নতুন ডাল গজালে তা যখন ৩০-৫০ সেঃমিঃ লম্বা হয় তখন চোখ কলমের মাধ্যমে গাছটিকে উন্নত কুল গাছে পরিবর্তন করা যায়।

- আদা, পেঁয়াজ রসুন এখন বাত্তি হওয়ার সময়। অনেক দিন ধরে এ সব ফসল যাতে ঘরে মজুদ রাখা যায়, তাই অক্ষত অবস্থায় এদেরকে তুলতে হবে।

- ডাল ও তেল জাতীয় ফসল এ সময় পাকা শুরু করে। বেশি দেরী না করে এ সব ফসলকে তুলে ফেলতে হয়। সকাল বেলায় ফসল তুলতে হবে ও রোদে শুকিয়ে তা মাড়াই করতে হবে। বাধা কপি পাতলা করে কুচি কুচি করে কেটে শুকিয়ে ভবিষ্যতের জন্য সংরক্ষণ করা যায়।

ফাল্গুন মাসের ২য় পক্ষ (১লা মার্চ থেকে ১৫ই মার্চ)

- উফশী বোরো ক্ষেতে এখন পানি নিয়ন্ত্রণের সময়। এ সময় ক্ষেতে ২-৩ ইঞ্চি (৫-৭ সেঃমিঃ) পানি রাখলেই চলে। ধানের চাল যখন শক্ত হতে শুরু করে, ক্ষেত থেকে তখন পানি বের করে দিতে হয়।

- এ সময় দেশী পাটের জাত নির্বাচন, বীজ বপন ও সার প্রয়োগ করতে হয়।

- এ সময় গম পাকা শুরু করে। তাই উপযুক্ত পদ্ধতিতে গম বীজ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করতে হয়।

- এ সময় আগাম গ্রীষ্মকালীন শাকসবজির চাষ করা যায়।

- এ সময় কলার চারা রোপণের জন্য গর্ত তৈরী করে নির্ধারিত মাত্রায় সার প্রয়োগ করতে হয় ও ১০-১৫ দিন পর চারা রোপণ করতে হয়।

- বৃষ্টির অভাবে এ সময় মাটির রস শুকিয়ে যায়। তাই, যে সব বনজ ও ফলজ গাছের চারা লাগানো হয়েছে, সেসব গাছের গোড়ার মাটি খুঁচিয়ে আলগা করে দিতে হয় এবং প্রয়োজন মত পানি সেচের ব্যবস্থা করতে হয়।

চৈত্র মাসের ১ম পক্ষ (১৬ই মার্চ থেকে ৩১ শে মার্চ)

- এ সময় দেশী বোনা আউশ ধানে প্রাথমিক সার প্রয়োগ ও বীজ বপন করতে হয়।

- উফশী বোরো ধানে শেষ কিস্তি হিসাবে ইউরিয়া সার উপরি প্রয়োগ করতে হবে। তাছাড়া, এ সময় বোরো ক্ষেতে গান্ধি পোকার অতিরিক্ত আক্রমণ হলে নির্ধারিত মাত্রার কীট নাশক ছিটিয়ে এ পোকা দমনের ব্যবস্থা করতে হবে।

- এ সময় দেশী পাট বুনার উপযুক্ত সময়।

- এ সময় কলার চারা রোপণ করতে হয়। খরা দেখা দিলে এ সময় আমগাছে সেচ দিতে হয় যাতে রসের অভাবে আমের গুটি ঝরে না যায়।

চৈত্র মাসের ২য় পক্ষ (১লা এপ্রিল থেকে ১৫ই এপ্রিল)

-এ সময় উফশী আউশের জমিতে সার প্রয়োগ ও চারা রোপণ করতে হয়। দেশী পাটের জমিতে নিড়ানী, বাছাই ও উপরি সার প্রয়োগের এখন উপযুক্ত সময়।

- জংলী বড়ই বা কুল গাছে এখন উন্নত জাতের কুড়ি সংযোজন করতে হবে।

- এ পক্ষেও গ্রীষ্মকালীন শাকস্বজির বীজ চারা লাগানো যায়।

- এ মাসে বাঁশ ঝাড়ের গোড়ায় মাটি, আবর্জনা পচা সার ও অন্যান্য জৈব সার প্রয়োগ করতে হয়।

বৈশাখ মাসের ১ম পক্ষ (১৬ই এপ্রিল থেকে ৩০ শে এপ্রিল)

- এ সময়ে তোষা পাট বপনের উপযুক্ত সময়।

- এ সময় কিছু গ্রীষ্মকালীন শাক-সব্জি যেমন- বেগুন, মিষ্টি-কুমড়া, চালকুমড়া, চিচিংগা, ঝিংগা, বরবটি, শসা ও করলা ইত্যাদির চারা রোপণ করতে হয়। তাছাড়া পুঁইশাক, গিমা, কলমী, কচু, মুখী কচু ইত্যাদি লাগানো হয়।

- এ সময়ে আদা, হলুদ, গোল মরিচ ইত্যাদির বীজ বপন করা যায়।

বৈশাখ মাসের ২য় পক্ষ (১লা মে থেকে ১৫ই মে)

- বোরো ধানের বীজ সংরক্ষণের জন্য জমির যে অংশের ফসল অপেক্ষাকৃত ভাল হয়েছে সেখান থেকে নিরোগ ও পুষ্ট বীজ সংগ্রহ করতে হবে।

- গ্রীষ্মকালীন শাক-সব্জির যেসব চারা গত পক্ষে লাগানো হয়েছিল সে গুলো গজালে চারা যাতে বাইতে পারে সে জন্য বাউনি/ মাচা তৈরি করতে হবে।

-উচ্চ ফলনশীল আউশ ধানে ইউরিয়া উপর প্রয়োগ করতে হবে।

-উচ্চ ফলনশীল আউশ ধান বোনা সম্ভব না হলে তিল, কাউন, যোয়ার ও ভুট্টার চাষ করা যায়।

-এ মাসে অহড়হ চাষের ব্যবস্থা নেয়া যায়। একই সাথে ডাল ও জ্বালানী উৎপাদনের জন্য অড়হরের জুড়ি নেই। পুকুর পাড় জমির আইল বা যে কোন খালি জায়গায় অড়হর লাগানো যায়।

-বৈশাখ মাসের এক পশলা বৃষ্টিপাতের পর বাঁশ বোনার উপযুক্ত সময়। তাছাড়া, এ মাসে বাঁশের ঝাড়ে মাটি বা ধানের চিটা, আবর্জনা ইত্যাদি ব্যবহার করলে বাশ ঝাড়ের উপকারে আসে।

জ্যৈষ্ঠ মাসের ১ম পক্ষ (১৬ই মে থেকে ৩১ শে মে)

-এ সময় আউশ ও বোনা আমন ধানের পামরী পোকা ও পাটের বিছা পোকার আক্রমণ হতে পারে। আক্রমণ ব্যাপক হলে সঠিক কীট নাশক পরিমাণ মত ব্যবহার করতে হবে।

- গ্রীষ্মকালীন শাক-সব্জির ক্ষেতে আগাছা থাকলে তা পরিষ্কার করতে হবে। মাটিতে রস না থাকলে সেচ দিতে হবে।

- যে সব জমিতে পূর্বে আদা, হলুদ ও মরিচ লাগানো হয়েছে, যেসব জমিতে যাতে পানি দাঁড়াতে না পারে সে জন্য উপযুক্ত নালার ব্যবস্থা রাখতে হবে।

জ্যৈষ্ঠ মাসের ২য় পক্ষ (১লা জুন থেকে ১৫ ই জুন)

-এ সময় হতে রোপা আমন ধানের বীজতলা তৈরির কাজ শুরু করা যায়।

-তোষা পাট নিড়ানী দেয়া, পাতলা করা ও উপরি সার প্রয়োগ করতে হবে। সার ছিটানোর পর মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়া ভাল।

-গ্রীষ্মকালীন শাক-সব্জির গোড়ায় কিছু মাটি দিতে হবে যাতে বর্ষায় গাছের গোড়ায় পানি না জমে। এ ছাড়া নালাও পরিষ্কার রাখা দরকার।

-যে সব জায়গায় ফল ও কাঠের জন্য গাছ লাগানো হবে তা নিশ্চিত করে জমি তৈরি করতে হবে। আর যদি চাষী ভাই নিজেই চারা তৈরী করতে চান, তবে পলিথিন ব্যাগে মাটি ও গোবর সার মিশিয়ে বীজ বপন করতে হবে। এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পরামর্শের জন্য স্থানীয় কৃষি সম্প্রসারণ বা বন সম্প্রসারণ কেন্দ্রের নার্সাসীতে যোগাযোগ করা যায়।

আষাঢ় মাসের ১ম পক্ষ (১৬ই জুন থেকে ৩০ শে জুন)

- এ সময় পাটের বিছা পোকা ও আউশ ধানে গান্ধী পোকার আক্রমণ হতে পারে। প্রয়োজনে কৃষি কর্মীর সাথে যোগাযোগ করে কীট নাশক ব্যবহারের ব্যবস্থা নিতে হবে।

- উফশী রোপা আমনের বীজ তলার পরিচর্যা করতে হবে।

- পাটের ডগা বা কান্ড থেকে বীজ উৎপাদনের জন্য ৩-৪টি কুড়ি/পাতাসহ কেটে কাদা করা জমিতে লাগানো যায়।

- বন্যা উপদ্রুত এলাকায় আগাম আউশ ধান পেকে গেলে তাড়াতাড়ি তা কেটে ফেলতে হবে। ভিজে আউশ ধান কখনও গাদা করে রাখা ঠিক নয়।

- ইতোঃপূর্বে আখে ইউরিয়া সার উপর প্রয়োগ করা না হয়ে থাকলে হেক্টর প্রতি ১২৩ কেজি ইউরিয়া প্রয়োগ করা ভাল।

-এ সময় সব্জি ভালভাবে বাত্তি হওয়ার পর তা থেকে বীজ রাখা যেতে পারে।

আষাঢ় মাসের ২য় পক্ষ (১লা জুলাই থেকে ১৫ ই জুলাই)

-নিচু জমির দেশী পাট (ক্ষেতের অর্ধেক গাছে ফুল আসলে) কেটে সঠিকভাবে জাগ দিতে হবে। খেয়াল রাখা দরকার যাতে জাগের উপর কোন অবস্থাতেই কলাগাছ বা মাটি ব্যবহার করা না হয়। এতে আশের রং ও গুণাগুণ নষ্ট হয়।

-আউশ ধান কর্তন, মাড়াই ও মাড়াইকৃত ধান ৪-৫ দিন রৌদ্রে শুকিয়ে গুদামজাত করতে হবে।

-এ সময়ে সীমের বীজ বপনের উপযুক্ত সময়।

-এ সময় রোপা আমন ধানের জমি তৈরি করতে হবে এবং বৃষ্টির পানি ধরে রাখার জন্য উঁচু করে আইল বেঁধে দিতে হবে।

-এ সময় পেঁপে, কলা, আনারস ও অন্যান্য ফল ও তরিতরকারী গাছের গোড়ায় যাতে বৃষ্টির পানি না দাঁড়ায়, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

-বৃক্ষ রোপণের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি হওয়ার এ মাসে ব্যাপকভাবে বৃক্ষ রোপণ অভিযান শুরু করা হয়। তবে চারা লাগানোর পর তা যেন নষ্ট না হয়, সে জন্য ভাল করে বেড়া দিয়ে চারা গাছকে সংরক্ষণ করা উচিত।

শ্রাবণ মাসের পক্ষ (১৬ই জুলাই থেকে ৩১ শে জুলাই)

- ফলনশীল রোপা আমনের ক্ষেতে সুষম সার প্রয়োগ ও ছিপছিপে পানিতে এক মাস বয়সের চারা রোপণ করতে হবে।

- পাটের ছাল ছাড়িয়ে চাড়িতে অথবা পানির মধ্যে ডুবিয়ে পচাতে হবে।

- এখনও পাটের ডগা বা কান্ড বীজ উৎপন্ন করার সময় আছে।

- এখনও সীমের বীজ লাগানো যায় এবং আগাম শাক-সব্জীর বীজতলা তৈরির কাজ শুরু করা যায়।

- যে সব এলাকায় তুলা জন্মে, সেখানে এ সময় তুলার জন্য জমি তৈরি করতে হবে।

শ্রাবণ মাসের ২য় পক্ষ (১লা আগষ্ট হতে ১৫ ই আগষ্ট)

- উফশী রোপা আমনে এ সময় ১ম ও ২য় দফায় ইউরিয়া উপর প্রয়োগ করতে হবে, যাতে পানি সরে গেলেই এ সকল চারা রোপণ করা যায়।

- এ সময় থেকে ভাদ্রের শেষ পর্যন্ত তুলার বীজ বপণ করা যায়।

- গ্রীষ্মকালীন সব্জি যেমন- ঢেড়স, করলা, চিচিংগা, শশা, চালকুমড়া, ইত্যাদির বীজ সংগ্রহ করার কাজ এ সময় সম্পন্ন করতে হবে।

-এ সময় আগাম শীতকালীন সব্জি বপন করা যায়।

-যেসব জায়গায় আগেই সীমের বীজ লাগানো হয়েছে সেখানে চারা একটু বড় হয়ে উঠলে ২-৩টি চারা রেখে বাকি গুলো উঠিয়ে ফেলতে হবে এবং মাচায় উঠার জন্য বাউনি দিয়ে দিতে হবে।

-চারা সংগ্রহে বিলম্ব বা অন্য কোন কারণে গাছের চারা (ফল, কাঠ ও লাকড়ি) লাগিয়ে না থাকলে এ মাসেও চারা লাগানো যায়।

-যেসব গাছ থেকে কাঠ ও লাকড়ি পাওয়া যায় সে সব গাছের জন্য এমন জাত নির্বাচন করা দরকার, যা দ্রুত বাড়ে।

উন্নত ফল গাছে চারা বা কলম সংগ্রহ করে লাগানো দরকার।

ভাদ্র মাসের ১ম পক্ষ (১৬ ই আগষ্ট থেকে ৩১শে আগষ্ট)

-রোপা আমন ধানে এ সময় পামরী পোকা দেখা দিতে পারে। জমিতে শতকরা ৩৫ ভাগ পাতা আক্রান্ত হলে কীটনাশক ব্যবহার করা দরকার। থলি বা হাতজাল, কেরোসিন ও সাবান মিশানো পানি বা তামাকের কাথ ব্যবহার করেও এ পোকা দমন করা যায়।

- এ সময় তোষা পাট কাটার উপযুক্ত সময়। তাছাড়া এ সময় থেকে লাউয়ের মাচা তৈরী, সার প্রয়োগ ও বীজ বপন করা যায়।

- আগাম শীতকালীন সব্জির চারা করার জন্য বীজ তলায় বীজ ফেলা যায়। একের অধিক বীজতলা পাশাপাশি করলে ১ ফুট দুরত্বে পরবর্তী বীজতলা তৈরী করতে হবে।

ভাদ্র মাসের ২য় পক্ষ (১লা সেপ্টেম্বর থেকে ১৫ই সেপ্টেম্বর)

- তামাকের বীজ তলার জন্য উঁচু ছায়াযুক্ত ও সেচের সুবিধাযুক্ত বেলে দো-আঁশ জমি নির্বাচন করতে হবে।

-এ সময় নাবী দেশী রোপা আমন ধানের চারা রোপণ করা যায়।

-এ সময় রোপা আমনে মাজরা, পামরী ও বাদামী গাছ ফড়িং এর উপদ্রব হলে দমন করতে হবে।

-আগাম শীতকালীন শাক-সব্জির চারা এ পক্ষে রোপণ করা যায়।

-তোষা পাট কাটার কাজ এ সময়ও চলতে থাকে। পাতা ঝড়িয়ে নিয়ে ছোট বড় পাট গাছের আটি আলাদাভাবে বেঁধে মৃদু স্রোতযুক্ত পরিষ্কার পানিতে বারবার ধুয়ে তা ভালভাবে শুকাতে হয়।

-এ সময় আখ ক্ষেতের শুকনো পাতাগুলোকে সরিয়ে ফেলে ক্ষেতে আলো বাতাস চলাচলের সুবিধা করে দেয়া প্রয়োজন। হেলে পড়া আখ গাছগুলো সোজা করে বেঁধে দিতে হবে। তাছাড়া আখের লাল পচা রোগ দেখা দিলে আক্রান্ত গাছ নষ্ট করে সরিয়ে বা পুড়িয়ে ফেলতে হবে। আক্রান্ত ক্ষেতের মধ্যে দিয়ে পানি সেচ বা নিষ্কাশন করা উচিত নয়।

আশ্বিন মাসের ১ম পক্ষ (১৬ ই সেপ্টেম্বর থেকে ৩০ শে সেপ্টেম্বর)

- রোপা আমন ধানে থোর সৃষ্টি হওয়ার পূর্বে শেষবারের মত ইউরিয়া সার এ সময় জমিতে উপর প্রয়োগ করতে হয়।

-এ সময় রোপা আমনে সেচ খুব জরুরী। সম্ভব হলে ধানের ভিতর চাল শক্ত না হওয়া পর্যন্ত জমি ভিজা রাখা দরকার।

-রোপা আমন ধানে এ সময় বিভিন্ন পোকা-মাকড়ের আক্রমণ হ'তে পারে। ধানের পাতা শোষক পোকার আক্রমণে টুংরো ভাইরাস রোগেরও প্রাদুর্ভাব হ'তে পারে। সময়মত উপযুক্ত কীট ও বালাইনাশক ব্যবহার করে কীট ও রোগ থেকে ফসল রক্ষা করতে হবে।

- মাশকলাই, মুগ ও বরবটির বীজ এ সময় বপন করতে হয়।

- অন্যান্য ফল এবং কাঠ জাতীয় গাছের গোড়া কুপিয়ে দিয়ে বর্ষা শেষে প্রয়োজনীয় সার প্রয়োগ করা ভাল। তবে এবারে লাগানো ফলগাছের গোড়ায় রোপণের সময় সার দেয়া হলে এখন আর সার দেয়ার প্রয়োজন নেই।

আশ্বিন মাসের ২য় পক্ষ (১রা অক্টোবর থেকে ১৫ই অক্টোবর)

- রোপা আমন ধানে এ সময় ইঁদুরের আক্রমণ হতে পারে । ইঁদুরের উপস্থিতির উপর নজর রাখা দরকার এবং বিষ টোপ ক্রয় করে বা তৈরী করে ইঁদুর দমনের ব্যবস্থা নিতে হবে।

- গোল আলুর জন্য জমি তৈরী, সার প্রয়োগ ও বীজ বপন করতে হবে। সাধারণতঃ ২.৫ হতে ৩.৫ সেঃ মিঃ ব্যাসযুক্ত আলু অথবা ২-৩ টি চোখ যুক্ত আলু সারিতে বপন করে মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হয়।

-এ পক্ষে গমের জাত নির্বাচন ও জমি তৈরির কাজ শুরু করা যায়।

-এ সময় সরিষার বীজ সংগ্রহ ও জমি নির্বাচন করতে হবে।

-এ পক্ষেও শীতকালীন শাক-সব্জির চারা রোপণ করা যেতে পারে। আরো আগে লাগানো হয়ে থাকলে সে সব ক্ষেতে পানি সেচ ও আগাছা দমন করতে হবে।

-বৃক্ষ রোপণ অভিযান উপলক্ষ্যে লাগানো চারা গাছের যত্ন নিতে হবে। বিশেষ করে বেড়া বা খুটি দিয়ে সেগুলো সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। আর যদি কোন চারা কোন ক্রমে মারা যায়, তবে নতুন চারা লাগিয়ে তা পূরণ করতে হবে।

কার্তিক মাসের ১ম পক্ষ (১৬ই অক্টোবর থেকে ৩০ শে অক্টোবর)

- সরিষার জমি তৈরী ও বীজ বপনের এখন উৎকৃষ্ট সময়। উন্নত জাত যেমন- সোনালী সরিষা, সম্পদ টরি ৭ ইত্যাদির বীজ মাটির জো বুঝে বপন করতে হবে। বীজ বপনের পর হালকাভাবে চাষ ও মই দিয়ে তা ঢেকে দিতে হবে। সম্ভব হলে জমির চার ধার দিয়ে নালা তৈরী করে দিতে হবে যাতে বৃষ্টি হলে জমে থাকা পানি তাড়াতাড়ি বের হয়ে যেতে পারে।

- আখেরী জাত নির্বাচন, জমি তৈরী, সার প্রয়োগ রোপনের এখন উপযুক্ত সময়। উচ্চ ফলন পেতে হলে উন্নত জাতের আখ যেমন- ইশ্বরদী ২/৫০,- ঈশ্বরদী ১/৫৩ ইশ্বরদী ১৬, জাভা-সি ইত্যাদি জাতের আখ লাগাতে হবে। আখের দু-সারির মাঝখানে সাথী সফল হিসেবে পেঁয়াজ, রসুন, আলু, ছোলা, সরিষা, গম, বাদাম, ডাল ইত্যাদির আবাদ করা যায়।

- এ সময় তামাকের জমি তৈরি, সার প্রয়োগ ও চারা রোপন করা যায়। তামাকের জমি ঝুর ঝুরা করে তৈরি করতে হয় এবং বীজ তলায় পানি দিয়ে ভিজিয়ে চারা তুলে। সারিতে লাগাতে হয়।

- এ সময় দেশী বোরো ধানের বীজতলায় বীজ ফেলা যেতে পারে।

কার্ত্তিক মাসের ২য় পক্ষ (১লা নভেম্বর থেকে ১৫ই নভেম্বর)

- গমের জমি তৈরি, সার প্রয়োগ ও বীজ বপনের এখন উপযুক্ত সময়। মাটির ১৫ ইঞ্চি থেকে ২ ইঞ্চি(৩ থেকে ৫ সেঃ মিঃ) গভীরে বীজ বপন করা ভাল।

-এ সময় ছোলার জমি তৈরি, সার প্রয়োগ ও বপন করার উৎকৃষ্ট সময়। উন্নত জাতের ছোলা যথা- তাইপ্রোছোলা, ফরিদপুর ১ ইত্যাদির বীজ হেক্টর প্রতি ৫০-৭০ কেজি হারে বপন করতে হয়। বড় আকারের ছোলা হলে হেক্টর প্রতি আরো ১৫-২০ কেজি বেশি বীজ বপন করতে হবে।

- এ সময় পেঁয়াজের বীজতলা তৈরি ও বীজ বপনের উপযুক্ত সময়। বীজ বপনের পর বীজ তলার মাটি ভালভাবে চেপে দিতে হয় এবং প্রয়োজন মত ঝাঝরি দিয়ে বীজ তলায় পানি সে করতে হয়।

- এ পক্ষে আগাম রোপা আমন ধান পেকে উঠলে আর দেরী না করে কেটে ফেলতে হয়।

- এ সময় মিষ্টি আলুর লতা লাগানো যায়। ভিটামিন এ সমৃদ্ধ জাতের মিষ্টি আলু যথা- সিনঝি, কমলা সুন্দরী, টিনিরিনিং ইত্যাদির লতা লাগানো ভাল।

- অধ্যাপক মোঃ আমীর হোসেন

বিখ্যাত আরবী অভিধান, কুরআনের তফসীর ও হাদীস সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য

বিখ্যাত কয়েকখানা আরবী অভিধান

ক্রমিক নং	নাম	প্রণেতার নাম	সন	বিষয়
১.	গরীবুল কুরআন	আবান বিন তুগলাব আল বকরী	১৪১ হিজরী	কুরআন
২.	কিতাবুল 'আয়ন	খলীল বিন আহমদ আল্ ফরাহিদী	১৭৫ হিজরী	সাধারণ অভিধান
৩.	লোগাতুল হাদীস	আবূ উবায়দাহ্ সামারাবনে আল্ মাসনা	২১০ হিজরী	হাদীস
৪.	গরীবুল কুরআন	আবূ আব্দুর রহমান আব্দুল্লাহ্ বিন ইয়াহ্ইয়া	২৬০ হিজরী	কুরআন
৫.	গরীবুল কুরআন ওয়া মুশাক্কালুল কুরআন	ইবনে কুতিবাহ্ দীনুরী	২৬৭ হিজরী	কুরআন
৬.	জামহারাতুল্লুগাত	ইবনে দরীদ	২৯৭ হিজরী	সাধারণ অভিধান
৭.	গরীবুল কুরআন (মুখতসার)	আল্লামা মুহাম্মদ বিন আযীযুল সাজিস্তানী	৩৩০ হিজরী	কুরআন
৮.	তাহযীবুললুগাত	আবূ মনসূর আল্ আযহারী	৩৭০ হিজরী	সাধারণ অভিধান
৯.	আল্ মুজমাল	আহমদ বিন ফারেস	৩৯৫ হিজরী	অভিধান
১০.	মু'জামুল মুকাবিসুল্ লুগাত	আহমদ বিন ফারেস	৩৯৫ হিজরী	অভিধান
১১.	আস্ সিহাহ্	আল্লামা জাওহারী	৩৯৮ হিজরী	অভিধান
১২.	আল্ মুহকামু ওয়াল মুহীতুল 'আযম	ইবনে সায়্যিদাহ্ আন্দালুসী	৪৫৮ হিজরী	অভিধান
১৩.	আল্ গরীব ফী মুফরিদাতুল কুরআন	ইমাম রাগিব আল্ ইসফাহানী	৫০৩ হিজরী	কুরআন
১৪.	আন্নিহায়াতু লিইব্নি আসীর	আল্ মুবারাক আবূ সাআ'দাত ইবনি আসীর	৬০২ হিজরী	হাদীস
১৫.	লুগাতে হাদীস	ইবনুল হাজিব	৬৪৬ হিজরী	হাদীস
১৬.	আল্ 'আবাব	রাযী আল্ দীন আল সগানী	৬৫০ হিজরী	সাধারণ অভিধান
১৭.	আস্সিরাহ্	আবুল ফযল মুহাম্মদ বিন উমর	৬৮১ হিজরী	সাধারণ
১৮.	লিসানুল 'আরব	ইবনে মনযূর	৭১১ হিজরী	সাধারণ
১৯.	আল্ কামূসুল মুহীত	ফিরোজাবাদী	৮১৭ হিজরী	সাধারণ
২০.	তাজুল উরূস মিন জাওয়াহিরিল কামূস	মুহিব্বুদীন আলজ	১৭৯০ হিজরী	সাধারণ
২১.	আক্রাবুল মাওয়ারিদ	আল্ খুরী আল্ শারতূতী	১৯১২ হিজরী	সাধারণ
২২.	আল্ মুনজিদ	লুইস মা'লুফ	১৯৪৬ হিজরী	সাধারণ

কয়েকজন বিখ্যাত তফসীরকারের তসফীরের নাম

ক্র. নং	তফসীরকারের নাম	গ্রন্থ	জন্ম	মৃত্যু	স্থান	মযহাব
১.	হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ)	তানভিরুল মিকইয়াস মিন তফসীর ইবনে আব্বাস (রাঃ)	-	৬৮হিঃ	মদীনা	-
২.	মুল্লা মুহসীন কাশী- মুহাম্মদ বিন শাহ্ মুরতাযা	আস্ সাফী ফী তফসীরুল কুরআনিল কারীম	-	১০০হিঃ	ইরান (কুম)	শিয়া
৩.	তাসতরী - আবূ মুহাম্মদ সাহ্ল বিন আবদুল্লাহ্	তফসীরুল কুরআনিল 'আযীম	-	২০০হিঃ	ইরান (তসতর)	-
৪.	আল্ ফিরা - আবূ যাকারিয়া ইয়াহ্ইয়া বিন যিয়াদ দেয়ল	মা'নীউল কুরআন		১৪৪হিঃ	২০৭হিঃ	কূফা -
৫.	ইবনে জরীর তাবরী-	(তফসীর তাবরী)	২২৪	৩১০হিঃ	তাবরীস্তান	গায়েব
	মুহাম্মদ বিন জরীর	জামিউল বায়ান ফী তফসীরিল কুরআন			(বাগদাদ)	মকাল্লিদ
৬.	কাযী আব্দুল জব্বার আহমদ হামাদানী	তানযিয়াতুল কুরআনে আনিল মাতায়েনে	-	৪১৫হিঃ	হামাদান	শাফেয়ী মুতাজিলী
৭.	শেখুল মুরতাযা- আবুল কাসিম আলী বিন তাহির	আমানিউশ শারীফিল মুর্তাযা- গোরারুল ফাওয়ায়েদে ওয়া দুররুল কালায়েদে	৩৫৫	৪৩৬	ইরান	শিয়া মুতাজিলী
৮.	রাগিব ইসফাহানী-হুসায়েন বিন মুহাম্মদ	আল মুফরাদাত ফি গরীবিল কুরআনে	-	৫০২হিঃ	বাগদাদ	সুন্নী
৯.	বাগভী-আবূ মুহাম্মদ হুসায়েন বিন মাসউদ আল্ ফারা'	তফসীরে বাগভী-মুআলিমুত তানযীলে	৪৩৪	৫১৬হিঃ	খোরাসান	শাফী'
১০.	জমখশরী-জারুল্লাহ্ আবুল কাসিম মুহাম্মদ বিন উমর	আল্ কাশ্শাফ আন্ হাকায়েকে গওয়ামিযুল তানযীলে ওয়া আইউনেল আকাবীলে ফী উযূহিত্তাবিলে	৪৬৭	৫৩৮হিঃ	জমখশর	হানফী মুতাজিলী
১১.	তিবরি-আবূ আলী ফযল বিল হাসান	মাজমাউল বায়ান লি উলূমিল কুরআনে	-	৫৩৮হিঃ	তিবরিস্তান	শীয়া
১২.	ইবনে আত্বীয়া - আবূ মুহাম্মদ আব্দুল হাক্ব বিন আবী বকর	(তফসীর ইবনি আত্বীয়া) আল্ মুহাররারুল ওয়াবিয়ে ফী তফসীরিল কিতাবিল আযীযে	৪৮১	৫৪৬হিঃ	গরনাতাহ্	-
১৩.	ইনবুল আম্বারী আব্দুল রহমান বিন মুহাম্মদ	আল্ বায়ানু ফী গরীবে এরাবিল কুরআনে	৪৮১	৫৭৭হিঃ	তিবরিস্তান বাগদাদ	- -
১৪.	ইমাম রাযী ফখরুদ্দীন মুহাম্মদ বিন উমর তাঈমী রাযী	(তফসীরে কাবীর রাযী) মুফাত্তিহুল গায়েবে	৫৪৪	৬০৬হিঃ	(ইরান) রিরাত	সুন্নী
১৫.	আবূ মুহাম্মদ শিরাজী রোযবাহানিবনে আবী নাসর আল্ বাকলী আল কাসভী	বায়ানে ফী হাকায়ে কেল কুরআনে	-	৬০৬হিঃ	-	-
১৬.	আবুল বুকা আল্ আক্রী-আব্দুল্লাহ্ বিন হুসায়েন	ইমলাও মা মিনবিহির আর রহমানু মিন উজুহিল ইরাবি ওয়াল ক্বিরাআতু ফীজামি'ইল কুরআনে	৫৩৮	৬১৬হিঃ	বাগদাদ	-
১৭.	ইবনে আরাবী মুহীউদ্দিন মুহাম্মদ বিন আলী আশ্ শেখুল আকবর	তফসীর শেখুল আকবর	-	৬২৮হিঃ	মুরসিয়া (আন্দালুস) দামেস্ক	সূফী
১৮.	আল্লামা বায়যাভী আবুল খায়ের আব্দুল্লাহ্ বিন আমর বিন মুহাম্মদ	(তফসীর বায়যাভী) আনওয়ারুত তানযীলে ওয়া আসরারুত্তাভিল	-	৬৮৫হিঃ	বায়যা (সিরাজ) তাবরীয	শাফী'
১৯.	আল্লামা নাসাফী আবুল বারাকাত আব্দুল্লাহিবনি আহমদ বিন মাহমুদ	মাদারীকুত্তানযীলে ওয়া হাকায়েকুত্তাভীলে	-	৭১০হিঃ	নসফ (সমরকন্দ) ইযবেক	হানাফী
২০.	ইবনে তাইমিয়্যা তকীউদ্দীন আবুল আব্বাস আহমদ বিন শিহাবুদ্দীন	(তফসীর ইবনে তাইমিয়্যা) আত্তাফসীরুল কাবীর	৬৬১	৭২৮হিঃ	দামেস্ক	হাম্বলী
২১.	আন্নিযামুল আগরাহ্ হাসান বিন মুহাম্মদ নীশাপুরী	গরায়েবুল কুরআন ওয়া রাগায়েবুল ফুরকান	-	৭২৮হিঃ	কুম (ইরান)	হাম্বলী
২২.	খাযেন - আবুল হুসায়েন আলী বিন মুহাম্মদ বিন ইব্রাহীম বাগদাদী	লোবাবুত্তাভীলে ফী মা'আনীত্তানাযীলে	৬৭৮	৭৪১হিঃ	বাগদাদ হালব	শাফী'
২৩.	আবূ হাইয়্যান আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ বিন ইউসুফ বিন আলী	আল বাহরুল মুহীত	৬৫৪	৭৪৫হিঃ	গরনাতাহ্ কায়রো	শাফী'
২৪.	আল্লামা ইবনে কাসীর	(তফসীর ইবনে কাসীর)	৭১০	৭৭৪হিঃ	দামেস্ক	শাফী'

ক্র.নং	তফসীরকারের নাম	গ্রন্থ	জন্ম	মৃত্যু	স্থান	মযহাব
২৫.	আয্ যরকশী-ইমাম বদরুদ্দীন মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ্	আল্ বুরহান ফী উলুমিল কুরআন	৭৪৫	৭৯৪হিঃ	(কায়রো) মিশর	-
২৬.	জালাল উদ্দিন মুহাম্মদ ইবনে আহমদ আল মুহাল্লী শাফী' জালালউদ্দীন সাই'উতী	তফসীরে জালালায়ন তফসীর আল্ মুহাল্লী আস্ সূরাতুল বাকারাহ্ থেকে সূরাতু বনী ইসরাঈল তফসীর আস্ সাইউতি সূরাতুল ফাতিহা, কাহাফ থেকে আন্নাস	৭৯১	৮৬৪হিঃ	মিশর	শাফী'
২৭.	সাইয়্যেদ মুঈনুদ্দীন মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ্ আল হাসানী আল্ হুসায়নী	জামিউল বায়ান ফী তফসীরিল কুরআন	৮৩২	৮৯৪হিঃ	ইজ (ইরান)	শাফী'
২৮.	জালাল উদ্দীন আস সাইউতি আবুল ফযল আব্দুর রহমান বিন আবি বকর	১. আল্ ইতকান ফী উলুমিল কুরআন ২. আব্দুরুল মনসূর ফিত্তাফসীরিল মাসূর	৮৪৯	৯১১হিঃ	কায়রো (মিশর)	-
২৯.	আল্ খতীব শামসুদ্দীন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ আশর বীনি	আস্ সিরাজুল মুনীর	-	৯৭৭হিঃ	মিশর	শাফী'
৩০.	আবুল মা'সুদ-মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুস্তাফা আল্ 'ইমাদী	ইশরাদুল আক্লিস সালীমে ইলা মাযায়াল কিতাবিল কারীম	৮৯৮	৯৮২হিঃ	কন্সটান্টাইন	হানাফী
৩১.	আল্ বরুসূভী শেখ ইসমাঈল হানাফী মাওলা আররুম	রুহুল বায়ান	১০৬৩	১১৩৭হিঃ	ইদুস (তুর্কী) বরুসাহ্	সূফী
৩২.	কাযী মুহাম্মদ সানাউল্লাহ্ মযহারী পানিপথী	তফসীরে মযহারী	-	১২২৫হিঃ	-	হানাফী
৩৩.	হযরত শাহ আব্দুল আযীয দেহেলভী	তফসীর ফতহুল আযীয (ফারসী ভাষায়)	-	১২৩৯হিঃ	দিল্লী	সুন্নী
৩৪.	আশ্ শওকানী-মুহাম্মদ বিন আলী বিন মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ্	ফতহুল ক্বদীর	১১৭৩	১২৫০হিঃ	হিজরাহ্ শওকান (ইয়ামেন)	যায়দি (শিয়া)
৩৫.	আলুসী শাহাবুদ্দীন সাঈদ মাহমদু বিন আব্দুল্লাহ্ আফান্দী	রুহুল মা'আনী	১২১৭	১২৭০হিঃ	আলুস (বাগদাদ)	শাফী'
৩৬.	নওয়াব সিদ্দীক হাসান খাঁ কনৌজী	ফতহুল বায়ান ফী মাকসিদিল কুরআন	১২৪৮	১৩০৬হিঃ	বেরেলভী (ইউ.পি) ভূপাল	-
৩৭.	শেখ মুহাম্মদ আব্দাহ্	আলমানার তফসীরিল কুরআনীল হাকীম (পারা নম্বর ৩০ ও সূরা ফাতিহা থেকে সূরা ইউসুফ পর্যন্ত দরস তাঁর সুযোগ্য শীষ্য রশীদ রেযা ছাপিয়ে প্রকাশ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর রশীদ রেযা বাকী অংশের তফসীর পূর্ণ করেন)।	-	১৩২৩হিঃ	মিশর	গয়ের মুকাল্লিদ
৩৮.	তনতাভী-শেখ তনতাভী আল জওহারী	আল্ জওয়াহেরু ফী তফসীরিল কুরআন	-	১৩৫৯হিঃ	মিশর	-
৩৯.	সাইয়েদ্যুদ কুতুব	ফী যিলাকিল কুরআন	১৩২৪	১৩৮৬হিঃ	মিশর	-
৪০.	সাবুনী-মুহাম্মদ আলী আল্ উসতায	সাফাওয়াতুত্তাফাসীর লি কুল্লিয়াতে শরীয়াতে ওয়াদ্দিরাসাতে	-	-	সৌদী আরব	-
৪১.	মুল্লা ফতহুল্লাহ্ কাশানী	মিনহাজুস্ সদেকীন (ফারসী ভাষায়)	-	-	-	শিয়া
৪২.	তাবাতাবাই-সাইয়েদ মুহাম্মদ হুসায়েন	আল মীযানু ফী তফসীরিল কুরআন	-	-	-	-
৪৩.	আশ্শনকতী মুহাম্মাদুল আমীন বিন আল্ মুখতাতর আল্ জুকনী	আমওয়া উল বায়ানে ফী ইযাহিল কুরআনে বিল কুরআনে	-	-	-	-

কয়েকজন বিখ্যাত মুহাদ্দিস ও তাঁদের গ্রন্থ

ক্র. নং	নাম	জন্ম	মৃত্যু	এলাকা	বিখ্যাত গ্রন্থের নাম
১.	ইবনে শিহাব (রহঃ) জোহরী মুহাম্মদ বিন মুসলিম	৫০ হিঃ	১২৪ হিঃ	মদীনা	কিতাবুল মাগাযী
২.	ইমাম আবূ হানীফা (রাঃ) নু'মান বিন সাবিত	৮০ হিঃ	১৫০ হিঃ	কুফা	মুসনাদ ইমাম আযম
৩.	ইমাম মালেক (রহঃ) মালেক বিন আনাস	৯৩ হিঃ	১৭৯ হিঃ	মদীনা	মুয়াত্তা ইমাম মালেক
৪.	ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) ইবনে হাসান শায়বানী	১৩২ হিঃ	১৮৯ হিঃ	বাগদাদ	মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদ, কিতাবুল হাজ্জ আল্ জামেউল কাবীর
৫.	আবূ দাউদ তিয়ালসী সুলায়মান দাউদ বিন জারূদ	১১৩ হিঃ	২০৪ হিঃ	বসরা	মুসনাদ আবূ দাউদ তিয়ালসী
৬.	ইমাম শাফী (রহঃ) মুহাম্মদ বিন ইদরীস	১৫০ হিঃ	২০৪ হিঃ	মিশর	কিতাবুল উম্
৭.	ওয়াকেদী মুহাম্মদ বিন উমর	১৩০ হিঃ	২০৭ হিঃ	বাগদাদ	আত্তারিখ ওয়াল মারআস ওয়াল মাগাযী
৮.	আব্দুর রায্যাক্ (রহঃ) আবূ বকর	-	২১১ হিঃ	ইয়ামেন	আল মুসান্নাফ আব্দুর রায্যাক
৯.	ইবনে সা'দ (রহঃ) মুহাম্মদ আয্ যুহরী	১৬৮ হিঃ	২৩০ হিঃ	বাগদাদ	আত্তাবকাতুল কবীর
১০.	ইবনে আবী শায়বা-আবূবকর আব্দুল্লাহ্ বিন মুহাম্মদ	-	২৩৫ হিঃ	কুফা	আল মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা
১১.	ইমাম আহমদ (রহঃ) আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন হাম্বল	১৬৪ হিঃ	২৪১ হিঃ	বাগদাদ	মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল
১২.	ইমাম দারমী মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ্	১৮১ হিঃ	২৫৫ হিঃ	সমরকন্দ	মুসনাদ দারমী
১৩.	ইমাম বুখারী (রহঃ) মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল	১৯৪ হিঃ	২৫৬ হিঃ	বুখারা	সহীহ বুখারী আল্ আদাবুল মুফরিদ, তারিখে কবীর, তারিখে সগীর
১৪.	ইমাম মুসলিম (রহঃ) মুসলিম বিন হিজ্জাজ	২০৬ হিঃ	২৬১ হিঃ	নিশাপুর	সহীহ্ মুসলিম কিতাবুল আসমা'
১৫.	ইমাম ইবনে মাজাহ্ মুহাম্মদ বিন ইয়াযীদ	২০৯ হিঃ	২৭৩ হিঃ	ইরান (কাযবীন)	সুনানে ইবনে মাজাহ্
১৬.	ইমাম আবূ দাউদ সুলায়মান বিন আশআস	২০২ হিঃ	২৭৫ হিঃ	সাজিস্তান	সুনানে আবী দাউদ
১৭.	ইমাম তিরমিযী মুহাম্মদ বিন ঈসা	২০৯ হিঃ	২৭৫ হিঃ	তিরমিযী	জামে' তিরমিযী শামায়েলে তিরমিযী
১৮.	বাযার - আহমদ বিন আমর	-	২৯২ হিঃ	প্যালেস্টাইন	মুসনাদ বাযার
১৯.	ইমাম নিসাঈ আহমদ বিন মুহাম্মদ	২০৪ হিঃ	৩০৩ হিঃ	খোরাসান	সুনানে নিসাঈ
২০.	আবূ ইয়া'লা মুসলী আহমদ বিন আলী	২১০ হিঃ	৩০৭ হিঃ	মুসল	মুসনাদ আবূ ইয়া'লা
২১.	ইবনে খুযায়মাহ্ মুহাম্মদ বিন ইসহাক	২২৩ হিঃ	৩১১ হিঃ	খুরাসান	সহীহ্ ইবনে খুযায়েমাহ্
২২.	তুহাবী আহমদ বিন মুহাম্মদ	২৩৭ হিঃ	৩২১ হিঃ	মিশর	মা'আনীউল আসার
২৩.	ইবনে হাব্বান মুহাম্মদ আবূ হাতিম	২৭০ হিঃ	৩৫৪ হিঃ	খুরাসান	সহীহ্ ইবনে হাব্বান কিতাবুস্ যু'আফা

ক্র. নং	নাম	জন্ম	মৃত্যু	এলাকা	বিখ্যাত গ্রন্থের নাম
২৪.	তিবরানী-আবুল কাসিম	২৬০ হিঃ	৩৬০ হিঃ	সিরিয়া	মু'জিমে কাবীর মু'জিমে আওসাত মু'জিমে সগীর
২৫.	ইবনে 'আদী-আব্দুল্লাহ্	২৭৭ হিঃ	৩৬৫ হিঃ	জুরজান	কামিল ইবনে 'আদী
২৬.	ইমাম দারে কুতনী-আলী বিন আমর	৩০৬ হিঃ	৩৮৫ হিঃ	বাগদাদ	সুনানে দারে কুতনী, কিতাবুল-'ইলাল
২৭.	খত্তাবী-হামদ বিন হামদ	৩১৭ হিঃ	৩৮৮ হিঃ	নিশাপুর	১। মু'আলিমুস সুনান শরাহ্ আবু দাউদ ২। ই'লামুস্ সুনান শরাহ্ বুখারী
২৮.	ইমাম হাকেম-মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ্	৩২১ হিঃ	৪০৫ হিঃ	নিশাপুর	মুসতাদরেক হাকেম
২৯.	আবু নঈম ইসফাহানী আহমদ বিন আব্দুল্লাহ্	৩৩৬ হিঃ	৪৩০ হিঃ	ইরান	হুলিয়াতুল আওলীয়ে দালায়েলুন নবুওয়তে
৩০.	ইবনে আব্দুল বির্র ইউসুফ বিন আব্দুল্লাহ্	৩৬৮ হিঃ	৪৬৩ হিঃ	স্পেন	আল ইসতিআব ফী আসমাইস সাহাবা, জামিউ বায়ানিল ইল্‌মে ওয়া ফাযলিহী কিতাবুত্তামহীদ
৩১.	বায়হাকী -আহমদ বিন হুসায়েন	৩৮৪ হিঃ	৪৮৫ হিঃ	বায়হাক খুরাসান	সুনানে কুবরা-দালায়েলুন্নবুওয়তে শুআবিল ঈমানে
৩২.	হাকীম তিরমিযী মুহাম্মদ বিন আলী	৪২৫ হিঃ	৫০৫ হিঃ	তিরমিযী	নওয়াদেরুল উসুল
৩৩.	দেয়লমী হাফিয শিরওয়ায়েহ্	৪৪৫ হিঃ	৫০৯ হিঃ	হামাদান	ফিরদাউসুল আখবার তারিখে হামাদান
৩৪.	আল আব্দারী-রাযিন বিন মু'আবিয়া	-	৫২৪ হিঃ	হারামাঈন শরীফাঈন	তজরীদুস্ সিহাহিস সিত্তাহ্
৩৫.	আবুল কাসিম তালহী-ইসমাঈল বিন মুহাম্মদ	৪৫৭ হিঃ	৫৩৫ হিঃ	ইরান	আত্তারগীব ওয়াত্তার হীব-শরাহ্ সহীহ্ বুখারী
৩৬.	ইবনুল আরাবী আল্ মালিকী মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ্	৪৬৮ হিঃ	৫৪৩ হিঃ	স্পেন	শরাহ তিরমিযী
৩৭.	কাযী আইয়্যায বিন মূসা	৪৯৬ হিঃ	৫৪৪ হিঃ	স্পেন	মাশারিকুল আনওয়ার আল্ ইকমাল ফী শরাহ মুসলিম-আশ্ শিফায়া
৩৮.	ইবনুল জাওযী-আবুল ফারাজ আব্দুর রহমান	৫১০ হিঃ	৫৯৭ হিঃ	বাগদাদ	শরাহ মুশকিল আস্ সীহায়ন আল্ মাওযুয়াতি ফিল হাদীসে
৩৯.	ইবনে আসীর-মাজদুদ্দীন মুবারক বিন মুহাম্মদ	৫৪৪ হিঃ	৬০৬ হিঃ	মুসল (ইরাক)	নিহায়া ইবনে আসীর, জামিউল উসুল
৪০.	ইবনে আসীর-যিয়মুদ্দীন আলী বিন মুহাম্মদ	৫৫৫ হিঃ	৬৩০ হিঃ	মুসল	কামিল ইবনে আসীর আসাদুল গাবাহ্
৪১.	ইবনুস্ সলাহ্ উসমান বিন আব্দুর রহমান	৫৭৭ হিঃ	৬৪৩ হিঃ	দামেস্ক	কিতাব ফী উলুমিল হাদীস-মানাসিকুল হাজ্জ
৪২.	সগানী-হাসান বিন মুহাম্মদ	৫৭৭ হিঃ	৬৫০ হিঃ	লাহোর	মাশারিফুল আনওয়ার
৪৩.	নবাবী-মুহীউদ্দীন ইয়াহ্ইয়া বিন শরফ	৬৩১ হিঃ	৬৭৬ হিঃ	দামেস্ক	রিয়াযুস্ সলেহীন আরবাঈন, তাহযীবুল আসমা ওয়াস্ সিফাত
৪৪.	আল্ খতীব-মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ্	-	৭৪০ হিঃ	বাগদাদ	মিশকাতুল মাসাবীহ্
৪৫.	ইবনে কায়্যিম মুহাম্মদ বিন আবী বকর	৬৯১ হিঃ	৭৫১ হিঃ	দামেস্ক	ই'লামুল মুক্কিঈন মাদারেজুস্ সালেকীন যাদুল মা'আদ
৪৬.	মুগালতায়ী-আলাউদ্দিন	৬৮৯ হিঃ	৭৬২ হিঃ	মিশর	তালবীহ্ শরাহ্ সহীহ্ বুখারী
৪৭.	মাজদুদ্দীন ফিরোজাবাদী মুহাম্মদ বিন ইয়া'কুব	৭২৯ হিঃ	৮১৭ হিঃ	সিরাজ	আল্ আহাদিসুস্ যঈফ আল্ কামুসুল মুহীত
৪৮.	মুহাম্মদ বিন খলফা আল্ ব'সতাতী	-	৮২৭ হিঃ	তিউনিস	আকমালুল আকমাল শরাহ্ মুসলিম
৪৯.	ইবনে হাজার আসকালানী আহমদ বিন আলী	৭৭৩ হিঃ	৮৫২ হিঃ	মিশর	ফতহুল বারী, আল ইসাবা ফিত্ তামিযীস্ সাহাবা-তাহযীবুত্তাহযীব বলূগুল মরাম মিন আদিল্লাতিল আহকাম, নুখবাতুল ফিকর, লিসানুল মীযান
৫০.	আল্ 'আঈনী-বদরুদ্দীন মাহমুদ বিন আহমদ	৭৬২ হিঃ	৮৫৫ হিঃ	মিশর	উমদাতুল ক্বারী শরাহ্ সহীহ্ বুখারী, শরাহ্ কনযুদ দাকায়িক শরাহ্ মাআনীউল আসার
৫১.	আস্ সাই'উতি জালাল উদ্দীন	৮৪৯ হিঃ	৯১১ হিঃ	মিশর	আল্ জামিউস্ সগীর, তানভীরুল হাওয়ালেক শরাহ্ মুয়াত্তা ইমাম মালিক-আল্ খসায়েসুল কুবরা-আদ্দুররুল মানসূর।
৫২.	কস্তালানী-আহমদ বিন মুহাম্মদ	৮৫১ হিঃ	৯২৩ হিঃ	মিশর	ইরশাদুসসারী ফী শরহিল বুখারী-ফাইযুল বারী শরাহ্ সহীহ্ বুখারী
৫৩.	আলী মুত্তাকী	-	৯৬৮ হিঃ	দাক্ষিণাত্য	কনযুল উম্মাল
৫৪.	শেখ মুহাম্মদ তাহির গুজরাতি	-	৯৮২ হিঃ	গুজরাত	মাজমাউল বিহার (লুগাত ফি ফিতার)
৫৫.	মুল্লা আলী ক্বারী আলী বিন সুলতান	-	-	আফগানিস্তান	মিরকাত, শরাহ্ মিশকাত, আল্ হাদীসুল কুদসীয়াহ্ তাযকিরাতুল মাওযুআত
৫৬.	মুনাদী-আব্দুর রউফ	৯৫২ হিঃ	১০৩১ হিঃ	মিশর	কনযুল হাকায়েক শরাহ্ আসমাইল্লাহিল হুসনা
৫৭.	শেখ আব্দুল হক দেহেলভী	৯৫৮ হিঃ	১০৫২ হিঃ	দিল্লী	মাদারেজুন্নবুওয়তে শরাহ্ মিশকাত
৫৮.	ইবনে হাযাম-আলী বিন আহাদ	৯৯৪ হিঃ	১০৬৩ হিঃ	স্পেন	আল্ ফসল ফিল মিলালে ওয়াল আহওয়ালেয় ওয়ান্নেহালে
৫৯.	আস্ সিন্দী-মুহাম্মদ বিন আব্দুল হাদী	-	১১৩৮ হিঃ	ঠাট্টা, সিন্ধ	ফতহুল ওয়াদুদ শরাহ্ আবী দাউদ তুহফাতুল বারী
৬০.	ইবনে আসাফির আলী বিন হাসান	-	৫৭১ হিঃ	দামেস্ক	তারিখে কাবীর
৬১.	শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্	১১১৪ হিঃ	১১৭৬ হিঃ	দিল্লী	আল্ মাসওয়া শরাহ্ মুয়াত্তা (আরবী) আল্ মুসাফফা শরাহ্ মুয়াত্তা (ফারসী) ইযালাতুল খিফা শরাহ্ তাবাজেম আবওয়াবুল বুখারী
৬২.	নওয়াব সিদ্দীক হাসান খাঁ	১৮৩২ হিঃ	১৮৯০ হিঃ	ভূপাল	আইনুল বারী লিহাল্লে আদিল্লাতিল বারী আস্ সিরাজুল ওয়াহাজ শরাহ্ মুসলিম

(সূত্র দৈনিক আল্ ফযল ১২-৩-২০০১, ৭-৫-২০০১, ও ১৩-৪-২০০১)

সংকলন ও ভাষান্তর ঃ মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

ইসলাম ও আহমদীয়া মুসলিম জামাত

মহান আল্লাহ্‌তাআলার বাণী দিয়েই আমার আলোচনা আরম্ভ করছি। কুরআন মজীদের সূরাতু আলে ইমরানের ২০ নম্বর আয়াতে আল্লাহ্‌তাআলা বলেছেন,

"নিশ্চয় আল্লাহ্‌র নিকট ইসলামই পরিপূর্ণ দীন (ধর্ম)"।

সকল ধর্মই আল্লাহ্‌র একত্ব এবং তাঁর কাছে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণের বিশ্বাসকে লালন করে। তথাপি একমাত্র ইসলামেই আত্মসমর্পণের ধারণা পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। কারণ পরিপূর্ণ আত্ম-সমর্পণের পূর্বশর্ত হ'ল আল্লাহ্‌তাআলার গুণাবলীর পরিপূর্ণ বিকাশ। একমাত্র ইসলামেই আল্লাহ্‌র গুণাবলীর পরিপূর্ণ প্রকাশ ঘটেছে। এত পরিপূর্ণভাবে পূর্বে তা ঘটে নি। অতএব সকল ধর্মের মধ্যে একমাত্র ইসলামই সঠিক অর্থে দাবী করতে পারে যে, এটাই আল্লাহ্‌র নিজস্ব ধর্ম। আসলে সকল সত্য ধর্মই প্রকৃতপক্ষে, আংশিকভাবে 'ইসলাম' ছিল এর অনুসারীগণও আক্ষরিক অর্থে মুসলমান ছিলেন। কিন্তু যে পর্যন্ত ধর্ম সকল দিক হ'তে পরিপূর্ণতা লাভ করে নি, সে পর্যন্ত এটা ইসলাম নাম প্রাপ্ত হয় নি। যখন ধর্মের সকল আনুসঙ্গিক ও সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলী সমন্বিত করে কুরআনের মাধ্যমে শেষ ঐশী বিধানের পরিপূর্ণতা দেয়া হ'ল, তখনই আল্লাহ্‌তাআলা 'আল্ ইসলাম' নামে অভিহিত করলেন। এই মনোনীত ইসলামকে সত্যিকারভাবে পালন ও বাস্তবায়নকারীদের জন্য পুরস্কারের কথা বলেছেন। যেমন সূরাতুন্ নিসার ৭০ নম্বর আয়াতে আল্লাহ্‌তাআলা বলেছেন, "এবং যারা আল্লাহ্‌র এবং এ রসূলের আনুগত্য করবে তারা ঐ সকল লোকদের মধ্যে শামিল হবে যাদেরকে আল্লাহ্ পুরস্কার দান করেছেন অর্থাৎ নবী, সিদ্দীক, শহীদ এবং সালেহ্‌গণের মধ্যে। আর এরাই সঙ্গী হিসাবে উত্তম"।

এ আয়াতটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইহা ব্যক্ত করছে যে, মুসলমানদের জন্য আধ্যাত্মিক উন্নতির সকল দরজা খোলা রয়েছে। চারটি আধ্যাত্মিক পদ-মর্যাদা যা নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও সালেহ্ এ চারিটি আধ্যাত্মিক পদমর্যাদাই হযরত রসূলে আকরম (সঃ)-এর অনুসরণের ফলে লাভ করা যায়। কাজেই ইসলামের অনুসরণ ও আনুগত্য একান্তই প্রয়োজন। তবেই খোদাতাআলার প্রিয়ভাজন হওয়া সম্ভব।

দীন ইসলাম মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর মাধ্যমে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছে। কিন্তু আঁ হযরত (সঃ)-এর নবুওয়ত প্রাপ্তির পরবর্তী তেইশ বছর জীবনকাল কেটেছে এর ভিত্তি স্থাপন করতে। বিশ্বধর্ম ইসলামকে সারা জগতে প্রচার করে যাওয়া এ অল্প কালের মধ্যে তাঁর পক্ষে সম্ভবপর হয় নি। আঁ হযরত (সঃ) বিদায় হজ্জের খুতবায় অনুপস্থিতগণের কাছে ইসলামের বাণী পৌছাবার জন্য সবাইকে নির্দেশ দিলেন। তিনি আরো বল্লেন, "বাল্লিগু আন্নি ওলাও আয়াহ্" অর্থাৎ একটি মাত্র আয়াত জানলেও তা প্রচার কর। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, যতদিন পর্যন্ত মুসলমানগণ প্রিয় নবীর এ উপদেশানুযায়ী চলেছেন, ততদিন পর্যন্ত ইসলাম ক্রমাগত পৃথিবীতে প্রসার লাভ করেছে। কিন্তু আজ ইসলামের অবস্থা দেখুন, কত করুণ! খুলাফায়ে রাশেদীন ও প্রাথমিক যুগের মুসলমানদের অক্লান্ত চেষ্টার ফলে সুদূর চীন থেকে স্পেন এবং আবিসিনিয়া থেকে রাশিয়া পর্যন্ত ইসলাম ধর্ম বিস্তার লাভ করে।

কিন্তু পরবর্তীকালে মুসলমানগণ যখন পার্থিব স্বার্থ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল এবং নবীগুরু (সঃ) এর প্রধান সুন্নত ও মুসলমানের প্রধান কর্তব্য সত্যের প্রচার হ'তে দূরে সরে ভোগ-বিলাসে মত্ত হয়ে পড়ল, তখন ইসলামের শত্রুরা সুযোগ বুঝে ইসলামকে ধরাপৃষ্ঠ হ'তে নিচিহ্ন করে ফেলবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগল। স্পেন থেকে মুসলমানদেরকে এমনভাবে বিতাড়িত করা হলো যে, সেখানে তাদের কেউ অবশিষ্ট রইল না। মসজিদগুলিকে যাদুঘরে পরিণত করা হলো।

কিন্তু খোদাতআলার দেয়া এ দীন (ধর্ম) পৃথিবী হ'তে বিলুপ্ত হ'তে পারে না। কারও না কারও মাধ্যমে ইসলাম বিজয় হবেই। ইসলামের এ ভয়ংকর দুর্দিনে মুসলমান মৌলবী, মৌলানা এবং গদ্দিনশীন পীর সাহেবগণ অসহায়ভাবে আকাশের দিকে চেয়ে থেকে বনী ইসরাঈলের নবী ঈসা (আঃ)-এর আগমনের দিন গুণতে লাগলেন। ইসলাম আল্লাহ্‌র মনোনীত ধর্ম। একে সর্বপ্রকার আক্রমণ হ'তে রক্ষা করবার প্রতিশ্রুতিও তিনি দিয়েছেন- যেমন বলেছেন "আমরাই এ-(ধর্ম ব্যবস্থাকে) অবতীর্ণ করেছি এবং আমরাই একে রক্ষা করব (সূরাতুল হিজর)।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) ভবিষ্যদ্বাণী করে গিয়েছিলেন, যখন মুসলমানগণ ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা হ'তে দূরে সরে যাবে, তখন ক্রুশীয় মতবাদ সমস্ত জগতে প্রসার লাভ করবে। ক্রুশীয় ফেৎনা চরম আকার ধারণ করে যখন ইসলামকে গ্রাস করতে উদ্যত হবে, তখন আল্লাহ্‌তাআলা ইসলামের হেফাযতের জন্য তাঁর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী এ উম্মতের মধ্য হ'তে এক মসীহ্‌কে দন্ডায়মান করবেন, যেমন হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে ঃ "তোমাদের মধ্যে যে কেউ জীবিত থাকবে সে অচিরেই ঈসা ইবনে মরিয়মরূপী ইমাম মাহ্‌দীকে ন্যায়-বিচারক মীমাংসাকারীরূপে আসতে দেখবে। তিনি ক্রুশ ভঙ্গ করবেন ও শূকর নিধন করবেন।" (মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা-৪১১)। মহানবী মুহাম্মদ (সঃ) এ প্রতিশ্রুত মসীহ্‌কে 'ক্রুশধ্বংসকারী' বলে উল্লেখ করে গিয়েছেন। অর্থাৎ ক্রুশ সংক্রান্ত ঐতিহাসিক সত্য ব্যাপার প্রকাশিত হওয়ার পর সত্য ধর্ম ইসলাম সমস্ত ধর্মের উপর জয়যুক্ত হবে। এই মহা বিজয় সম্বন্ধে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্‌তাআলা বলেন ঃ "তিনিই তাঁর রসূলকে হেদায়াত এবং সত্য ধর্ম সহকারে পাঠিয়েছেন যেন তিনি একে সকল ধর্মের উপর জয়যুক্ত করে দেন, মুশরিকগণ যত অসন্তুষ্টই হোক না কেন (সূরাতুস্ সাফ্‌ফ ঃ ১০)

ইসলামের এই পূর্ণ বিজয়ের প্রতিশ্রুতি মুহাম্মদী মসীহের সময়ে পূর্ণ হবে বলে সকল তফসীরকার মত প্রকাশ করেছেন।

ইসলামের এহেন ঘোর দুর্দিনে আল্লাহ্‌তাআলা ইসলামের হেফাযতের জন্য তাঁর ওয়াদানুযায়ী হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ)-কে প্রেরণ করেছেন। তিনি ঐশী আদেশে ইসলাম প্রচার ও মুসলমানদের সুসংগঠিত করার উদ্দেশ্যে আহমদীয়া জামাত প্রতিষ্ঠা করলেন। এ মহাপুরুষ অর্থাৎ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ) ঈসা নবীর জন্য অপেক্ষারত অসহায় মুসলমানদিগকে আহ্‌বান করে বল্লেন, "মুসলমানগণ! স্মরণ রেখ, আল্লাহ্‌তাআলা আমার দ্বারা তোমাদেরকে এ সংবাদ প্রদান করেছেন এবং আমি এ সংবাদ তোমাদের নিকট পৌছিয়েছি। এখন তা গ্রহণ করা বা না করা তোমাদের ইচ্ছাধীন। এ-ও অতি সত্য কথা যে, হযরত ঈসা (আঃ) মরে গিয়েছেন এবং আমি কসম খেয়ে বলছি যে, যে প্রতিশ্রুত

পুরুষের আসবার কথা ছিল, আমিই সেই ব্যক্তি। ইসলামের বিজয় ও জীবন ঈসা (আঃ)-এর মৃত্যুতে নিহিত রয়েছে, (আল্ হাকাম, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর-১৯০৬ ঈসাব্দ)।

আল্লাহ্তাআলা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর উপর ইলহাম করেছেন, "আমি তোমার প্রচারকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌছাব" (তাযকিরা)। আল্লাহ্তাআলার এ ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আজ ইউরোপ, আমেরিকা, এশিয়া, আফ্রিক, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি মহাদেশগুলিতে কোটি কোটি লোক আহমদীয়ত তথা প্রকৃত ইসলামকে গ্রহণ করে উক্ত ইলহামের সত্যতা সপ্রমাণ করেছেন। বিশ্বের প্রায় ১৭৪টি দেশে আজ আহমদীয়া জামাত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এটি সেই ইংরেজী ইলহামের পূর্ণতার প্রমাণ, যেখানে বলা হয়েছে, I shall give you a large party of Islam অর্থাৎ (আল্লাহ্ বলেন) আমি তোমাকে ইসলামের একটি বিশাল জামাত দান করবো। ঠিক তেমনি আজ আহমদীয়ত একটি বিশাল ইসলামী জামাতরূপে প্রকাশিত হ'তে যাচ্ছে। আজ শত বিভক্ত মুসলমানদের একই দলে রূপান্তরিত করার জন্য একজন সত্যিকার ও খোদাপ্রাপ্ত ইমামের প্রয়োজন ছিল, যার দ্বারা পুনরায় ইসলামের বিজয়ের কথা। তাই হাদীসে রসূলে করীম (সঃ) উম্মতে মুহাম্মদীয়াকে উদ্দেশ্য করে বলেন,

"তোমরা কত সৌভাগ্যশালী হবে, যখন তোমাদের মধ্যে মরিয়মের পুত্র আগমন করবেন এবং তিনি তোমাদের মধ্যে হ'তে তোমাদের ইমাম হবেন" (বুখারী, বাবু নূযূলে ঈসা)। প্রকৃতপক্ষে যার কাজ তারই সাজে। ইসলামের পূর্ণ প্রচার ও বিজয় ইমাম মাহ্দীর জন্য নির্ধারিত।

রসূলে করীম (সঃ) বলেছিলেন, "পৃথিবীর একটি দিনও যদি অবশিষ্ট থাকে তাহলে আল্লাহ্ তাকে দীর্ঘ করে হলেও তাতে শান্তি ও ন্যায়-বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য আমার নামে (বুরুজরূপে) একজনকে পাঠাবেন (বুখারী-মুসলিম)। উল্লেখ্য, আল্লাহ্র একদিন হ'ল, **আলফাসানাতিন মিম্মা তাউদ্দুন** অর্থাৎ মানুষের গণনায় এক হাজার বৎসর। এ থেকে বুঝা যায় যে, কিয়ামতের হাজার বৎসর পূর্বে ইমাম মাহ্দী'র (আঃ) আবির্ভূত হওয়ার কথা। তখন নামে মাত্র ইসলাম হবে, আলেমরা ফেৎনা সৃষ্টি করতে এবং ফতোয়ার তরবারী দিয়ে একে অপরকে কেটে ছেটে দিতে ব্যস্ত থাকবে (বায়হাকী)। মুসলমানেরা হুবহু ইহুদীদের অনুরূপ হয়ে যাবে (তিরমিযী)। এ সব যে অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয়েছে তা সবাই মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করেছেন। যুগের কণ্ঠস্বর কবি সাহিত্যিকরাও এর সাক্ষ্য দিয়ে গেছেন। কবি হালি মুহাদ্দাসে লিখেছেন,

রাহাদীন বাকী না ইসলাম বাকী
এক ইসলামকা রাহ গিয়া নাম বাকী

অর্থাৎ- ধর্মও নেই, ইসলামও নেই, আছে শুধু তার নাম।

কবি ইকবাল বাঙ্গে দারায় বলেছেন,

ওযামে তুমহো নাসারা তো তমদ্দুন মে হনুদ,
ইয়ে মুসলমাঁ হ্যায় জিনহে দেখকে শরমাযে ইয়াহুদ?

অর্থাৎ মুসলমানেরা আকৃতিতে খ্রীষ্টানের মত, প্রকৃতিতে হিন্দুর ন্যায়, এমন কি এদেরকে দেখে ইহুদীরাও লজ্জা পায়। তিনি আহমদী জামাতের কার্যক্রম দেখে বলেছেন, কারে মোল্লা কি সাবিলিল্লাহ্ ফসাদ, কারে কাফির ফি সাবিলিল্লাহ্ জেহাদ। অর্থ - মোল্লা-মৌলবীদের কাজ শুধু ফাসাদ সৃষ্টি করা, অপর দিকে যাদেরকে কাফির বলে ফতোয়া দেয় তারাই সত্যিকার জেহাদে রত।

একতারাবাতুস্সায়াত কিতাবে বলা হয়েছে, "এখন ইসলামের শুধু নাম এবং কুরআনের মাত্র অক্ষরগুলি অবশিষ্ট আছে। মসজিদগুলি বাহ্যিকভাবে আবাদ হলেও একেবারে হেদায়াতশূন্য। আলেমরা আকাশের নীচে নিকৃষ্টতম জীবে পরিণত হয়েছে (১২ পৃঃ)। ইসলামের এই করুণ অবস্থায় একমাত্র আহমদীয়া মুসলিম জামাত সারা বিশ্বে মুসলিম টেলিভিশন আহমদীয়া (M.T.A)র মাধ্যমে অহোরাত্র আহমদীয়ত তথা সত্যিকারের ইসলাম প্রচার করে চলছে। আর সেই সাথে দলে দলে লোক ইসলাম ও আহমদীয়ত গ্রহণ করছে। তারই নমুনা নিম্নে দেয়া হ'ল ঃ

১৯৯৩ইং সনে আন্তর্জাতিকভাবে ২,০৪,৩০৮ জন বয়াত নেয়।
১৯৯৪ইং সনে আন্তর্জাতিকভাবে ৪,১৮,২০৬ জন বয়াত নেয়।
১৯৯৫ইং সনে আন্তর্জাতিকভাবে ৮,৪৫,২৯৪ জন বয়াত নেয়।
১৯৯৬ইং সনে আন্তর্জাতিকভাবে ১৬,০৬,৭২১ জন বয়াত নেয়।
১৯৯৭ইং সনে আন্তর্জাতিকভাবে ৩০,৪০,৫৮৪ জন বয়াত নেয়।
১৯৯৮ইং সনে আন্তর্জাতিকভাবে ৫০,০৪,০০৬ জন বয়াত নেয়।
১৯৯৯ইং সনে আন্তর্জাতিকভাবে ১০৮,২০,২২৬ জন বয়াত নেয়।
২০০০ইং সনে আন্তর্জাতিকভাবে ৪,১৩,০৮,৩৭৫ জন বয়াত নেয়।
২০০১ইং সনে আন্তর্জাতিকভাবে ৮,১০,০৬,৭২১ জন বয়াত নেয়।

সারা বিশ্বে আজ প্রায় ২০ কোটি আহমদী মুসলমান নিরলসভাবে ইসলামের বাণী প্রচার করে যাচ্ছে। এটাই হলো জীবন্ত খোদার জ্বলন্ত নিদর্শন। এ জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) বলেন, "এই সম্প্রদায়ের নাম আহমদীয়া মুসলিম সম্প্রদায়' রাখার কারণ আমাদের নবীর (সঃ) দু'টি নাম ছিল একটি মুহাম্মদ (সঃ) অপরটি আহমদ (সঃ) ... ভবিষ্যদ্বাণী ছিল শেষ যুগে আহমদ নামের বিকাশ হবে ... সুতরাং এজন্যই এই সম্প্রদায়ের নাম আহমদীয়া সম্প্রদায় রাখা সমীচীন মনে করা হয়েছে (ইস্তিহার, ৪ঠা মার্চ, ১৯০০ইং)। আজ এই জামাত ইউরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া এবং এশিয়া মহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে মিশন স্থাপন করে ইসলাম প্রচার করে যাচ্ছে। অসংখ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও হাসপাতাল স্থাপন করেছে, বহু ভাষায় কুরআনের অনুবাদ ও অসংখ্য ভাষায় ইসলামী পুস্তক-পুস্তিকা এবং পত্রিকা প্রকাশ করেছে। ত্রিত্ববাদের কেন্দ্রস্থলসহ বহুদেশে মসজিদ তৈরী করছে। হ্যাঁ, একমাত্র আহমদীয়া মুসলিম জামাতই সমগ্র বিশ্বে সত্যিকার অর্থে ইসলাম প্রচার করে চলেছে। তাই আসুন এ জামাতের বিরোধিতার পূর্বে এ জামাতের অবস্থা সম্পর্কে অবগত হই। আল্লাহ্তাআলা সবাইকে সত্যকে চেনা ও মানার তৌফীক দান করুন আমীন।

- মুহাম্মদ আমীর হোসেন
মোয়াল্লেম

দোয়ার আবেদন

আমার আব্বা মোঃ ছিবগাতুর রহমান সাহেব হঠাৎ স্ট্রোক করে ৩/৪ মাস যাবৎ অসুস্থ হয়ে পরে আছেন। স্ট্রোকে তাঁর ডান হাত প্রায় অবশ হয়ে আছে। ডান পা-ও কিছু অসুস্থ। তাঁর হার্টের সমস্যাও আছে। ডায়াবেটিস আছে। চোখ দুটোতেও ছানি পড়েছে। অপারেশন করতে হবে। কিন্তু তাঁর শরীর ভাল না হওয়া পর্যন্ত অপারেশন করতে পারছি না। সকল আহমদী ভাই-বোনদের নিকট দোয়ার আবেদন করছি। তিনি যেন তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে চোখ অপারেশন করতে পারেন।

- তাছনীম সুলতানা
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বিষ্ণুপুর

তালীম ও তরবিয়ত

"মহান আল্লাহ্‌তাআলা কুরআন করীমে বলেছেন ঃ "হে যারা ঈমান এনেছো! তোমরা নিজদিগকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে আগুন হ'তে রক্ষা কর ... (সূরাতুত্ তাহরীম ঃ ৭ আয়াতাংশ)।

আঁ হযরত (সঃ)-এর চরিত্র সম্বন্ধে হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) বলেছেন ঃ

"তাঁর (সঃ) চরিত্র ছিল সম্পূর্ণ কুরআন" (বুখারী শরীফ)।

তা'লীম অর্থ শিক্ষা বা জ্ঞান আহরণ আর তরবিয়ত অর্থ চরিত্র গঠন। জীবনের উন্মেষের সাথে সাথে মানুষ প্রথমে শ্রবনেন্দ্রিয় পরে দর্শনেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে জ্ঞান আহরণ করতে থাকে। বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে ৩টি মাধ্যমে এ জ্ঞান লাভ করতে থাকে, যেমন ঃ (১) প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে (২) অন্যের সঞ্চিত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এবং (৩) আল্লাহ্‌তাআলার পক্ষ থেকে জ্ঞান লাভের মাধ্যমে। জ্ঞান মানুষকে মহীয়ান করে গরিয়ান করে এবং অন্যান্য সৃষ্টি থেকে মানবকে বিশেষিত ও কল্যাণমন্ডিত করে। মানুষই একমাত্র প্রাণী, যে শিখতে পারে এবং শিখাতে পারে। আঁ হযরত (সঃ) তাই জ্ঞান শিখার এবং শেখাবার উপর বিশেষভাবে জোর দিয়েছেন এবং একজন নবী হয়েও জ্ঞান আহরণের জন্যে এত কথা বলেছেন, যা শুনলে আশ্চর্যান্বিত হ'তে হয়। সর্বজ্ঞানী মহান আল্লাহ্‌তাআলাকে লাভ করতে হ'লে কমপক্ষে একজনকে জ্ঞানী হ'তে হবে। জ্ঞান মানুষকে আলোর দিকে আকর্ষণ করে আর অজ্ঞানতা মানুষকে অন্ধকারে ঠেলে দেয়। তাই নবী করীম (সঃ) বলেছেন, "দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত জ্ঞান শিক্ষা কর"।

বর্তমানকালে মানুষ জ্ঞান-বিজ্ঞানে এত উন্নতি করেছে, একথা এখন অত্যুক্তি নয় যে, মানব সভ্যতার সূর্য এখন মধ্য গগনে বিরাজমান। কিন্তু এর পরও যেন মানুষ শান্তি পাচ্ছে না। এ বস্তুতান্ত্রিক পৃথিবীতে মানুষ অবক্ষয়ের যাঁতাকলে চরমভাবে নিষ্পেষিত হচ্ছে। এর মূল কারণ কি সেটা আমাদের খুঁজে দেখতে হবে। সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি যে, অবক্ষয়ের মূল কারণ হচ্ছে নৈতিকতার অভাব, আদর্শের অভাব। মানুষ জ্ঞান-বিজ্ঞানে উন্নতি করেছে যথেষ্ট, কিন্তু তার এ উন্নতি আদর্শ ভিত্তিক না হওয়ায় এর অভিষ্ট লক্ষ্য থেকে আমরা বঞ্চিত। তা'লীমের পিছনে তরবিয়ত অর্থাৎ শিক্ষার পিছনে 'চরিত্র গঠন' তথা বুদ্ধির সাথে শুদ্ধি না থাকলে তা কখনোই কল্যাণবহ হতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, একটা শিশু আগুনের জ্ঞান লাভ করল যে, ইহা পোড়ায়। কিন্তু যদি তার তরবিয়ত না হয় তাহলে সে হয় নিজেকে পোড়াবে, না হয় অন্যকে। তেমনি ধরুন এ্যাটমিক শক্তির কথা। আল্লাহ্‌তাআলা মানুষের কল্যাণের জন্য এ জ্ঞান দিয়েছেন। কিন্তু এ জ্ঞান যাদের দখলে তাদের সঠিক তরবিয়ত না হলে এর দ্বারা মারণাস্ত্র তৈরী হবে এবং মানবের কল্যাণের পরিবর্তে মানব সভ্যতাই ধ্বংস হবে।

আজকের দিনে তাই সবচাইতে বেশি প্রয়োজন হ'ল তরবীয়তের, তথা পাক-পবিত্র চরিত্র গঠনের। আর এই চরিত্র গঠনের প্রক্রিয়া যুগে যুগে আল্লাহ্‌র তরফ থেকে আগত নবী-রসূল এবং পুণ্যবান ব্যক্তিরাই করে গেছেন। এ প্রক্রিয়া থেকে আজও মানুষ বঞ্চিত নয়। সে প্রক্রিয়া আজ তাদের কাছেই রয়েছে। শুধু মাত্র খুঁজে নিয়ে তা অবলম্বন করাই বাকী। এ প্রক্রিয়াটা হ'ল আহমদীয়তের শিক্ষা গ্রহণের প্রক্রিয়া। বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর আত্মিক শক্তিতে শক্তিমান হয়ে এ যুগে সে প্রক্রিয়ার পুরোধা হিসাবে আবির্ভূত হয়েছেন হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ) তিনি ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে আহমদীয়া মুসলিম জামাত কায়েম করেন যাতে সারা দুনিয়ায় পুনরায় ইসলামের সঠিক তা'লীম ও তরবিয়তের পরিবেশ সৃষ্টি হয় এবং এ ধারায় পৃথিবীতেই জান্নাতের অবতরণ হয়। আসুন আমরা আমাদের হিতাকাঙ্ক্ষীকে চিনি এবং গ্রহণ করি এবং বর্তমান অবক্ষয়ের প্রবল স্রোত থেকে নিজেদের ও পরিবার পরিজনদেরকে রক্ষা করি।

হুযূর (আইঃ)-এর তাহরীক অনুযায়ী প্রতি বছর যে সব নতুন ভাই-বোনের শুভাগমন হয়েছে, তাদের তা'লীম তরবিয়তের (ব্যাপারে) গুরুত্ব যে কত বেশী তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আর আহমদীয়া মুসলিম জামাত সে কাজই করে যাচ্ছে। মহান আল্লাহ্‌তাআলা আমাদের সকলকে তালীম ও তরবিয়ত তথা শিক্ষা ও চরিত্র গঠনের তৌফীক দান করুন, আমীন"।

- মোহাম্মদ আসাদুল্লাহ্ আসাদ
মোয়াল্লেম

সংবাদ

শুভ বিবাহ

♦ জনাব আবু ওয়াসিল গাজী এর কন্যা মোসাম্মাৎ রেহানা পারভীন (রিনা) সাং-ভেটখালী, থানা- শ্যামনগর, জেলা- সাতক্ষীরা, এর সাথে মরহুম হোসেন আলী মোড়ল-এর পুত্র জনাব মোহাম্মদ জিল্লুর রহমান মোড়ল, সাং- যতীন্দ্রনগর, থানা- শ্যামনগর, জেলা-সাতক্ষীরা-এর বিয়ে টাকা ৪১,০০১/= (এক চল্লিশ হাজার এক টাকা) মোহরানা ধার্যে গত ১১/০১/২০০২ তারিখ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, সুন্দরবন, ভেটখালী মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়, আল্‌হামদুলিল্লাহ্। বিয়ের এলান করেন জনাব এনামুল হক রনি, মোয়াল্লেম। বিয়েটি কেন্দ্রীয় রিশ্‌তানাতা দপ্তর কর্তৃক নিবন্ধিত হয়েছে, যার রেজিঃ নং ০২৫০/০২ তারিখ ১০/০২/০২।

♦ জনাব এস, এম, ওসমান-এর কন্যা মোসাম্মাৎ আঞ্জুমান আরা বেগম সাং-আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ঘাটুরা, জেলা-বি. বাড়ীয়া-এর সাথে মরহুম আব্দুস সামাদ, এর পুত্র জনাব মোহাম্মদ আব্দুস সাত্তার, সাং-দক্ষিণ আহমদী পাড়া, বি.বাড়ীয়া-এর বিয়ে টাকা ১,০০,০০১/= (এক লক্ষ এক টাকা) মোহরানা ধার্যে গত ০৯/০১/২০০২ তারিখ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বি.বাড়ীয়া মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। বিয়ের এলান করেন জনাব মৌঃ মজিদুল ইসলাম, মোয়াল্লেম। বিয়েটি কেন্দ্রীয় রিশ্‌তানাতা দপ্তর কর্তৃক নিবন্ধিত হয়েছে, যার রেজিঃ নং ০২৫২/০২ তারিখ ১০/০২/০২।

♦ জনাব মকসেদ আলী-এর কন্যা মোসাম্মাৎ মুন্নি খাতুন (মনিরা) সাং-কাফুরিয়া, দস্তানাবাদ, জেলা- রাজশাহী,-এর সাথে জনাব মোঃ আব্দুর রহিম মোল্লা-এর পুত্র জনাব মোহাম্মদ আব্দুল ওহাব (সুমন), সাং- তে-বাড়ীয়া, দক্ষিণ পাড়া,

শুভ বিবাহ

(২৭ পৃষ্ঠার পর)

জেলা- নাটোর এর বিয়ে টাকা ৯,৯,৯৯/= (নয় হাজার নয়শত নিরান্নব্বই) মোহরানা ধার্যে গত ২৫/০১/২০০২ তারিখ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, কাফুরিয়া মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। বিয়ের এলান করেন ডাঃ আছির উদ্দিন, পিতা- মছির উদ্দিন। বিয়েটি কেন্দ্রীয় রিশ্‌তানাতা দপ্তর কর্তৃক নিবন্ধিত হয়েছে, যার নং রেজিঃ ০২৫৪/০২ তারিখ ১০/০২/০২।

♦ জনাব সামসুল আলম-এর কন্যা মোসাম্মাৎ রোখসানা পারভীন নিসু সাং-বেথাইর, কটিয়াদী, জেলা-কিশোরগঞ্জ-এর সাথে মরহুম গিয়াস উদ্দিন আহমদ-এর পুত্র জনাব মোহাম্মদ সামসুদ্দিন আহমদ, সাং- দক্ষিণ সস্তাপুর, ফতুল্লা, জেলা- নারায়ণগঞ্জ-এর বিয়ে টাকা ৭৯,৯৯৯/= (উনাশি হাজার নয়শত নিরান্নব্বই) মোহরানা ধার্যে গত ০৮/০২/২০০২ তারিখ রোজ শুক্রবার বাদ মাগরিব, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় সালানা জলসা প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। বিয়ের এলান করেন মোহতরম মাওলানা সুলতান মাহমুদ আনোয়ার, হুযূর (আইঃ)-এর প্রতিনিধি। বিয়েটি কেন্দ্রীয় রিশ্‌তানাতা দপ্তর কর্তৃক নিবন্ধিত হয়েছে, যার নং রেজিঃ ০২৫৩/০২ তারিখ ১০/০২/০২।

♦ জনাব আব্দুর রশীদ-এর কন্যা মোসাম্মাৎ ফাতেমা বেগম, সাং-ঘাটুরা, থানা ও জেলা-বি. বাড়ীয়া-এর সাথে মরহুম আব্দুস সামাদ-এর পুত্র জনাব মোহাম্মদ আনোয়ারুল ইসলাম, সাং- বাঘের হাটা, থানা ও জেলা- জামালপুর-এর বিয়ে টাকা ৩০,০০১/= (ত্রিশ হাজার এক টাকা) মোহরানা ধার্যে গত ০৭/০২/২০০২ তারিখ রোজ বৃহস্পতিবার আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় সালানা জলসা প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। বিয়ের এলান করেন মোহতরম মাওলানা সুলতান মাহমুদ আনোয়ার, হুযূর (আইঃ)-এর প্রতিনিধি। বিয়েটি কেন্দ্রীয় রিশ্‌তানাতা দপ্তর কর্তৃক নিবন্ধিত হয়েছে, যার নং রেজিঃ ০২৫৫/০২ তারিখ ১০/০২/০২।

♦ জনাব মোঃ হুরমুজ আলী খান-এর কন্যা মোসাম্মাৎ হালিমা খাতুন (রনি), সাং-বনরামপুর, পোঃ চকবেল তৈল, জেলা-জামালপুর-এর সাথে জনাব মোঃ সামসুল হক, এর পুত্র জনাব মোহাম্মদ আবুল হাশেম, সাং- রাংটিয়া, থানা- ঝিনাইগাতি, জেলা- শেরপুর-এর বিয়ে টাকা ২৪,৯৯৯/= (চব্বিশ হাজার নয়শত নিরানব্বই টাকা) মোহরানা ধার্যে গত ০৮/০২/২০০২ তারিখ রোজ বৃহস্পতিবার আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় সালানা জলসা প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হয়, আল্‌হামদুলিল্লাহ্। বিয়ের এলান করেন মোহতরম মাওলানা সুলতান মাহমুদ আনোয়ার, হুযূর (আইঃ)-এর প্রতিনিধি। বিয়েটি কেন্দ্রীয় রিশ্‌তানাতা দপ্তর কর্তৃক নিবন্ধিত হয়েছে, যার নং রেজিঃ ০২৫৬/০২ তারিখ ১০/০২/০২।

♦ জনাব মরহুম শেখ মোহাম্মদ আলী-এর কন্যা মোসাম্মাৎ মনোয়ারা খাতুন (মেমি) সাং-তে-বাড়ীয়া, দক্ষিণ পাড়া, জেলা-নাটোর-এর সাথে জনাব আব্দুর রহমান-এর পুত্র জনাব মোহাম্মদ আতিকুর রহমান জামি, সাং-সূত্রাপুর, ঈদগা লেন জেলা- বগুড়-এর বিয়ে টাকা ৬৫,৫৫১/= (পয়ষট্টি হাজার পাঁচশত একান্ন টাকা) মোহরানা ধার্যে গত ০৮/০২/২০০২ তারিখ, রোজ শুক্রবার আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় সালানা জলসা প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। বিয়ের এলান করেন মোহতরম মাওলানা সুলতান মাহমুদ আনোয়ার, হুযূর (আইঃ)-এর প্রতিনিধি। বিয়েটি কেন্দ্রীয় রিশ্‌তানাতা দপ্তর কর্তৃক নিবন্ধিত হয়েছে, যার নং রেজিঃ ০২৫৭/০২ তারিখ ১০/০২/০২।

♦ মাওলানা ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী, মুরব্বী সিলসিলাহ্-এর কন্যা মোসাম্মাৎ কুররাতুল আয়েন সাদীয়া, সাং-১, কে বি ফজলুল কাদের রোড, চক বাজার, চট্টগ্রাম-এর সাথে জনাব এম, আবুল কাসেম-এর পুত্র জনাব মোহাম্মদ ফরিদ নিযাম, সাং- ১২৫/ক, কেয়া ভিলা, দক্ষিণ পীরের বাগ, মীরপুর, ঢাকা। এর বিয়ে টাকা ১,৫০,০০১/= (এ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার এক টাকা) মোহরানা ধার্যে গত ০৮/০২/২০০২ তারিখ রোজ শুক্রবার বাদ মাগরিব আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ-এর কেন্দ্রীয় সালানা জলসা প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। বিয়ের এলান করেন মোহতরম মাওলানা সুলতান মাহমুদ আনোয়ার, হুযূর (আইঃ)-এর প্রতিনিধি। বিয়েটি কেন্দ্রীয় রিশ্‌তানাতা দপ্তর কর্তৃক নিবন্ধিত হয়েছে, যার নং রেজিঃ ০২৫৮/০২ তারিখ ০৮/০২/০২।

♦ মরহুম হুযূর আলী মোল্লা-এর কন্যা মোসাম্মাৎ জামিলা মনসুরা (সরভানু) সাং-পাঁচ শিলা, ডাকঘর- গুরুদাস পুর, জেলা-নাটোর-এর সাথে জনাব মজিবুর রহমান-এর পুত্র জনাব মোহাম্মদ আবু বকর সিদ্দিক, সাং-গাড়িয়াল পাড়া, ডাকঘর- দেও গ্রামহাট, জেলা- বগুড়া-এর বিয়ে টাকা ৫০,০০১/= (পঞ্চাশ হাজার এক টাকা) মোহরানা ধার্যে গত ২১/০১/০২ তারিখ রোজ বুধবার আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বগুড়াস্থ মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। বিয়ের এলান করেন জনাব খন্দকার আজমল হক, পিতা- খন্দকার মোহাম্মদ ইসাহাক। বিয়েটি কেন্দ্রীয় রিশ্‌তানাতা দপ্তর কর্তৃক নিবন্ধিত হয়েছে, যার নং রেজিঃ ০২৬০/০২ তারিখ ২১/০২/০২।

♦ জনাব আব্দুর রশিদ বিশ্বাস-এর কন্যা মোসাম্মাৎ সাম্মি আক্তার সাং-উথুলী, পোঃ রাঙ্গিয়ার পোতা, জেলা- চুয়াডাঙ্গা-এর সাথে জনাব কাওসার আলী গাজী-এর পুত্র জনাব মোহাম্মদ ইদ্রিস আলী গাজী, সাং- যতীন্দ্রনগর, থানা- শ্যামনগর, জেলা-সাতক্ষীরা-এর বিয়ে টাকা ৩৭,৫০০/= (সাঁইত্রিশ হাজার পাঁচশত টাকা) মোহরানা ধার্যে গত ২৪/০২/২০০২ তারিখ রোজ বৃহস্পতিবার আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, উথলীস্থ কন্যার পিত্রালয়ে অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। বিয়ের এলান করেন জনাব মনির হোসেন খান, মোয়াল্লেম। বিয়েটি কেন্দ্রীয় রিশ্‌তানাতা দপ্তর কর্তৃক নিবন্ধিত হয়েছে, যার নং রেজিঃ ০২৫৯/০২ তারিখ ২১/০২/০২।

♦ মরহুম মহিউদ্দিন আহমদ-এর কন্যা মোসাম্মাৎ আমাতুশ্ শুকুর (পলাশ), সাং-কলেজ পাড়া, মৌড়াইল, জেলা- বি. বাড়ীয়া-এর সাথে জনাব এ, কে, রেজাউল করীম এর পুত্র জনাব এ, কে এম, শামসুদ্দোহা করীম, সাং- ডব্লিউ/১, নূর জাহান রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-এর বিয়ে টাকা ৭৫,০০১/= (পঁচাত্তর হাজার এক টাকা) মোহরানা ধার্যে গত ০৮/০২/২০০২ তারিখ রোজ শুক্রবার বাদ মাগরিব আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ-এর কেন্দ্রীয় সালানা জলসা প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। বিয়ের এলান করেন মোহতরম মাওলানা সুলতান মাহমুদ আনোয়ার, হুযূর (আইঃ)-এর প্রতিনিধি। বিয়েটি কেন্দ্রীয় রিশ্‌তানাতা দপ্তর কর্তৃক নিবন্ধিত হয়েছে, যার নং রেজিঃ ০২৬১/০২ তারিখ ২২/০২/০২।

এসব বিয়ে সার্বিকভাবে কল্যাণমন্ডিত হওয়ার জন্য সকলের কাছে দোয়ার অনুরোধ করা যাচ্ছে।

- মোহাম্মদ আব্দুস সাত্তার
ন্যাশনাল সেক্রেটারী, রিশ্‌তানাতা,
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

TRUST THE LOGO

CALL CONCORD

CONCORD CONDOMINIUM LTD.

CONCORD CENTRE 43, NORTH GULSHAN C/A, DHAKA-1212

Tel : 8824724, 8812220, 8824076, Email-mhk@bdmail.net Fax : 880-2-8823552

স্বাচ্ছন্দ্য ও মনোরম পরিবেশে স্বাদে ভরপুর রুচিকর খাবার পরিবেশনে অনন্য

ধানসিঁড়ি খাবার

ধানমন্ডি অর্কিড প্লাজা (রাপা প্লাজার পার্শ্বে)

ফোন ঃ ৯১৩৬৭২২

সূচনা রেন্ট-এ-কার

যে কোন স্থানে যে কোন সময়ে ট্রিপের জন্য যোগাযোগ করুনঃ

সালমান

অস্থায়ী অফিস ঃ

৬৭৬/৩২ ধানমণ্ডী আবাসিক এলাকা, ঢাকা

ফোন ঃ ৯১১৮৭৪৯

পাক্ষিক আহমদীর অব্যাহত অগ্রযাত্রায় আমাদের অভিনন্দন

PRODUCER OF QUALITY NEON SIGN, BELL SIGN, PLASTIC SIGN, HOARDINGS, GIFT ITEMS ETC.

AIR-RAFI & CO.

120/32 Shajahanpur, Dhaka-1217

Phone : 414550, 9331306

New Vol. No. 64 ❑ 16th Issue February 28, 2002 ❑ Tk. 10.00

Fortnightly **The AHMADI** রেজিঃ নং-ডি, এ-১২

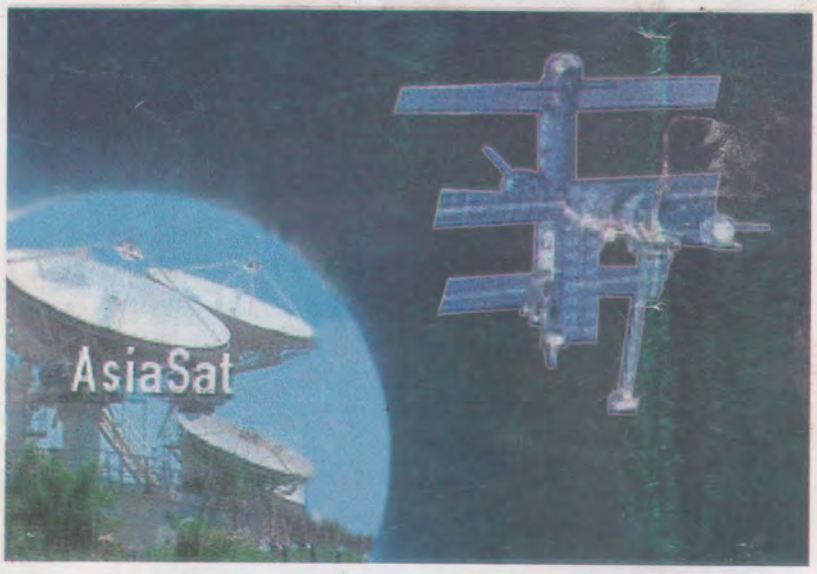

لا إله إلا الله محمد رسول الله

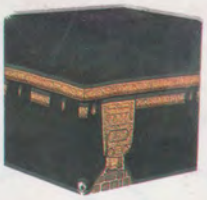

Muslim TV AHMADIYYA International

এমটিএ একটি ঐশী নিয়ামত। আপনার বাড়ীতে এমটিএ-র সংযোগ নিন, নিজের পরিবারকে অবক্ষয় মুক্ত রাখুন।

প্রত্যেক স্থানীয় জামাতের আমীর কিংবা প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব খিলাফতের সাথে নিজের সম্পর্ক আরো মজবুত করার লক্ষ্যে নিজ নিজ জামাতে বেশি বেশি MTA -র সংযোগ নিন।

- প্রতি শুক্রবার সন্ধ্যা ৭টায় হুযূর (আইঃ)-এর জুমুআর খুতবা সরাসরি সম্প্রচার
- প্রতিদিন সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় বাংলা সম্প্রচার
- প্রতি মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৯টায় এবং সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় হুযূর (আইঃ)-এর সাথে বাংলা ভাষাভাষীদের মুলাকাত অনুষ্ঠান

ASIASAT 2

এশিয়ার অন্যতম জনপ্রিয় স্যাটেলাইটে **এমটিএ** দেখার সুযোগ গ্রহণ করুন।

DISH POSITION 100.5° EAST
FREQ. - 3660
S.R - 27500
POL - VERTICAL

বিস্তারিত তথ্যের জন্যে যোগাযোগ করুন ঃ

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ
৪ বক্শী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১

Printed and Published by Muhammad F. K. Molla at Ahmadiyya Art Press, 4, Bakshi Bazar Road, Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jamaat, Bangladesh.
Editor in Charge : Maulana Ahmad Sadeque Mahmood, Executive Editor : Mohammad Mutiur Rahman
Phone : 7300808, 7300849 Fax : 88-02-7300925 E-mail : amgb@bol-online.com